NARSINGHA

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি · সোম স্বাস্থ্য বীমা · মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি · বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি · বৃহস্পতি খেলার জগৎ · শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ · শনি অর্থের আকাশ

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ মমতা ব্যানার্জি ভাতা-ভাঁওতা দিয়ে বাংলায় শাসন চালাচ্ছেন: অর্জুন সিং

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই প্রায় ৫০ লাখের মাইল ফলক মেট্রোর ২

কলকাতা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২২ ভাদ্র ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৯০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.09.2025, Vol.19, Issue No. 90, 8 Pages, Price 3.00

জন্মদিনের অছিলায় তরুণীকে গণধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভয়ঙ্কর যৌন নির্যাতনের ঘটনায় আবার আলোড়িত মহানগর। অভিযোগ, হরিদেবপুরের এক তরুণীকে জন্মদিনের পার্টিতে ডেকে পরিকল্পিত ভাবে গণধর্ষণ করে তাঁর এক বন্ধু ও সেই বন্ধুর সঙ্গীরা। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতের ওই ঘটনায় নির্যাতিতা নিজেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অবিলম্বে তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য আশ্রয়স্থলে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। নির্যাতিতার পরিবার জানিয়েছেন, তাঁরা ন্যায়প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবেন এবং আশা করছেন, অভিযুক্তরা শাস্তি পাবেন। পুলিশের তৎপরতায় আতঙ্কিত স্থানীয়রা আশ্বস্ত হলেও, প্রশ্ন তুলেছেন, 'এই শহরে মেয়েদের নিরাপত্তা কোথায়? জন্মদিনের অনুষ্ঠানের নামে যদি এমন ঘটনা ঘটে, আমরা আমাদের সন্তানদের কোথায় পাঠাব?'

এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় সমাজকর্মীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এই ধরনের ঘটনা আবার প্রমাণ করে যে, মহিলাদের নিরাপত্তা ও সচেতনতার ক্ষেত্রে কঠোর নজরদারি কতটা জরুরি। তাঁদের মতে, শুধুমাত্র আইনি ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, পরিবারের ও সমাজের সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিই মহিলা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। স্থানীয় সমাজকর্মীরা ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা সচেতনতা ও মহিলাদের জন্য সাহায্য কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ শুরু করেছেন। স্থানীয় স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরা এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অনেকেই বলেছেন, 'শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চরম ভাবে ব্যর্থ। এই ধরনের ঘটনা আমাদের আতঙ্কিত করছে।'

কৃষ্ণনগরের ছাত্রী খুনে দেশরাজের বাবাও ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কৃষ্ণনগরের মানিকপাড়ায় ছাত্রী খুনে এবার গ্রেপ্তার ঘটনার মূল অভিযুক্ত দেশরাজ সিংহের বাবা রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিং। শনিবার রাতে রাজস্থানের জয়সলমীরে বিএসএফের ২০ নম্বর ব্যাটেলিয়ান কম্পাউন্ড থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ। সেখানে তাঁকে বিশেষ আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে কৃষ্ণনগরে আনা হবে।

ধৃত রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিংয়ের বিরুদ্ধে তাঁর ছেলে দেশরাজকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করার প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ। কৃষ্ণনগর এসে ছাত্রীকে খুন করার পর দেশরাজকে পালাতে সাহায্য করা ছাড়াও দেশরাজের গা ঢাকা দিয়ে থাকা এবং নতুন মোবাইল ফোন কেনার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন তার বাবা রাঘবেন্দ্র। ঘটনার দিন থেকে পুলিশ যখন দেশরাজের খোঁজে তল্লাশি চালাতে সুদূর উত্তরপ্রদেশের দেউড়ি গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, তখন ছেলে দেশরাজকে যাতে পুলিশ ধরতে না-পারে তার জন্য সমস্ত রকম সহযোগিতা করেছিলেন রাঘবেন্দ্র প্রতাপ। কৃষ্ণনগরের ছাত্রী খুনে প্রথম গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দেশরাজের মামা কুলদীপ সিং। এর পরেই নেপাল সীমান্ত থেকে দেশরাজকে গ্রেপ্তার করে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ। দু'জন গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিএসএফ কম্পাউন্ডে দেশরাজের বাবাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে বিজেপির দু'দিনের কর্মশালায় সাধারণ সাংসদ হিসেবে শেষ সারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি: এক্স

কালো পোশাকে পরীক্ষায় প্রতিবাদী চিন্ময়, মেহেবুবরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিবাদ জানাতে কালো পোশাক পরে পরীক্ষা দিলেন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডল। নৈহাটি নরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁর সেন্টার পড়েছিল। প্রসঙ্গত, এসএসসি-র ২০১৬ সালের গোটা নিয়োগ প্যানেল বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। রবিবার নতুন করে তারই পরীক্ষায় বসলেন যোগ্য শিক্ষকরা। এদিন পরীক্ষার পর চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'প্রশ্নপত্র খুব সহজ হয়েছে। কিন্তু আজ খুব খারাপ লাগছে যোগ্য শিক্ষকদের নতুন করে পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে।' চিন্ময় জানালেন, প্রতিবাদ জানাতেই তিনি কালো পোশাক পরে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। চিন্ময়ের কথায়, 'নিয়োগ প্রক্রিয়া দু'-তিন বছর বাদে কী হবে, সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। তাঁর দাবি, স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ হোক। ফের যেন এই পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতি না-হয়।' পরীক্ষাকেন্দ্রে বাউন্সার মোতায়েন নিয়ে চিন্ময় বলেন, পরীক্ষাকেন্দ্রে সচরাচর বাউন্সার দেখা যায় না। বাউন্সাররা কোনও সংস্থার মাধ্যমে নিযুক্ত নাকি কমিশন নিযুক্ত করেছে। তা তিনি জানেন না।

প্রশ্নপত্র খুব সহজ হয়েছে। কিন্তু আজ খুব খারাপ লাগছে যোগ্য শিক্ষকদের নতুন করে পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া দু'-তিন বছর বাদে কী হবে, সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। তাঁর দাবি, স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ হোক। ফের যেন এই পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতি না-হয়।

— চিন্ময় মণ্ডল, চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক

শুধু চিন্ময় নন, প্রতিবাদ হিসেবে কালো পোশাকে এদিন পরীক্ষা দিয়েছেন মেহেবুব মণ্ডলও। সোনারপুর বিদ্যাপীঠের পরীক্ষাকেন্দ্রে রবিবার সেই বিশেষ দৃশ্যের সাক্ষী থাকলেন পরীক্ষার্থীরা। নবম-দশমের স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) পরীক্ষায় কালো পাঞ্জাবি পরে হাজির হন আন্দোলনকারী শিক্ষক নেতা মেহেবুব মণ্ডল। মেহেবুব বলেন, 'আমাদের অনেকেই মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত। যাঁরা অন্যায় ভাবে চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের আবার নতুন করে পরীক্ষা দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সবার পক্ষে তা সম্ভব নয়।' তিনি অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অসাংবিধানিক ভাবে নিরপরাধ চাকরিপ্রার্থীদের বলি দেওয়া হয়েছে। তাই নীরব থেকে নয়, প্রতিবাদ জানিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন তিনি।

কালো পোশাকের মাধ্যমে তাঁর বার্তা স্পষ্ট- নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলেও, পুরনো নিয়োগ বাতিলের যন্ত্রণা শেষ হয়নি। মেহেবুবের মতে, এই পরীক্ষা শুধু চাকরির লড়াই নয়, ন্যায়বিচারেরও লড়াই। তাঁর এই নীরব প্রতীকী প্রতিবাদে সহমত পোষণ করেছেন উপস্থিত বহু পরীক্ষার্থী। পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে তাঁকে ঘিরে আলোচনা চলে সারাদিন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হল বলেই মত শিক্ষামহলের।

আর একটি ঘটনায় মনখারাপ নিয়ে প্রাক্তন স্কুলেই পরীক্ষা দিলেন রাকেশ আলম। যে স্কুলে এতদিন পড়িয়েছেন, প্রশ্নপত্র ধরিয়েছেন পড়ুয়াদের হাতে, এবার সেখানেই বসতে হল পরীক্ষার্থীর আসনে। রবিবার ঠ্যাঙাপাড়া হাইস্কুলের পরীক্ষাকক্ষে শিক্ষক নয়, পরীক্ষার্থী হিসেবে দেখা গেল যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক রাকেশ আলমকে। অ্যাডমিট কার্ড হাতে পাওয়ার দিন থেকেই যেন মনখারাপ তাঁর। রাকেশের কথায়, 'এই স্কুলেই এতদিন পড়াতাম, এবার এখানে পরীক্ষার্থী। কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে।' একসময়ের শিক্ষককে পরীক্ষার্থী হিসেবে দেখে সহকর্মীদের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কারও মুখে অবাক হাসি, কারও চোখে কষ্ট। তবে রাকেশ আলমের আশা, ন্যায্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এবার সকল যোগ্য প্রার্থী সুযোগ পাবেন।

'সংশয়' নিয়েই নির্বিঘ্নে পরীক্ষা

সুষ্ঠু ভাবেই সম্পন্ন, বিবৃতি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ ৯ বছরের অপেক্ষার অবসান। রবিবার রাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিত হল স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এদিন ৯১ শতাংশ পরীক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ভিন রাজ্যের প্রার্থী ছিলেন প্রায় ৩১ হাজার। রাজ্যের মোট ৬৩৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় ছিল ৪১টি কেন্দ্র। প্রতিটি কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। অতিরিক্ত জেলাশাসক পদমর্যাদার আধিকারিকদের জেলার পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং প্রতিটি কেন্দ্রে দায়িত্বে ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা। ৯০ মিনিটের এই পরীক্ষা কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকেও বহু পরীক্ষার্থী অংশ নেন।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু পরীক্ষাটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, '৩.৫ লক্ষ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছেন, কমিশন, স্কুলশিক্ষা দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হবে। সেখানে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য রাজ্য প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে।'

এদিন সকাল থেকেই পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে উপচে পড়া ভিড়। অনেকেই রাতের ট্রেনে বা বাসে চেপে দূর-দুরান্ত থেকে এসেছেন। সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় প্রবেশ প্রক্রিয়া, বেলা ১২টায় একযোগে পরীক্ষা। প্রতিটি কেন্দ্রে মোতায়েন ছিল পুলিশ বাহিনী, সিসিটিভি নজরদারি ও মেটাল ডিটেক্টর। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছিল, প্রশ্নপত্র ফাঁস আটকাতে এবার একাধিক স্তরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়, প্রশ্নপত্র বিতরণ থেকে উত্তরপত্র সংগ্রহ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ায় ছিল ডিজিটাল নজরদারি। চাকরিপ্রার্থীদের অনেকের চোখেই ছিল চাপা উত্তেজনা। কেউ প্রথমবার এই পরীক্ষা দিচ্ছেন, কেউ আবার ২০১৬ সালের বাতিল হওয়া প্যানেলের কারণে চাকরি হারিয়ে ফের নতুন করে লড়াইয়ে নামছেন। এক প্রার্থী তো বলেন, 'এই পরীক্ষা শুধু চাকরির সুযোগ নয়, আমাদের জীবনের সম্মানের প্রশ্ন।' এতদিনের প্রতীক্ষা শেষে চাকরিপ্রার্থীদেরও আশা, এবার আর কোনও বিতর্ক নয়, ন্যায্যতা ফিরবে শিক্ষক নিয়োগে। যদিও তার পরও সম্পূর্ণ সংশয় কাটছে না। প্রত্যেকেরই বক্তব্য, এবার যেন কোনও দুর্নীতি না-হয়। ন্যায্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এবার যেন যোগ্য প্রার্থীরা সুযোগ পান।

প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ হলেও, শিক্ষার্থীদের মধ্যে আশা ও উদ্বেগের মিশ্র অনুভূতি তৈরি হয়েছে। পরীক্ষার শেষে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা হাতে প্রশ্নপত্র ও ওএমআর শিটের কার্বন কপি নিয়ে বের হচ্ছেন। নতুন ব্যবস্থায় এই কার্বন কপি সংযোজনের উদ্দেশ্য দুর্নীতি রোধ করা। একাংশ শিক্ষার্থী এটিকে কার্যকর উপায় মনে করছেন, তবে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন যে, পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে তো? বিশেষ করে, ইন্টারভিউ ও ডেমোস্ট্রেশন পর্যায়ে দুর্নীতির সম্ভাবনা এখনও উদ্বেগের কারণ। কিছু শিক্ষার্থী জানাচ্ছেন, ওএমআর শিটের কার্বন কপি থাকায় ভরসা রয়েছে, কিন্তু পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ মিলিয়ে পুরো নিয়োগ স্বচ্ছ হবে কি না, তা ভবিষ্যৎ বলবে। ইন্টারভিউ পর্যায়ে ভিডিয়োগ্রাফি ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি তুলেছেন শিক্ষার্থীরা।

তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নয় বছরের দীর্ঘ বিরতি শেষে রাজ্যে নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন হল। তবে এই পরীক্ষা ঘিরে তীব্র বিতর্ক ও সংশয়ও কম নয়। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, চিহ্নিত দুর্নীতিগ্রস্ত প্রার্থীরা ফের পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। কমিশন ১৮০৬ জন 'দাগি'র তালিকা প্রকাশ করলেও, ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, এর বাইরেও 'দাগি' প্রার্থী থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই আশঙ্কা করছেন, 'দাগি' প্রার্থীরাও বসে থাকলে এই পরীক্ষাও অর্থহীন হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হয়েছে, নতুন পরীক্ষার আয়োজন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে করা হচ্ছে।

এহেন প্রেক্ষিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আসানসোলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হওয়ার দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রায় ১৫২ জন দাগি প্রার্থীকে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়ও আছেন। প্রশ্ন বিক্রি হয়েছে। তৃণমূল এক প্রহসনের পরীক্ষা করতে চলেছে, যার ফল হবে অশ্বডিম্ব।' শুভেন্দু আরও যোগ করেন, 'প্রতিবছর পরীক্ষা হবে, কিন্তু স্বচ্ছ হবে না। এখানে শুধু টাকা ও পরিচিতি কাজে আসছে।' শুভেন্দুর আরও মন্তব্য, 'চাকরির লোভে দাগিদের সুযোগ দেওয়া হলে শিক্ষাব্যবস্থার সুনাম রক্ষা হবে না। এই মামলা ও দুর্নীতি তদন্ত রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

সুপ্রিমে আজ এসআইআর

নির্বাচনমুখী বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) পরিচালনার ২৪ জুনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে রাজনৈতিক দলগুলি-সহ একাধিক আবেদনের শুনানি সোমবার সুপ্রিম কোর্টে হওয়ার কথা রয়েছে। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ রাষ্ট্রীয় জনতা দল এবং অন্যান্য আবেদনকারীদের প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করবে। নির্বাচন প্যানেলের নোটে বলা হয়েছে যে, খসড়া ভোটার তালিকার ৭.২৪ কোটি ভোটারের মধ্যে ৯৯.৫ শতাংশ এসআইআরে তাদের যোগ্যতার নথি জমা দিয়েছেন।

বিজয় মালিয়া, নীরব মোদী এবার তিহারে?

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর: বিজয় মালিয়া ও নীরব মোদীর ভারতে প্রত্যর্পণ নিয়ে জল্পনা চলছে বেশ কিছু দিন ধরেই। এর মধ্যেই দিল্লির তিহার জেল পরিদর্শন করে ব্রিটেনের ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের (সিপিএস) এক প্রতিনিধি দল। যার পর থেকেই চর্চা তুঙ্গে, তবে কি সত্যিই এবার বিজয় মালিয়া, নীরব মোদীদের হাতে পেতে চলেছে নয়াদিল্লি?

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, তিহার পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট প্রতিনিধি দলটি। তবে কর্মকর্তাদের তরফে এই আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজন পড়লে তিহারের ভিতরেই আলাদা 'এনক্লেভ'ও তৈরি করা হতে পারে। সেখানেই বিজয়-নীরবের মতো হাইপ্রোফাইল বন্দিদের আন্তর্জাতিক মানের ব্যবস্থায় রাখা যাবে। সেই সঙ্গেই নিশ্চিত করা হবে তাঁদের সুরক্ষাও। সব মিলিয়ে মনে করা হচ্ছে, পরিদর্শনের ফল ভারতের পক্ষে সদর্থকই হয়েছে। ফলে এবার বিজয় মালিয়াদের হাতে পেতেই পারে ভারত। আপাতত শুরু হয়ে গিয়েছে দিন গোনা।

উল্লেখ্য, বিজয় মালিয়ার বিরুদ্ধে ৯ হাজার কোটি টাকার ঋণ না মেটানোর অভিযোগ রয়েছে। একাধিক ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতারণায় বিদ্ধ তিনি। এদেশের তদন্তকারী সংস্থাগুলি তাঁকে হাতে পেতে মরিয়া। গত জুনেই তিনি ব্রিটেনে বসে উদ্যোগপতি রাজ শামানির পডকাস্টে সাক্ষাৎকার দেন। ওই সাক্ষাৎকারে মালিয়া দাবি করেন, তিনি দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন বটে, কিন্তু কোনও চুরি করেননি। তাঁকে আর যা-ই বলা হোক, চোর বলা যাবে না। আর সেই সময়ই ভারতীয় জেলগুলির বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত ব্রিটেনের একটি হাই কোর্টের রায়ের কথাও মনে করান মালিয়া। ব্রিটেনের ওই আদালত ভারতের জেলগুলির অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

সেই সঙ্গেই তিনি বলেন, 'আমাকে যদি আশ্বস্ত করা হয়, যে আমাকে স্বচ্ছ বিচারপ্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে দেখা হবে। স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাপনের অধিকার দেওয়া হবে। তবে দেশে ফিরতেই পারি।' এবার পরিদর্শকরা সদর্থক রিপোর্ট দিলে সত্যিই মালিয়াকে ফেরানো হয় কি না, সেটাই দেখার। এদিকে পিএনবি-সহ ভারতের একাধিক ব্যাঙ্কে জালিয়াতির পর দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন নীরব মোদী। দীর্ঘ দিন ধরে তাঁকেও দেশে ফেরাতে মরিয়া নয়াদিল্লি।

আগামী মাসেই ট্রাম্প-জিনপিং বৈঠকের সম্ভাবনা

ওয়াশিংটন ও সিওল, ৭ সেপ্টেম্বর: এসসিও বৈঠকের মঞ্চে একফ্রেমে ধরা দিয়েছিলেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সখ্যের ছবি যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কপালে ভাঁজ ফেলেছিল, তা বলাই বাহুল্য। তাই 'ভারত ও রাশিয়াকে গভীর অন্ধকারতম চিনে হারিয়ে ফেলা'র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উলটো পথে হেঁটে বন্ধুত্বের বার্তা দেন মোদীকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও তাতে ইতিবাচক সাড়া দিতে দেরি করেননি। এহেন প্রেক্ষাপটেই জানা গেল, আসন্ন অক্টোবরেই দক্ষিণ কোরিয়ায় ট্রাম্প বৈঠক করতে পারেন জিনপিংয়ের সঙ্গে।

আগামী মাসেই দক্ষিণ কোরিয়ার গুয়াংজুতে আয়োজিত হবে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকনমিক কো-অপারেশন তথা অ্যাপেক সম্মেলন। আর তাতে যোগ দিতে সেখানে আসবেন ট্রাম্প-জিনপিং। সম্মেলনের ফাঁকেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হতে পারেন দুই রাষ্ট্রনায়ক, তেমনটাই শোনা যাচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে পাকাপাকি কিছু বলা হয়নি। গত মাসেই ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল জিনপিংয়ের। সেই সময়ই সস্ত্রীক ট্রাম্পকে চিনে আসার আমন্ত্রণ জানান চিনের প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প কথাও দেন বেজিং সফরে যাওয়ার। তবে কোনও তারিখ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। এর মধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়াতেই তাঁদের সাক্ষাতের সম্ভাবনা তৈরি হল।

ফাইল চিত্র

শনিবারই ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন মোদীর সঙ্গে সম্পর্ক মেরামতের। 'শুল্কযুদ্ধে'র আবহে যে ভারত ও রাশিয়া আরও কাছাকাছি চলে আসছে, সেটা বুঝতে পারছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। চিনের সঙ্গেও নয়াদিল্লির সখ্য তৈরি হলে আখেরে যে আমেরিকাই চাপে পড়বে সেটাও তাঁর অজানা নয়। এহেন অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে নিজের বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ তুলে ট্রাম্প বলেন, 'মোদী আমার খুবই ভালো বন্ধু। কয়েক মাস আগে তিনি এখানে এসেছিলেন। আমরা রোজ গার্ডেনে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলাম। আমার সঙ্গে সবসময় মোদীর বন্ধুত্ব থাকবে। উনি খুব বড় প্রধানমন্ত্রী। আমি সব সময় বন্ধু থাকব।' কিন্তু রাশিয়ার থেকে তেল কেনার বিষয়ে নিজের হতাশার কথা জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'এখন তিনি যা করছেন, সেটা আমার পছন্দ নয়। কিন্তু ভারত এবং আমেরিকার বন্ধুত্ব গভীর। চিন্তা করার কোনও কারণ নেই।'

এরই মধ্যে এদিন আবার অবৈধ অভিবাসীদের খোঁজে দক্ষিণ-পূর্ব জর্জিয়ায় হুন্ডাইয়ের কারাখানায় হানা দেয় মার্কিন তদন্তকারীদের একটি দল। বেশ কয়েক ঘণ্টার তল্লাশির পর ওই কারখানা থেকে ৪৭৫ জন শ্রমিককে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গিয়েছে, এদের মধ্যে অধিকাংশই আমেরিকার বন্ধু দেশ দক্ষিণ কোরিয়ার বাসিন্দা। একাধিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, ট্রাম্পের নির্দেশেই হুন্ডাইয়ের কারাখানায় হানা দেয় মার্কিন তদন্তকারী দল। ইতিমধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের সঙ্গে কথা বলেছে আমেরিকার প্রশাসন। অবৈধ অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষিণ কোরিয়ায় ফেরত পাঠানো হবে।

দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ধৃতদের মধ্যে ৩০০ জনেরও বেশি সে দেশের নাগরিক। এরপর সবচেয়ে বেশি ২৩ জন মেক্সিকোর নাগরিক। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং এই ঘটনার পর জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকে বসেন। যোগাযোগ করেন ওয়াশিংটনের সঙ্গে। এর পরেই দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ট্রাম্প প্রশাসন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমি **অর্জুন কুমার পাল**, পিতা মৃত অনিল কুমার পাল, সাং কাঁঠালপোতা সুকান্ত সরণী (সাহেব বাড়ী), পোস্ট কৃষ্ণনগর, থানা কোতোয়ালী , জেলা - নদীয়া পিন - ৭৪১১০১, আমার দলিল নং I-05088/19 dt 30.04. 2019 (Page No 50) গত ইংরেজি 26.08.2025 তারিখে হারাইয়া গিয়েছে। আমি এই মর্মে **কোতোয়ালী থানায়** একটি জেনারেল ডায়েরি করি যাহার নং **2308 dt 27.08.25** এবং কৃষ্ণনগর প্রথম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 29.08.2025 তারিখে একটি হলফনামা দিই যাহার সিরিয়াল নং 14343. যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমার মক্কেল কনক দাস, পিতা কালী দাস, পূর্ণিমা দাস, স্বামী কনক দাস, সাং বনমালীপুর, পোঃ+ থানা বারাসাত, উঃ 24 পঃ তারাপদ ঘোষ, হারু ঘোষ, স্বপন ঘোষ, কেনারাম ঘোষ, তপন ঘোষ, পম্পারাণী ঘোষ, কৃষ্ণা ঘোষ নিযুক্ত 57/2018এবং 92/2018 আমমোক্তারনামা দলিলে মোহন ঘোষের নিকট থেকে ADSR- হাবড়া রেজিস্ট্রিকৃত মৌজা বামিহাটি, JL- 131 খতিয়ান 313 দাগ 297,157 থেকে 3.4528 শতক জমি 3000/2020 নং দলিলমূলে কিনে নামপত্তনের আবেদন করেন। এবিষয়ে কারোর আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১মাসের মধ্যে BL & LRO হাবড়া-১ নিকট জানাতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

AMAL KUMAR BISWAS
ADVOCATE
BARASAT JUDGE'S COURT

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমরা ১. **বেলোহার মন্ডল,** স্বামী- আবুতালেম মন্ডল ২. আসুরা বিবি, স্বামী- আসাব আলি মন্ডল ৩. সায়রা বিবি স্বামী- নূর মহম্মদ সেখ ৪. সেখ আসাদ আলি পিতা- মৃত দুখে সেখ, ৫. সেখ ইনসান আলি ৬. সেখ কাশেম আলি ৭. রোকিয়া বিবি স্বামী- সেখ আকবর আলি সকলের সাং- সাঁতরাপাড়া পোঃ- কাটাগঞ্জ থানা - কল্যাণী জেলা- নদীয়া সকলের পক্ষে গত ১০/০৮/২০২৩ তাং, ৬৩৯২০, ৬৩৯৩৪ নং পাতার ৩৭০৫ নং রেজিষ্টীকৃত আমমোক্তার দলীল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় আমমোক্তার ও স্বয়ং ৮. নাসির আলি সেখ পিতা- মৃত সেখ আকবর আলি, সাং- সাঁতরাপাড়া, পোঃ- কাটাগঞ্জ, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, উক্ত আমমোক্তার হইতে গত ১৯/০১/২০২৪ তাং I-456/2024 নং দলীল বলে ৭৩ নং গোকুলপুর মৌজার হাল.এল.আর. ১৮৯ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. দাগ ও এল.আর. দাগ নং - ৩৯৪ এর মোট ৩.৩ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন সেখ আবীর আলি পিতা- সেখ বাদল, সাং- পাল্লাদহ, পোঃ- কাঁচরাপাড়া, থানা - বীজপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা এবং I-455/2024 নং দলীল বলে উপরিক্ত উল্লেখিত দাগ ও খতিয়ান নম্বর এর ৩.৩ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন সৈদুল মন্ডল পিতা- ছোঁয়েদ মন্ডল সাং- পাল্লাদহ পোঃ- কাঁচরাপাড়া, থানা- বীজপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা , এবং I-457/2024 নং দলীল বলে ১৯-০১-২০২৪ তারিখে উপরিক্ত দাগ ও খাতিয়ানে মোট ০.৪১২৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন ৩. সৌমেন কুমার দাস, পিতা- শান্তিরঞ্জন দাস, সাং- গোকুলপুর, পোঃ কাঁটাগঞ্জ, থানা- কল্যানী, জেলা- নদীয়া, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে, কাহারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে, চাকদহ B.L.&L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১। প্রদীপ কুমার বসাক, পিতা- ৺গোবিন্দ হরি বসাক ২। অসীম কুমার বসাক, পিতা- ৺গোবিন্দ হরি বসাক ৩। সমীর কুমার বসাক, পিতা- ৺গোবিন্দ হরি বসাক ৪। কৃষ্ণা বসাক, স্বামী- ৺প্রবীর কুমার বসাক ৫। সায়ন্তনী বসাক, পিতা- ৺প্রবীর কুমার বসাক, সকলের সাং- প্রাচীন মায়াপুর ১ লেন, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া়া, পিন- ৭৪১৩০২। বিগত ইং ১৮/০৮/২০২২ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী আফিসের ১ নং বহির ১৩১৫-২০২২ নং ভলিয়মের ৬২৪৩৫ হইতে ৬২৪৫৬ পৃষ্ঠায় নকল হওয়া ২৮৫৭/২০২২ ও বিগত ইং ০৭/০৬/২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী আফিসের ১ নং বহির ১৩১৫-২০২৩ নং ভলিয়মের ৩৪১৭৪ হইতে ৩৪১৯১ পৃষ্ঠায় নকল হওয়া ১৮৪৮/২০২৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে। সাং- প্রাচীন মায়াপুর রোড, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২ নিবাসী লক্ষী নারায়ন পাল এর পুত্র বিকাশ চন্দ্র পাল কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা দিতেছি।

আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির তপশীল

জেলা- নদীয়া, থানা ও এ.ডি.এস.আর অফিস- নবদ্বীপ, মৌজা - ০৫ নং রুদ্রপাড়া, খতিয়ান নং- R.S. ৮৩৬, L.R. ২২৩৩/১, ১২৭/১, ৪২৪২/১, ২২৬২/২, দাগ নং R.S. ১৮৭৪/৫৩৪৩, L.R. ৩৮০১, পরিমান- ৩১.৫০ শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে ২৮৫৭/২০২২ ও ১৮৪৮/২০২৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে, খতিয়ান নং - R.S - ৮৩৬ L.R- ২২৩৩/১, ১২৭/১,৪২৪২/১,২২৬২/২, দাগ নং R.S- ১৮৭৪/৫৩৪৩ L.R- ৩৮০১ পরিমান ৫.৬০ শতক। বিগত ইং ০৮/০৭/২০২৫ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী আফিসের ২৩২৯/২০২৫নং দলিল বলে। সাং- ব্রজানন্দ গোস্বামী রোড, পো+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া নিবাসী মৃত নন্দ দুলাল বনিক এর পুত্র অরিজিৎ বনিক ও শ্রী অরিজিৎ বনিক এর স্ত্রী মিনাক্ষী বনিক পোদ্দার ক্রয় করিয়া, মিউটেশন কেসএর আবেদনের ভিত্তিতে নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহার কোন আপত্তি থাকে তথ্য প্রমানাদি সহ মহেশগঞ্জ B.L. & L.R.O Office এ উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনো রুপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১। প্রদীপ কুমার বসাক, পিতা- ৺গোবিন্দ হরি বসাক ২। অসীম কুমার বসাক, পিতা- ৺গোবিন্দ হরি বসাক ৩। সমীর কুমার বসাক, পিতা- ৺গোবিন্দ হরি বসাক ৪। কৃষ্ণা বসাক, স্বামী- ৺প্রবীর কুমার বসাক ৫। সায়ন্তনী বসাক, পিতা- ৺প্রবীর কুমার বসাক, সকলের সাং- প্রাচীন মায়াপুর ১ লেন, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া়া, পিন- ৭৪১৩০২। বিগত ইং ১৮/০৮/২০২২ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী আফিসের ১ নং বহির ১৩১৫-২০২২ নং ভলিয়মের ৬২৪৩৫ হইতে ৬২৪৫৬ পৃষ্ঠায় নকল হওয়া ২৮৫৭/২০২২ ও বিগত ইং ০৭/০৬/২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী আফিসের ১ নং বহির ১৩১৫- [illegible]

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ১)শ্রী সুবীর ঘোষ পিতা ৺কালীচরন ঘোষ, সাকিম ৬, জে.এন. লাহিড়ী রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১, ২)শ্রীমতী শ্যামলী প্রতিহার স্বামী শ্রী বাসুদেব প্রতিহার, সাকিম ৩৩/ডি, পটুয়াপাড়া লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১, **৩)শ্রীমতী শিল্পী রায়চৌধুরী** স্বামী শ্রী অতিশ রায়চৌধুরী, সাকিম ১৪৪/ডি/১, ঠাকুরবাটী স্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইংরাজী ২৬/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04103/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং **৪)শ্রীমতী পর্না ঘোষ** স্বামী ৺সুদীপ ঘোষ ও **৫)শ্রী সন্দীপ ঘোষ** পিতা ৺সুদীপ ঘোষ, উভয়ের সাকিম ৬, জে.এন. লাহিড়ী রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১, মহাশয়/মহাশয়াদ্বয় বিগত ইংরাজী ২২/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., শ্রীরামপুর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03231/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সমীর কুমার ঘোষ** পিতা ৺কালীচরন ঘোষ, সাকিম ৬, জে.এন. লাহিড়ী রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে **শ্রী সমীর কুমার ঘোষ** বিগত ইংরাজী ১৮/০৭/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03366/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী গৌতম ঘোড়ুই** পিতা ৺রামপদ ঘোড়ুই, সাকিম কিস্মৎঅপূর্ব্বপুর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, মহাশয়কে ৪৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বিলসরা, ৬৯ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৯০ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল. এল.আর. ৭৬৮ নং দাগে ৪৩ শতক শালি জমি অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, শ্রী গৌতম ঘোড়ুই পিতা ৺রামপদ ঘোড়ুই, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **শ্রী সমীর কুমার ঘোষ** (আমমোক্তার)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার
সর্বাণী চ্যাটার্জি,
ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১,
ফোন- ৯৪৩৩১৬৮৯১৮

মানসী অ্যাড এজেন্সি
শশধর মান্না
মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭,
মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৮ ই সেপ্টেম্বর। ২২ শে ভাদ্র । সোম বার, প্রতিপদ তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিল্বপত্র প্রদান করুন পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

(আজ থেকে শুরু তিল তর্পণ। বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মমতা ব্যানার্জি ভাতা-ভাঁওতা দিয়ে বাংলায় শাসন চালাচ্ছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মমতা ব্যানার্জি ভাতা-ভাঁওতা দিয়ে বাংলায় শাসন চালাচ্ছে। রবিবার রাতে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়ার পিনকল মোড়ে দলের তরফে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জি বুঝে গেছেন বাংলার মানুষ আর তৃণমূলকে ভোট দেবে না। ২০২১ সালের নির্বাচনে আইপ্যাককে সঙ্গে নিয়ে উনি স্লোগান তুলেছিলেন বাংলা বাংলার মেয়েকে চায়। ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে উনি এখন পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে মিথ্যা কথা বলছেন। উনি বলছেন্ বিজেপি শাসিত ভিন রাজ্যে নাকি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। বাংলাভাষী শ্রমিকদের নাকি ডিটেনসন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল অযোগ্য শিক্ষকরা এসএসসি পরীক্ষায় বসতে পারবে না। অথচ স্কুল সার্ভিস কমিশন অযোগ্য তালিকায় নাম থাকা ১৫৬ জনকে অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করেছে। তার মধ্যে মমতা ব্যানার্জির ভাইঝি-ও আছেন। বামেদের নিশানা করে তিনি বলেন, ৩৪ বছর শাসনে বাংলাকে শেষ করে দিয়েছে বামেরা। এখন বাংলাকে পুরো ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁর বক্তব্য, ভোটের আগে সিপিএম তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিটিং মিছিল করেন। ভোট আসলেই 'নো ভোট টু বিজেপি' বলে ওরা তৃণমূলকে সুবিধা করে দেয়। এদিন প্রতিবাদ সভায় হাজির ছিলেন দলের ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সঞ্জয় সিং, সুদীপ্ত দাস, কুন্দন সিং, আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, বিজয় কুমার পান্ডে, সন্তোষ রায় প্রমুখ।

রাতের আকাশে 'ব্লাড মুন', চন্দ্রগ্রহণ ঘিরে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও পৌরাণিক কাহিনি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার রাত আকাশে দেখা যাবে এক বিরল দৃশ্য; পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। রাত ১১টা থেকে শুরু হয়ে গ্রহণ স্থায়ী হবে রাত ১২টা ২২ মিনিট পর্যন্ত, প্রায় ৮২ মিনিট ধরে চাঁদ ঢেকে থাকবে পৃথিবীর ছায়ায়। বিজ্ঞান প্রচারক সারিকা ঘারু জানিয়েছেন, ২০২২ সালের পর এটিই দীর্ঘতম পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ, যা ভারত-সহ বিশ্বের প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষ খালি চোখে দেখতে পারবেন।

বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবী যখন সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে এসে পড়ে, তখন চাঁদ ঢেকে যায় পৃথিবীর ছায়ায়। সরাসরি সূর্যালোক চাঁদে না পৌঁছলেও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সূর্যের আলো ছড়িয়ে চাঁদকে তামাটে লাল রঙে রাঙিয়ে দেয়। এই কারণেই একে বলা হয় 'ব্লাড মুন'। বিশেষ কোনো যন্ত্র ছাড়াই দেখা সম্ভব এই ঘটনা, তবে বিজ্ঞানীরা উন্মুক্ত আকাশের নিচে পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনি বলছে, সমুদ্র মন্থনের সময় অসুর রাহু অমৃত পান করেছিলেন। বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহুর মুণ্ডু ছিন্ন করেন। বিশ্বাস করা হয়, সেই রাহুই সময়ে সময়ে সূর্য ও চাঁদকে গ্রাস করে। তাই গ্রহণের সময়ে দেশে দেশে নানা আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়, যেমন উপবাস বা স্নান। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই বিরল দৃশ্য কেবল বৈজ্ঞানিক বিস্ময় নয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গেও যুক্ত। তাই আজকের 'ব্লাড মুন' দেখায় মিলবে বিজ্ঞান আর পুরাণের মেলবন্ধন।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই প্রায় ৫০ লাখের মাইল ফলক মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার আশেপাশে যাতায়াতের জন্য মেট্রো রেল হল সবচেয়ে প্রিয় এবং সাশ্রয়ী পরিবহণ মাধ্যম। দ্রুত ও সহজে গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য যাত্রীরা মেট্রোকে প্রধান পছন্দ হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রতি বছর পুজোর আগে শপিং এর জন্য মানুষ মেট্রো ব্যবহার করেন, এবং এই প্রবণতা সেপ্টেম্বরে প্রথম সপ্তাহের যাত্রী সংখ্যাতেও প্রতিফলিত হচ্ছে।

প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম সপ্তাহে প্রায় ৪৯,৫০ লাখ যাত্রী মেট্রো ব্যবহার করতে পারেন। এর মধ্যে ১ সেপ্টেম্বর একদিনে ৮.০৭ লাখের বেশি যাত্রী মেট্রোতে ভ্রমণ করেছেন। ৪ সেপ্টেম্বর এই সংখ্যা ছিল ৭.৮৬ লাখ। ৬ সেপ্টেম্বর, ৭.১৩ লাখ বিশেষত পুজো শপিংয়ের জন্য মেট্রো ব্যবহার করেছেন। প্রথম ছয় দিনের গড় দৈনিক যাত্রী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭.৪৯ লাখ।

গ্রিন লাইনেও ১ ও ৪ সেপ্টেম্বর প্রায় দুই লাখ যাত্রী পরিবহণ করা হয়েছে। এর আগের সপ্তাহে, ২৫ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত, মেট্রোর সব করিডর মিলিয়ে মোট ৪৯.১৮ লাখ যাত্রী যাত্রা করেছেন। এই সংখ্যা মেট্রোর জনপ্রিয়তা ও নির্ভরযোগ্যতাকে আরও প্রমাণ করছে।

ডিজিটাল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মেট্রো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মোবাইল কিউআর কোড টিকিট বিক্রি ১.৮২ লাখ ছাড়িয়েছে। ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইনে যথাক্রমে ৯৪,০০০ এবং ৮৫,০০০ কিউআর টিকিট বিক্রি হয়েছে। গতকাল সর্বোচ্চ ৩৪,৫৫৯ কিউআর টিকিট বিক্রি হয়েছে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ সাতদিনব্যাপী বিশেষ প্রচারাভিযান চালাচ্ছে, যাতে যাত্রীদের মধ্যে স্মার্ট কার্ড এবং 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ে। একদিনে প্রায় ২০০০ স্মার্ট কার্ড বিক্রি হয়েছে। যাত্রীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিউতে দাঁড়ানো এড়াতে এবং ৫ শতাংশ বোনাস পাওয়ার জন্য স্মার্ট কার্ড বা অ্যাপ ব্যবহার করুন।

উল্লেখ্য, কলকাতা মেট্রো দেশের মধ্যে মেট্রো পরিবহণের জন্য সবচেয়ে সাশ্রয়ী। ২০১৯ সালের পর থেকে ভাড়া অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যা যাত্রীদের সুবিধার জন্য।

সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে কড়া রাজ্য, ৭৩ জনের আবেদন খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে এবার কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। এতদিন এনওসি বা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট ছাড়াই বহু সরকারি চিকিৎসক ব্যক্তিগত চেম্বার চালাতেন। পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই বিষয়টি চললেও, সম্প্রতি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনার পর পরিস্থিতি বদলায়। রোগীমহলে অসন্তোষ বাড়তে থাকায় রাজ্য সরাসরি হস্তক্ষেপ করে।

স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত দুই পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে ৭৩ জন সরকারি চিকিৎসকের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের আর্জি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। খারিজ হওয়া তালিকায় রয়েছেন সার্জারি, মেডিসিন, গাইনি, ইএনটি, শিশু, প্যাথোলজি, অ্যানাস্থেসিওলজি, চক্ষু, অর্থোপেডিকস ও ত্বক বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, দুই বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, বীরভূম, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলার চিকিৎসকরাই মূলত এই তালিকায় আছেন।

রাজ্য স্পষ্ট জানিয়েছে, এনওসি ছাড়া সরকারি চিকিৎসকরা কোনওভাবেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। নিয়ম ভাঙা হলে ভবিষ্যতে সরকার আর নরম হবে না। চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এনওসি চাওয়ার প্রক্রিয়া নতুন কিছু নয়। ১৯৯৩ সালের ৩ মার্চ প্রকাশিত 'ক্যালকাটা গেজেট এক্সট্রা অর্ডিনারি নোটিফিকেশন'-এ বলা হয়েছিল, চাকরিতে যোগদান, প্রমোশন বা বদলির সময় প্রাইভেট প্র্যাকটিসের জন্য অনুমতি নিতে হবে। সেই পুরনো নির্দেশ দেখিয়েই এবার ৭৩ জন চিকিৎসকের আবেদন নাকচ করেছে সরকার।স্বাস্থ্যদপ্তরের মতে, সরকারি হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেখা গেছে, সরকারি হাসপাতালে নির্দিষ্ট সময়ের পর সিনিয়র চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি বেড়েছে। বিকেল চারটার পর প্রায়শই সিনিয়র চিকিৎসকদের বদলে সমস্ত দায়িত্ব বহন করেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের স্যালাইন-কাণ্ড ও আরজি করের ঘটনার পর এই অভিযোগ আরও স্পষ্ট হয়েছে। এমনকি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের আওতায় বহু জুনিয়র চিকিৎসকের ব্যক্তিগত আয় বেড়ে যাওয়া নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট; সরকারি দায়িত্ব পালনের বাইরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের এনওসি নিতে হবে। আপাতত যাঁদের আবেদন বাতিল হয়েছে তাঁদের প্রমোশন বা বদলির সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

হাওড়া স্টেশনে ম্যাজিস্ট্রেট টিকিট চেকিং ড্রাইভে ৬০৬ অনিয়ম ধরা পড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৬ সেপ্টেম্বর হাওড়া স্টেশনে পরিচালিত হয়েছে একটি বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট টিকিট চেকিং ড্রাইভ। এই অভিযান পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের পক্ষ থেকে রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। সহায়ক হিসেবে ছিলেন হাওড়া কোচিংয়ের সহকারী কমার্শিয়াল ম্যানেজার এবং একটি সমন্বিত দল, যার মধ্যে ছিল ৫০ জন টিকিট চেকার, ১০ জন আরপিএফ কর্মী এবং ৩ জন জিআরপি সদস্য।

পরিদর্শন চলাকালীন মোট ৬০৬টি টিকিট অনিয়মের ঘটনা ধরা পড়ে। এর মধ্যে ৩৭৪টি ক্ষেত্রে যাত্রীরা টিকিটবিহীন অবস্থায় ভ্রমণ করছিলেন। অভিযানের মাধ্যমে দণ্ড এবং জরিমানা থেকে মোট ২,১২,৩৮৫/- টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

হাওড়া ডিভিশন বিশেষভাবে যাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যে সব সময় বৈধ টিকিট নিয়ে ভ্রমণ করুন। টিকিট কেনা শুধু আইনি বাধ্যবাধকতা নয়, এটি সামাজিক দায়িত্বও, যা রেলযাত্রাকে সুশৃঙ্খল ও ন্যায়সঙ্গত রাখে।

এ ধরনের বিশেষ টিকিট চেকিং অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালিত হবে। যাত্রীরা যাতে সুবিধা ও জরিমানা এড়াতে পারেন, তাই সময়মতো বৈধ টিকিট সঙ্গে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বারুইপুরে রাতের বাইক রেসিংয়ে পথচারীর মর্মান্তিক মৃত্যু, আটক চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাত নামলেই বারুইপুর বাইপাস যেন রেস ট্র্যাক! হাই পিকআপ বাইক নিয়ে দাপিয়ে বেড়ায় একঝাঁক যুবক। শনিবার রাত্রি প্রায় ১০টা নাগাদ সেই উন্মত্ত বাইক রেসিংয়ের বলি হলেন ৫৫ বছরের পথচারী জয়ন্ত মণ্ডল। কর্মস্থল থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। আচমকা পিছন দিক থেকে আসা দ্রুতগামী বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন জয়ন্তবাবু। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর ক্ষুব্ধ জনতা বাইক চালককে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বাইকটি বাজেয়াপ্ত করে চালককে থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা শুরু করেছে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, প্রতিদিন রাতে বাইপাসে অবাধ রেসিং হয়, পুলিশি নজরদারি নেই। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে বাইপাসে রাতের টহল বাড়ানো হোক এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।

বারুইপুরের এসডিপিও অভিষেক রঞ্জন জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুতর। ঘাতক বাইক ও চালক আটক রয়েছে। তদন্ত চলছে। রেসিং রুখতে অতিরিক্ত টহল শুরু করা হবে। এলাকাজুড়ে শোকের আবহ, পরিবারের কান্নায় শোকস্তব্ধ বিশালাদীতলা।

রাত জেগে হাতুড়ির ছন্দে গড়ে ওঠে দেবীর অস্ত্র, থিমের পুজো বাড়লে হারিয়ে যেতে পারে এই শিল্প !

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ধান্ধালীর ভোর যেন এক অন্যরকম সংগীত। কুয়াশা ভেদ করে আসা সূর্যের আলো, বাতাসে শিউলির গন্ধ আর দূরে ভেসে আসা হাতুড়ির ছন্দ মিলেমিশে তৈরি করে আগমনী সুর। গ্রামের এক কোণে ছোট্ট টিনের ছাউনি-ঢাকা ঘরে চলছে কর্মযজ্ঞ। ধাতুর ঝনঝন শব্দে মুখর চারদিক। মনে হয় যেন প্রতিটি আঘাত দেবীর আবির্ভাবের ডাক। এই ঘরের কর্ণধার সুদীপ অধিকারী। প্রায় বারো বছর ধরে তিনি এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। প্রথমে একাই কাজ শুরু করেছিলেন। এখন সঙ্গে আছেন নয়জন কারিগর। কারও কপালে ঘাম ঝরে, কারও হাতে টিনের ধুলো, তবু হাত থামে না। পুজোর দুই মাস আগে রাত-দিন এক করে চলে এই পরিশ্রম।

সুদীপ বললেন, প্রথমে একাই শুরু করেছিলাম। এখন ৯ জন নিয়ে কাজ করি। পুজোর আগে অর্ডারের চাপ এত বেশি যে রাত জেগে কাজ করতে হয়। তাঁদের হাতেই জন্ম নেয় ত্রিশূল, খড়গ, ধনুক, গদা;দুর্গা, লদী, সরস্বতী, কার্তিক এমনকী মহিষাসুরের হাতের অস্ত্রও।

ধান্ধালীর এই ঘর থেকেই অস্ত্র পাড়ি দেয় হাওড়া, কলকাতা, নদিয়া, বর্ধমান, এমনকী জেলার বড় পুজোতেও। জগদ্ধাত্রী পুজো অবধি চলে নিরবচ্ছিন্ন কাজ, তারপর মাত্র পনেরো দিনের ছুটি।

তবু সুদীপের মনে শঙ্কা। তাঁর কণ্ঠে দীর্ঘশ্বাস, এখন থিমের পুজো বেড়েছে। অনেকে দেবীর হাতে অস্ত্র না দিয়ে অন্য প্রতীক বসাচ্ছেন। যদি একদিন অস্ত্রের প্রয়োজনই ফুরিয়ে যায়, আমাদের এই শিল্পও হারিয়ে যাবে। তবু তিনি থামেননি। গ্রামের কয়েকজন মহিলাকেও যুক্ত করেছেন এই কাজে। আঁচল গুঁজে তারা বসে টিন কাটতে, হাতুড়ি চালাতে। সংসারের খরচ মেটাতে, সন্তানের পড়াশোনার খরচ জোগাতে তাদের হাতেও বাজে একই ছন্দ।

আলো-ঝলমলে মণ্ডপে যখন দর্শনার্থীরা মুগ্ধ চোখে তাকান দেবীর চোখে, গয়নার ঝলকে, কেউ হয়তো খেয়ালই করেন না দেবীর হাতে ধরা সেই ত্রিশূল বা খড়গের দিকে।

অথচ প্রতিটি অস্ত্র যেন ফিসফিস করে বলে; এখানে এক গ্রাম আছে, আছে কিছু মানুষ, আছে রাতভর বাজানো হাতুড়ির সুর। যদি একদিন এই সুর থেমে যায়, থেমে যাবে এক টুকরো ইতিহাস, হারিয়ে যাবে বাংলার শিল্প-ঐতিহ্যের এক নীরব গৌরবগাথা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার

কলকাতা কর্পোরেশন জারি করল সরকারি নির্দেশিকা

সাইনবোর্ডে সর্বাগ্রে বাংলা বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের সকল সাইনবোর্ডে বাংলা ভাষা সর্বপ্রথম লেখা বাধ্যতামূলক করেছে কলকাতা পুরনিগম। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের অনুমোদনে পুর কমিশনার ধবল জৈন জারি করেছেন নতুন নির্দেশিকা, যা ব্যবসা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অফিস, পুর সমাবেশসহ সকল হোর্ডিং ও সাইনবোর্ডের শীর্ষে বাংলা ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

গত বছরের নির্দেশিকায় বাংলা লেখা বাধ্যতামূলক হলেও শীর্ষে রাখার কথা বলা হয়নি। এবার তা কঠোরভাবে কার্যকর করতে বলা হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, চলতি মাসের মধ্যে সমস্ত সাইনবোর্ডে বাংলা শীর্ষে থাকতে হবে, অন্য ভাষা থাকলেও তার আগে বাংলা লেখা থাকতে হবে। প্রশাসন ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি শুরু করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় লাগাতার আন্দোলন চলছিল। ধর্মতলা সমাবেশে কেন্দ্রের শাসকদলকে আক্রমণ করার পর এই নির্দেশিকার মাধ্যমে শহরে ভাষাগত অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হল। আগের ঘটনায় কাউন্সিলরদের অফিসিয়াল অধিবেশনে বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করতে বলা হয়েছিল। শপিংমলে সাইনবোর্ডে বাংলা না থাকলে ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স বাতিলের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। এবার সমস্ত সতর্কবার্তা, আবেদন ও হুঁশিয়ারি সরকারি নির্দেশিকায় পরিণত হল। কলকাতা কর্পোরেশন স্পষ্ট জানিয়েছে, শহরের সমস্ত ব্যবসা ও অফিসকে অবশ্যই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সাইনবোর্ড লিখতে হবে। অন্য ভাষা থাকলেও শীর্ষে বাংলা লেখা থাকতে হবে। প্রশাসন ভাষাগত কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য এই পদক্ষেপকে গুরুত্বপূর্ণ বলেছে। যদিও 'বিশেষ সংখ্যালঘু' এলাকাতে এই নির্দেশ কি আদৌ কার্যকর হবে? তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলছে গেরুয়া শিবির।

ছাব্বিশে বিজেপি ক্ষমতায় এলে খেলার মাঠ বিক্রি হবে না: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'ছাব্বিশে বিজেপি ক্ষমতায় এলে খেলার মাঠ বিক্রিতে জড়িত অসুর শক্তির বিনাশ হবে।' রবিবার শ্যামনগর নতুনগ্রাম মুন্সি পাড়া মাঠে আয়োজিত 'নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী' নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে এসে এমনটাই বললেন ক্রীড়াপ্রেমী প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বললেন, মাঠ থাকবে খেলার জন্যই। খেলার মাঠ বিক্রি করে প্রমোটিং করতে দেওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত, পূর্ব বিদ্যাধরপুর শতদল চক্রের উদ্যোগে কাঁকিনাড়া জ্যোতি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় নতুনগ্রাম মুন্সি পাড়ার মাঠে দিবারাত্র নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, মুন্সি পাড়ার এই মাঠটিকে অসুর শক্তির হাত থেকে স্থানীয়রা বাঁচিয়ে রেখেছেন, এটাই বড় ব্যাপার। তবে জ্যোতি ফাউন্ডেশন খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। আশা করছি, আগামীদিনে এই মাঠ থেকে অনেক ভালো খেলোয়াড় তৈরি হবে। কিন্তু অসুর শক্তির হাত থেকে খেলার মাঠ বাঁচাতেই হবে। তাঁর অভিযোগ, শ্যামনগর ফিডার রোডের অন্নপূর্ণা খেলার মাঠ বিক্রির চেষ্টা চলছে। প্রতীক সংঘের খেলার মাঠ বিক্রিরও চক্রান্ত চলছে। নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন জ্যোতি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সুদীপ্ত দাস, রবীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, বাপ্পা ভট্টাচার্য প্রমুখ। জ্যোতি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। নতুনগ্রাম ঝংকার মাঠে টুর্নামেন্ট করতে বাধা পেতে হয়েছে।

মুন্সি পাড়ার মাঠে ফুটবল প্রতিযোগিতা করতে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছিল। তবে প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে অবশেষে টুর্নামেন্ট করা হল। তিনি বলেন, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র হাতিয়ার শিক্ষা। পাশাপাশি শরীর সুস্থ রাখতে খেলাধূলার প্রয়োজন রয়েছে। তাই খেলার মাঠ বাঁচাতে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসা উচিত।

দুর্গাপুজোর বিশেষ বাস ও জলযান পরিষেবা

■ **দুর্গাপুজোর সময় শহরে ভিড় ও যানজট কমাতে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। শহর ও শহরতলিতে একাধিক পুজো পরিক্রমা পরিষেবা চালু হবে, যেখানে থাকবে এসি বাস, বিলাসবহুল কোচ এবং জলযান। প্রতিটি পরিষেবার জন্য আগেভাগে বুকিং বাধ্যতামূলক।**

অষ্টমীর দিনে এসপ্ল্যানেড থেকে বিশেষ এসি বাস ছাড়বে। রুটে থাকবে শোভাবাজার রাজবাড়ি, লাহাবাড়ি, হাতিবাগান দত্তবাড়ি, বাগবাজার মল্লিকবাড়ি, চোরবাগানের মিত্রবাড়ি এবং নীলমণি মিত্র স্ট্রিট। ভাড়া ৫০০ টাকা। বারাসাত ও কল্যাণী থেকে বনেদি বাড়ির পুজো ঘুরে দেখার ব্যবস্থা থাকবে, ভাড়া যথাক্রমে ২০০০ ও ২৩৩০ টাকা। শিবপুর, চিংড়িঘাটা, গড়িয়া ও জোকা থেকে বিলাসবহুল এসি বাস পরিষেবা চালু হবে। রুটে থাকবে শ্রীভূমি, সুরুচি সংঘ, বড়িশা ক্লাব এবং কলেজ স্কোয়ারের থিম পুজো। ভাড়া ২২০০ টাকা। জলপথে মিলেনিয়াম পার্ক থেকে বিশেষ ভেসেল ছাড়বে; উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো দেখা যাবে।

সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড

■ **দীর্ঘদিনের আইনি জটিলতার পর পশ্চিমবঙ্গের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশকে কেন্দ্র করে আবারও পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য বোর্ড। মূলত ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলার কারণে ফল আটকে ছিল। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে ২০১০ সালের আগে প্রণীত ওবিসি তালিকাই প্রযোজ্য। তবে শংসাপত্র সংক্রান্ত মামলার কারণে বোর্ডকে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মুখোমুখি হতে হয়। হাইকোর্ট পরে জানতে চায়, সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশের আগে কেন বোর্ড তাদের নির্দেশ কার্যকর করেনি।**

মেট্রো পথে দক্ষিণের পুজো পরিক্রমা

■ **দক্ষিণ কলকাতার পুজোর রঙিন ছোঁয়া মেট্রো পথেও ছড়াবে। বেহালা বাজার থেকে শুরু করে সখেরবাজার, বেহালা চৌরাস্তা, তারাতলা, জোকা এবং ঠাকুরপুকুর; প্রতিটি স্টেশনের আশেপাশে দুর্গা পুজোর মণ্ডপ দর্শকপ্রিয়। বেহালা অঞ্চলে নতুন সংঘ এবং নতুন দলের মণ্ডপগুলো দর্শকদের আকর্ষণ করে প্রতি বছর। ভিড়ের মধ্যেও মেট্রোর সুবিধায় মানুষ সহজে পুজোর আনন্দ উপভোগ করবেন। বেহালা চৌরাস্তা ও সখেরবাজার স্টেশনের কাছে বড় মণ্ডপের সাজসজ্জা, আলোর খেলায় দর্শক মুগ্ধ হবেনই।**

দমদম-ব্যারাকপুরে তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি মজবুত করতে আজ অভিষেকের বৈঠক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: বছর ঘুরলেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন, তাই তৃণমূল কংগ্রেস এবার দমদম-ব্যারাকপুর জেলা নিয়ে সংগঠনিক শক্তি পুনর্বিন্যাসে নামল। আজ সোমবার জেলা সংগঠনের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বৈঠকের মূল লক্ষ্য; বুথ থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত দলের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং সমাধানের পথ তৈরি করা।

সাংগঠনিক সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে এই জেলায় জয় এলেও বিভিন্ন অঞ্চলে দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং শৃঙ্খলার অভাব প্রকাশ পেয়েছিল। বিশেষ করে বিজেপির সংগঠিত প্রচারের সামনে তৃণমূলের কিছু ব্লক পিছিয়ে পড়েছিল। তাই এবার অভিষেক ব্যক্তিগতভাবে জেলাভিত্তিক বৈঠক করে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করছেন এবং সমাধানের কৌশল তৈরি করছেন। দমদম-ব্যারাকপুরের কৌশল বিশেষ; শিল্পাঞ্চল, শ্রমিক সংগঠন এবং নতুন ভোটারদের উপস্থিতি এই এলাকার নির্বাচনী সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলে। যদিও ২০২১ বিধানসভায় ভালো ফলাফল করেছিল দল, তবু ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট বৃদ্ধি শাসকদলকে সতর্ক করেছে। অভিষেক ঘনিষ্ঠদের মতে, তিনি সোশ্যাল মিডিয়া এবং গ্রাউন্ড লেভেলে জনসংযোগ জোরদার করতে চাইছেন। তরুণ ভোটারদের সক্রিয় করে বিজেপির প্রচারের মোকাবিলা করা তার মূল উদ্দেশ্য।

সোমবারের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন জেলা সকল ব্লক সভাপতি, যুব ও মহিলা তৃণমূল নেতৃত্ব, টিএমসিপি প্রতিনিধি এবং শ্রমিক সংগঠনের নেতা। স্থানীয় বিধায়ক ও জেলা পর্যবেক্ষকরাও অংশগ্রহণ করবেন। বৈঠকে অভিষেক একাধিক বার্তা দেবেন; দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বন্ধ করা, দলকে নতুনভাবে সাজানো, এবং বুথ স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত নেতৃত্বের সমন্বয় নিশ্চিত করা।

অপ্রকাশিত সূত্রে বলা হয়েছে, বিজেপি এই অঞ্চলে বাড়তি প্রভাব তৈরি করছে। তাই এখান থেকেই দলকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অভিষেকের লক্ষ্য, যুব সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত করে ভবিষ্যতের ভোটার ভিত্তি তৈরি করা। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দমদম-ব্যারাকপুরে সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাস তৃণমূলকে নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দলীয় ঐক্য দৃঢ় করা, অভ্যন্তরীণ বিভাজন দূর করা এবং কার্যকর প্রচারণা নিশ্চিত করাই অভিষেকের মূল বার্তা।

যোধপুর পার্ক সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির পুজো মণ্ডপ। এবছরের থিম-'আদি অনন্ত হর হর গঙ্গা'। *ছবি: অদিতি সাহা*

গঙ্গাপারের বনেদি পুজো, ঐতিহ্যের গলিঘুপচি পেরিয়ে একদিনের উৎসব ভ্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কলকাতার পুজোর জৌলুস যতই হোক, হাওড়ার বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো এখনও আলাদা টান রাখে। গঙ্গার ধারে শিবপুরের সরু গলিতে ঢুকলেই শুরু হয় উৎসবের আবহ। পাল বাড়ির তিনশো বছরের পুরনো 'অভয়া' রূপের দেবী যেন সময়কে থামিয়ে দেয়। প্রতিমার হাত দু'টি প্রসারিত, অসুরহীন এই রূপ দর্শকদের চমকে দেয়। তারপর আন্দুল রাজবাড়ি; রাজকীয় দালানকোঠা আলোয় ঝলমল করে ওঠে। এখানে মায়ের সাজসজ্জা এমন যে মনে হয় যেন রাজসভায় পুজো চলছে। রামকৃষ্ণপুরের বসু বাড়িতে ঢুকলেই হাতে আঁকা চালচিত্র নজর কেড়ে নেয়, আর প্রসাদ হিসেবে পাওয়া গরম লুচি-ভাজা যেন শৈশবের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে।

মাকড়দহের শ্রীমানী বাড়িতে দেবী থাকেন মহাদেবসহ, তাই পুজোর আবহও ভিন্ন স্বাদের। আর পাঁতিহালের রায় বাড়ির পুজোতে সন্ধিপুজোর সময়ে তোপধ্বনি শোনা যায়, যেন পুরো গ্রাম উৎসবের মেজাজে মেতে ওঠে।

হাওড়ার এই বনেদি বাড়িগুলি শুধুই পুজো নয়, ইতিহাস ও সংস্কৃতির জীবন্ত প্রদর্শনী। তাই পুজোয় এক দিন সময় বের করে এই বাড়িগুলি ঘুরে দেখা মানে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নতুন বিধি

কমিটিগুলির অঙ্গীকারপত্র বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে পরিবেশ রক্ষায় রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রতিটি পুজো কমিটিকে লিখিত অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে, যেখানে তারা নিশ্চিত করবেন যে, সংশোধিত পরিবেশ নির্দেশিকা যথাযথভাবে মেনে চলবেন।

পর্ষদের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, উদ্যোক্তাদের আগে থেকেই লিখিত প্রতিশ্রুতি নেওয়া হলে নিয়ম ভঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া অনেক সহজ হবে। আমরা জাতীয় পরিবেশ আদালত এবং কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা কার্যকর করতে চাই। নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রতিমা তৈরিতে পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার বাধ্যতামূলক। মাটি ও জৈব পদার্থ ছাড়া কোনো প্রতিমা গ্রহণযোগ্য নয়। প্লাস্টার অফ প্যারিস, পারদ, ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক, সিসা বা ক্রোমিয়ামযুক্ত রঙের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একইসঙ্গে, প্রতিমার উচ্চতা সর্বাধিক ২০ ফুট এবং মণ্ডপ বা সুপারস্ট্রাকচার ৪০ ফুটের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে মাইক ব্যবহার করতে হলে স্থানীয় থানার বা জেলা প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে। অ্যামপ্লিফায়ারে সাউন্ড লিমিটার বাধ্যতামূলক, আর হাসপাতাল বা সাইলেন্স জোনের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনো মাইক বাজানো যাবে না। ডিজে ব্যবহারও এবার পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

মালদায় রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানোর অপচেষ্টা, সংস্কৃতির প্রতি চরম অবমাননা: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলা সংস্কৃতি ও জাতীয় আবেগকে চরমভাবে আঘাত করে মালদার চাঁচল কলেজ প্রাঙ্গণে এক তৃণমূল নেতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি আগুনে পোড়ানোর চেষ্টা চালিয়েছেন। এই ন্যক্কারজনক দৃশ্য শুধু বাঙালি সমাজকে মর্মাহত করেনি, বরং প্রতিটি সংস্কৃতি-প্রেমিকের মাথা নত করে দিয়েছে।

বিজেপি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এক্স হ্যান্ডেলে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে লিখেছেন, অশিক্ষা, বর্বরতা ও ঔদ্ধত্য যদি চরম সীমায় পৌঁছায়, তখন এমন নিন্দনীয় ঘটনা ঘটে। কবিগুরুর ছবি দাহ করার অপচেষ্টা কখনোই প্রতিবাদের অংশ হতে পারে না। এটি বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

তিনি আরও বলেন, যারা রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানোর মতো দুঃসাহস দেখায়, তাদের বাংলা প্রেমই ভণ্ডামি। এমন কার্যকলাপ যারা করে, তাদের বাঙালি পরিচয় দেওয়াই বাংলার অপমান। সুকান্ত স্পষ্টভাবে দাবী করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ-প্রশাসনের নৈতিক কর্তব্য হল এ ধরনের সংস্কৃতিবিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা।

শুক্তিকা ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ভারতের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। এদিন কলকাতার ভারতীয় ভাষা পরিষদে সাংসদ রচনা ব্যানার্জিকে সম্মান জ্ঞাপন করা হল।

বন্ধুকে হতাশাজনক বার্তা পাঠিয়ে আত্মঘাতী কলেজ শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, গড়িয়া: বাঁশদ্রোণীর এক ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার হল এক কলেজ শিক্ষিকার ঝুলন্ত দেহ। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই অধ্যাপিকা একটি বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। মৃত্যুর আগে তিনি এক পুরুষ বন্ধুকে ভিডিও বার্তা পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন, তিনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। বার্তায় তিনি বেঁচে থাকার কোনো কারণ নেই এবং মানসিক অবসাদে ভুগছেন, এমন উল্লেখ করেছিলেন।

ভিডিও বার্তা পাওয়ার পরেই বন্ধু দ্রুত বাড়িতে ছুটে আসেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত সব শেষ হয়ে গেছে। গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন ওই কলেজ শিক্ষিকা। ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার করা হয় বাড়ির রান্নাঘরের পাশে থাকা একটি ঘর থেকে। জরুরি ব্যবস্থা নিয়ে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকরা অধ্যাপিকাকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, অধ্যাপিকা এবং তাঁর পুরুষ বন্ধু কিছু সময় ধরে একই ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। তবে ঘটনার সময় ওই ব্যক্তি বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। বন্ধুর আগমনের পরও প্রাণ রক্ষা সম্ভব হয়নি। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, মানসিক চাপই তাঁকে এই চরম সিদ্ধান্তে নিয়ে গিয়েছে। তবে আর্থিক, শারীরিক বা সম্পর্ক সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয়। তরুণীর ওই বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিনারার চেষ্টায় তদন্তকারীরা। খবর দেওয়া হয়েছে তরুণীর পরিবারেও, পুজোর মুখে শোকের ছায়া পরিবারের সদস্যদের মধ্যে।

ভাদ্রের গরমে অতিষ্ঠ দক্ষিণবঙ্গ, পুজোর আগে পারদ পৌঁছবে ৩৪ ডিগ্রিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃষ্টি কমার সঙ্গে সঙ্গে ভাদ্রের প্যাচপ্যাচে গরম নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বিশেষত জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বেশি।

কলকাতা ও আশপাশের অঞ্চলে আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি, সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রির আশেপাশে থাকতে পারে। আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৪ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৬৭ শতাংশ থাকার সম্ভাবনা। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সীমিত হলেও আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি থাকবে।

দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। পশ্চিমের জেলাগুলোয় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ভারী বৃষ্টি হবে না।

উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলা; দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলাগুলোতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি থাকবে। পাহাড়ি এলাকায় তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।

বুধবার ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গজুড়ে বৃষ্টিপাত কিছুটা বাড়তে পারে। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলার সম্ভাবনা থাকবে। তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকার কারণে গরম ও ভ্যাপসা অনুভূত হবে। আবহাওয়াবিদদের পরামর্শ, পুজোর আয়োজনের আগে মেঘলা ও গরম আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের কারণে পাহাড়ি অঞ্চলে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

সম্পাদকীয়

ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা, নাগাল পাওয়াই কঠিন শ্রমশ্রী পোর্টালের

এই রাজ্য সরকারের আরও দশটা ধাপ্পাবাজির মতোই আরও একটা হল শ্রমশ্রী পোর্টাল। ভিনরাজ্যে কর্মরত শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তিকরণের জন্য এই পোর্টাল চালুর ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় আশার আলো দেখেছিলেন বাড়ি, ঘর, পরিবার ছেড়ে ভিনরাজ্যে পড়ে থাকা মানুষগুলো। পোর্টালে নাম তুললেই মিলবে মাসে ৫ হাজার টাকা। যতদিন না কাজ জুটছে ততদিন মিলবে সরকারি সাহায্য। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস পেয়ে তাই ভিনরাজ্যের পাট চুকিয়ে গ্যাঁটের কড়ি খরচা করে তাঁরা ফিরে এসেছিলেন রাজ্যে। কিন্তু কোথায় কী? শ্রমশ্রী পোর্টালে নাম তুলতে গিয়েই ধাক্কা খাচ্ছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। অধিকাংশেরই অভিজ্ঞতা, অনেক চেষ্টা করেও খুলছে না পোর্টাল। নাম তোলা তো অনেক দূর। এটা অবশ্য নতুন কোনও ঘটনা নয়। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অনলাইন পরিষেবার জন্য চালু করা পোর্টালগুলির এক দশা। সব জায়গায় একই অভিযোগ, খোলাই যায় না পোর্টাল। এখন প্রশ্ন হল, এই অবস্থায় মানুষগুলো যাবেন কোথায়? অথচ সপ্তাহখানেক আগে ভিনরাজ্যে গিয়ে হেনস্থার মুখে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে শ্রমশ্রী পোর্টল খুলে পাশে থাকার বার্তাই দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী।তাঁর বার্তার পর তৎপরতার সঙ্গে শুরু হয় পোর্টালের কাজ।*সোমবার ১ সেপ্টেম্বর থেকেই চালু হয়ে যায় পোর্টাল। কিন্তু চালু হলেও, যাঁদের জন্য এটা করা, তাঁদের প্রয়োজন কি মিটছে? এখন এমনই প্রশ্ন তুলছেন পরিযায়ী শ্রমিকদের একাংশ। নাম তোলার প্রত্যাশীদের একটি বড় অংশের অভিযোগ, কারিগরি বিভ্রাটের কারণে পোর্টালের নাগালই পাচ্ছেন না তাঁরা। তোলা যাচ্ছে না নাম। ফলে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। পয়সা খরচা করে বাড়ি তো ফিরলেন। এখন বাকি দিনগুলি কাটবে কীভাবে বুঝে উঠতে পারছেন না। অনেকেরই আশঙ্কা, তাহলে কি ফিরে যেতে হবে পুরনো জায়গায়? অনেকের তো সে রাস্তাও বন্ধ। সব ব্যবস্থা পাকা না করে এভাবে সস্তা হাততালি কুড়াতে গিয়ে এতগুলো পরিবারকে বিপদে ফেলার কি কোনও দরকার ছিল? উত্তর যাঁর দেওয়ার কথা তিনি আপাতত বিজেপি তাড়াতে ব্যস্ত।

শব্দবাণ-৩৮২

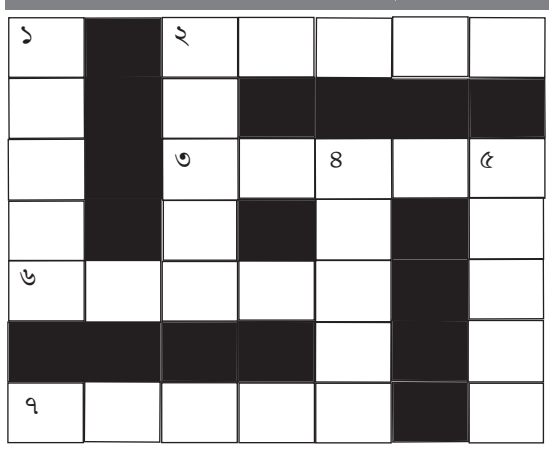

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. যেমন ইচ্ছা তেমন করা ৩. নষ্টামির পাণ্ডা ৬. লম্পট ৭. যে চিঠিপত্র আকাশপথে আদান-প্রদান করা হয়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. আয়-ব্যয়ের হিসাব ২. খেলার সাজসরঞ্জাম বা জিনিসপত্র ৪. হেঁশেল ৫. মার্জিত মনস্কতা।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৮১

পাশাপাশি: ১. মাস্টারি ২. প্রধান ৫. খিরাজি ৮. রেবতী ৯. চম্পট।

উপর-নীচ: ১. মাহাত ৩. নয়ানে ৪. ভরাট ৬. ধাঁকরে ৭. গেজেট।

জন্মদিন

আজকের দিন

আশা ভোশলে

১৯২৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন।*
১৯৩৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোশলের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সকলেই মাস্টার, স্বল্প কয়েকজন শিক্ষক !

স্বপনকুমার মণ্ডল

শিক্ষকতার আরেক নাম মাস্টারি করা। অথচ শিক্ষকতা ব্রত, মাস্টারি পেশা। সেই ব্রতে থাকে সেবার আদর্শ, জীবন গড়ে তোলার পরশ । শিক্ষকের আদর্শই ছাত্রছাত্রীদের জীবনে চলার পথে পাথেয় হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে আদর্শহীন ব্যক্তি কখনও শিক্ষক হতে পারে না। মাস্টারির পেশায় তার পরিচয় জরুরি নয় বলেই সেই পেশার সৌরভ অস্তমিত সূর্য । সেক্ষেত্রে প্রভুত্ব করা যত সহজ,শিক্ষা দেওয়া ততই কঠিন । দয়ায় শিক্ষা হয় না,করুণায় মানের পরিবর্তে অপমানই জেগে ওঠে। অথচ শিক্ষকের মহত্ত্বে দরদ জরুরি । সেই দরদে দয়া বা করুণা নয়, আবার সহানুভূতিও নয়, চাই সমানুভূতি। সেক্ষেত্রে মাস্টার বা প্রভু সাজা যত সহজ,শিক্ষক হওয়া ততই কঠিন । অন্যদিকে শিক্ষকের শিক্ষাদানে আত্মবিশ্বাস আবশ্যক । অথচ সেই আত্মবিশ্বাসে মাস্টারির প্রকট অস্তিত্বই ছাত্র-শিক্ষকের দূরত্ব বাড়িয়ে চলে,উত্তম আর অধমের বৈষম্য জেগে থাকে। শুধু তাই নয়, শিক্ষকের অস্তিত্বে শ্রদ্ধাসম্মানের চেয়েও তার বহুমুখী আত্মজাহির ছাত্রকে শুধু দূরে ঠেলে দেয় না, হীনমন্যতায় ভোগায় অবিরত । সেক্ষেত্রে শিক্ষকের বহুমুখী বিচিত্র সরব অস্তিত্ব ছাত্রদের সামনে থেকে সরে যায় । ছাত্রকে বশে আনার জন্য শিক্ষকের বিদ্যাবত্তাই শুধু নয়,আভিজাত্যের প্রকাশ থেকে ভয়ার্ত শাসকের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার সক্রিয় প্রয়াস,কোনোটাই শিক্ষার্থীর মনকে আকৃষ্ট করে না,বরং সচেতন দূরত্ব গড়ে তোলে। শিক্ষাকে সহজ করার স্বার্থে শিক্ষকের সহজতা জরুরি, আন্তরিক নৈকট্য একান্ত কাম্য । সেখানে 'আমি শিক্ষক' যত বড় হয়,'আমার শিক্ষক' তত ছোট হতে থাকে । শিক্ষকের সহজতার অভাবেই শিক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে । আবার তার সহজতায় শিক্ষাও সহজতর মনে হয় । সেখানে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের বড় অভাব,মাস্টারের ছড়াছড়ি । যেদিন থেকে বিদ্যাশিক্ষা অর্জনের বিষয় থেকে ভালো রেজাল্টের দিকে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, সেদিন থেকে শিক্ষক হয়েছে পরীক্ষক,শিক্ষার্থী হয়েছে পরীক্ষার্থী। তাতে শিক্ষকের মান কমলেও মাস্টারের দাম বেড়েছে । তার মধ্যেও দু একজন শিক্ষকের আলোয় জীবনকে পড়ার সৌভাগ্য মেলে কারও কারও । এমনই একজন শিক্ষক রামপদ বিশ্বাস যিনি নিজের জীবন দিয়ে বেঁচে থাকার আর্টটি আমাদের শিখিয়েছিলেন ।

সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুশোকে অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রণামের লোকের অবশেষও না-থাকার কথা অসাধারণভাবে ব্যক্ত করেছিলেন । সত্যি, প্রণম্য ব্যক্তির বিরল প্রকৃতি অত্যন্ত সবুজ ও সজীব। বর্ষার সরবতায় তার চলন নয়, শরতের শিশিরের মতোই সে নীরবতায় মিলিয়ে যায়। অথচ সেই মিলন প্রক্রিয়ার কথাও আমাদের স্যার রামপদ বিশ্বাস কত সহজে তুলেধরেছিলেন ক্লাসে । মালদার বামনগোলা ব্লকের মহেশপুর হাই স্কুল ছেড়ে ১৯৮৮-তে গাজোলের বাদনাগরা হাই স্কুলে ক্লাস এইটে ভর্তি হয়েছিলাম । সেখানে রামবাবুকে পেলাম বাংলার স্যার হিসেবে। তাঁর কাছেই বাংলা শেখার প্রথম পাঠ আমার। এতদিন বাংলা ছিল পড়া আর শোনার বিষয়। তাঁর কাছে পেলাম লেখার শিক্ষা। আসলে ছাত্রছাত্রীরা মাতৃভাষার সহজতায় বাংলা ভাষার গঠন নিয়ে সেভাবে ভাবিত না হওয়ায় তার ভাবকে ভাষায় রূপ দিতে গিয়ে প্রায়শই ব্যর্থ হয়ে পড়ে। আর সেখানেই শিক্ষার্থীর নীরবতায় শিক্ষকের সরব প্রকৃতি সবুজ হয়ে ওঠে । বিষয়টি সম্পর্কে স্যার প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন । এজন্য তিনি ক্লাস নাইনে গিয়ে কী করে বাংলা বাক্য গঠন করে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়, তা আমাদের শেখাতেন । ভাবের বাহক হিসাবে ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আমাদের বারবার স্মরণ করাতেন। অযথা বড় বড় বাক্যে নয়, প্রয়োজনে ছোট ছোট বাক্যে মনের ভাব প্রকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন তিনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা অনেক জানা সত্ত্বেও তা ভাষায় তুলেধরতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, স্যার গোড়াতেই সেবিষয়ে নিজে লিখে বারবার সচেতন করে তুলতেন ।

আমাদের ভাষা না শিখে সাহিত্যানুশীলন যে সফল হতে পারে না, সেই ব্যর্থতার ভিতেই তিনি আমাদের সাফল্যের সোপান তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তাঁর উদাহরণের মাধ্যমে কোনো দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজবোধ্য করার প্রয়াস ছিল আমাদের কাছে বাড়তি প্রাপ্তি । পুকুরে একটি ঢিল ছুঁড়লে সেই ঢিলের আঘাতে উদ্ভূত ঢেউ কীভাবে ক্রমশ প্রসারিত হতে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে হারিয়ে যায়, তার মধ্যে শিক্ষার পরিসরকে মেলেধরেছিলেন একদিন । শিক্ষায় স্বল্পতার গর্জনই সময়ান্তরে পরিণতিতে নৈঃশব্দতা বয়ে আনে। জীবনের ক্ষেত্রে তা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। জীবনের বিস্তারের সরব পথটি সময়ান্তরে নীরবতার সোপানে অনন্তে বিলীন হয়ে যায়। রামবাবুও প্রকৃতির নিয়মেই সাতাত্তর বছর বয়সে (১৯৪০-২০১৭) ২০ ডিসেম্বর (২০১৭) দেহত্যাগ করে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়েছেন। অবশ্য জীবনের সফলতা বিলীনতায় নয়, মনে আর মানে বাঁচার সার্থকতায় তা ক্রমশ উৎকর্ষমুখর । স্যার আজীবন মনে আর মানে বাঁচতে চেয়েছিলেন । জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই ব্রতেই তিনি ছিলেন অবিচল। আমাদের অপিনিহিতি আর অভিশ্রুতি বোঝাতে গিয়ে বাঙ্গাল ভাষায় বলতেন, 'দেইখ্যা শুইন্যা চাইখ্যা খাইও, যত চায় রসনা'। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দময় জগতের আস্বাদনে তিনি অত্যন্ত সাবলীল ছিলেন ।শুধু তাই নয়, ছাত্রছাত্রীরাও যাতে পৃথিবীকে উপভোগ করতে পারে, সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি নানাভাবে উঠে আসত। ব্যক্তিগত জীবনে যৌবনের রঙকে কখনও ফিকে হতে দেননি। বৃদ্ধত্বের জরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি । বুকে পেসমেকার বসিয়েও তিনি স্বচ্ছন্দে বুক বাজিয়ে চলতে পারতেন । বোম্বাইবাসী মেয়েকে ফোনে অনায়াসেই রামবাবু বলে দিতে পারতেন, 'এত ফোন করার কী আছে, তুই ওখান থেকে কি কিছু করতে পারবি, অত চিন্তার কোনো কারণ নেই, ফোন রাখ।'

আসলে রামবাবু দারিদ্রের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বড় হওয়ায় তাঁর জীবনবোধ বাস্তবের প্রস্তর আকীর্ণ দুর্গম পথেই গড়ে উঠেছিল । জীবন-সংগ্রামের বিরূপ অভিজ্ঞতাই তাঁকে বাস্তবমুখী করে তুলেছিল। ছিন্নমূল জীবনে তিনি একক প্রয়াসে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন বলে তাঁর স্বাধীনচেতা প্রকৃতি যেমন সর্বদা সবুজ হয়ে ছিল, তেমনই তাঁকে অতৃপ্তিবোধে বিকারের রোগী হতে হয়নি। দুটি ছেলে কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। অথচ রামবাবু আজীবন তাঁর বলরামপুরের স্বধাম ছেড়ে শহরে কোনো ছেলের আশ্রয় চলে যাননি। অন্যদিকে রাজনীতির প্রাঙ্গণেও তিনি ছিলেন আদর্শে অবিচল। 'বহুজন সমাজ পার্টি'র সঙ্গে বিজড়িত হলেও তিনি কোনোদিন কোনো ছাত্রকে এজন্য কিছুমাত্র বলেননি, বা প্রভাবিত করার চেষ্টাও করেননি। তাছাড়া শাসক দলে বা শক্তিশালী বিরোধী দলে সামিল হওয়ার সুবিধাবাদী রাজনীতিকে কোনোদিনই আমল দেননি তিনি। সর্বত্র তাঁর সংশপ্তক প্রকৃতি সজীব ছিল । তাঁর জীবন ছিল শিক্ষকতাময় । জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি থানার শশাপুরের এক দরিদ্র পরিবারে। ১৯৬১-তে নদীয়ার বেথুয়াডহরী জে.সি.এস উচ্চবিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর ১৯৬৫-তে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করলেও তাঁর শিক্ষানবিশি থেমে থাকেনি। প্রতিকূল আবহের মধ্যেও স্যার ১৯৭১-এ বি টি ও ১৯৮১-তে প্রাইভেটে বাংলায় এম এ পাশ করেন। বাদনাগরা হাই স্কুলে প্রায় প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে প্রায় চার দশক (১৯৬৮-২০০৫) শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর স্বাধিকারবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। একসময় সাহিত্যচর্চাতেও সক্রিয় হয়েছিলেন। অথচ তা যে তাঁর স্বক্ষেত্র ছিল না, তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্য কালবিলম্ব না করে তাতে ইতি টেনেছিলেন । জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে তাঁর পুরনো পাণ্ডুলিপি থেকে একটি উপন্যাস 'এবং কালক্রমেক্ষ্ম নামে ২০০৮-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় । তাঁর নির্দেশে আমাকেই তার ভূমিকা লিখতে হয়েছে । অন্যদিকে নিজে লিখতে না-পারা বইয়ের জন্য আমাকে আম্বেদকর রচনাবলির পুরো একটি সেট উপহার দিয়ে আম্বেদকরের একটি জীবনী লেখার নির্দেশ দিয়েছেন ।

সমাজের প্রান্তিক মানুষের প্রতি তাঁর দরদি মনের পরিচয় আমি নানা ভাবে লাভ করেছি। বাদনাগরা হাই স্কুলটি তফশিলী উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে । বন্ধুদের সঙ্গে করে স্যারের বাড়ি গেলে স্যারের দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টিতে সম্প্রসারিত হয়ে আমাদের অন্ত্রে গিয়ে পৌঁছাতো । আমাদের না খেয়ে আসতে দিতেন না। কথা বলতেন। গ্রামের আকাঁড়া ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁর যেমন ছিল দরদি হৃদয়, তেমনই ছিল শিক্ষাশোভন আন্তরিক মন ও মনন। এমনকি, কার সামনে কীভাবে কথা বলতে হয়, তাও তিনি সযত্নে শিখিয়ে দিতেন। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নিয়ে কোনোরকম উচ্চবাচ্য নেই তাঁর শিক্ষাপ্রদানে । স্যারের বাড়ির নাম 'লালন নিবাস' দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। লালন ফকিরের মতো অসাম্প্রদায়িকতার তীব্র আবেদনক্ষন চরিত্র তো তাঁর আদর্শকেই প্রতিফলিত করে। অবশ্য পরে জেনেছি স্যারের পিতার নামেই নামকরণ। সেদিক থেকে সর্বার্থেই তিনি লালনের উত্তরসূরি ছিলেন। অন্যদিকে স্যার সবকিছু শূন্য করে চলে গিয়েছেন ঠিকই, আবার নিয়ে গেলেন আমার প্রণামের স্পর্শসুখও। করজোড়ে যে সে-সুখ মেলে না! পরোক্ষে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় কি সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেননি ?

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-ধরূপ বিশ্ববিদ্যালয়

আসুন, বৃষ্টির বিপর্যয়কে মনোবলে মোকাবিলা করি

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

ঘটনা ১: স্কুলে যাবে না আইভী। ভীষণ আদুরে। তার কাছে মা মানে মজা। আর বাবা মানে বকা। এই নিয়ে তালে গোলে একরত্তি অনু। ওর ডাক নাম। দুষ্টু ওর জন্যে খুব ছোট শব্দ। আসলে ও দুষ্টুমির ব্যাকরণ ভাঙ্গা বজ্জাত। এমনিতেই ঘুম থেকে উঠতে চায় না তার পর আবার গতকাল কি গেলো। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। গতকাল হয়েছিল দারুন বৃষ্টি। প্রথম দিকে ও বৃষ্টি কাউন্ট করছিল। না, তারপর আর এগোয়নি। নার্সারী বলেই হয়তো...। মাকে বলেছে- বৃষ্টি অনেকটা ভাতের মত। গোনা সম্ভব নয়। আন কাউন্টেবল। মানে ইংলিশ মিডিয়াম। বাট রেন ইজ নট মিডিয়াম। হ্যাঁ, বেজায় বৃষ্টি, করেছে অনাসৃষ্টি

ঘটনা ২: নতুন গাড়ি কিনেছে নয়ন। বেহালায় বাড়ি। একটু নিচু জায়গা। যা হয় আর কি। একটুতেই হাঁটু জল। তাই বলে একি অবস্থা! পুজো দিয়ে বেশি রাতে গাড়িটি কিনে রেখেছিল ফ্ল্যাটের সামনে। সকালে উঠে দেখে চাকা ডুবে গেছে জলে। তড়িঘড়ি করে নিচে নেমে দেখে গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। কি হয়েছে কে জানে! সাইলেন্সার এ জল ঢুকে গেছে মারাত্বক! কি কান্ড। কালকে যারা নতুন গাড়ির পুজোর প্রসাদ খেয়েছিল আজকে তারা দরজা,জানলা খুলে কিম্বা পর্দা সরিয়ে দেখছে নবীনের অস্বস্তি। সঙ্গে অসহ্য বাড়াচ্ছে তীব্র টিপ্পনী। সৌজন্যে বিস্তর বৃষ্টি।

ঘটনা ৩: ভেবেছিল রমজান চাচা এবার ফসলে দারুন লাভের মুখ দেখবে। ফলনও ভালো ছিল। কিন্তু না, তা আর হলো না। ক্ষতি হয়েছে ফসল কাটার সময়। এমনটা কোনও বার হয় না। কিন্তু প্রকৃতি যে এভাবে প্রতিশোধ নেবে তা কি কেউ আগে জানত! না, রহিম চাচাও বোঝেনি। তাইতো এই অবস্থায়। কি আর করা যাবে! এবার ফসল হয়েছিল ভালো কিন্তু তা সব চলে গেলো জলের তলে। লাভ তো দুরস্ত উল্টে ক্ষতিও হলো মারাত্বক। দায়ী সেই বৃষ্টি!

ঘটনা ৪: বাড়িটি পাকা ছিল না। কাঁচা, ছাউনির বাড়িতে বাস শোভনের। এখানে সব বাড়ী প্রায়ই এমন। মোল্লারপুর এলাকার তাউসিয়া গ্রাম। ভেবেছিল এবার সেই বাড়িটিকে মেরামত করবে। কারণ খসে পড়ছে মাটির দেওয়াল। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এই আস্তানায় যদি কোনো অঘটন ঘটে এই চিন্তায় সে জেরবার! কি করবে--ভ্যান চালিয়ে আর কতই রোজগার! তাও মহাজন মহা কৃপণ। রোজ ঠিকমতো ভাড়াও হয় না। তাও কিছু পয়সা বাচিয়ে রেখেছে। এবার সে সেই বাড়িটিকে ঠিক করবেই। না,হলো না। বন্যা হয়েছে এখানে। বাড়ি ভেসে গেছে বন্যার রাহু গ্রাসে। সন্তান আর ধর্মপত্নী ছাড়া কিচ্ছু বাঁচানো গেলো না। এখন ঠিকানা --সরকারি প্রাইমারি স্কুল। অনেক ভিটে হারা সেখানে। সরকার না হয় কিছু করেছে তবে ঘোচে নি অভাব, মানে বেঁচেই মরেছে।

ঘটনার ঘনঘটা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। আইভী, নয়ন, রমজান চাচা, শোভনের মত বহু মানুষ এই আবহাওয়াতে নাজেহাল। বাদ পড়েনি ধর্মীয় স্থান। দেখুন উত্তরবঙ্গের অবস্থায়। বন্যায় ভেসে গেছে কত গ্রাম। হাহাকার সর্বত্রই। যাচ্ছে না রোগ। এই আবহাওয়ায় ক্ষতি হচ্ছে আট থেকে আসি। ডাক্তার ব্যস্ত রোগীর প্রাচুর্যে। শিক্ষার ক্ষতি হচ্ছে ক্রমেই। কত স্কুল অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটি, ফসল নষ্ট হচ্ছে। বাড়ছে মূল্যবৃদ্ধি। বাজারে গেলেই মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস দেখা যাচ্ছে। এরপর ভাবুন যাবা নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত তাদের কি অবস্থা ! করোনা কাল আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়েছে। আমরা প্রত্যেকে কেমন নিজের তা প্রমাণ হয় গেছে। তাই আমরা কেউ চাই না সেই সব দিন ফিরে আসুক। তাই ভয় হয় অতি বৃষ্টিকে। ভুল বললাম খামখেয়ালী বৃষ্টিকে। বৃষ্টি হোক ক্ষতি নেই, তা বলে এতো..! আমাদের তো এত দরকার ছিল না। প্রকৃতি দেবী তা শুনলে তো! সে তো তার নিজের খেয়ালে চলেছে। এবারের আবহাওয়াটা সত্যিই অন্য রকম। এতো বৃষ্টি,এতো বৃষ্টিতে নাজেহাল মানুষ। বন্যা হয়েছে কত শত জায়গায়। ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে না জানি কত শত! ভেসে গেছে অজস্র জায়গা। ভুল বললাম। বলা ভালো কতই না গ্রাম। বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতির পাশাপাশি মানুষ হয়েছে অসহায়। মানুষের কাছে যথাযত বা পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা তেমন কই?

তবু আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের উত্তর প্রজন্মের জন্যে বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে। হ্যাঁ, প্রকৃতির সাথে লড়াই করেই বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে। আমরা দেখেছি একটা মহামারী আমাদের বিরাট ক্ষতি করে দিয়েছিল। আমাদের অনেক পিছিয়েও দিয়েছিল। হ্যাঁ, আবার সেই করোনা কালের কথা বলছি। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে করোনা'য় সবথেকে বেশি মৃত্যু হয়েছে আতঙ্কে। আর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে দুর্বলতায়। যে দুর্বল তাকে ওই রোগ অ্যাটাক করেছিল মারাত্বকভাবে। সাথে যদি কোনো রোগ থাকে তো গেলো। না, রোগের আমরা তেমন কিছু করতে পারব না কিন্তু দুর্বলতা, আতঙ্ক তো আমরা চাইলেই কাটাতে পারি। এখানেও ঠিক তাই বলছি যে অতি বৃষ্টি বা খাম খেয়ালী বৃষ্টি আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এই মনোভাব দিয়ে আমাদের এগোতে হবে। আমাদের কোনো সাধারণ রোগের কাছে সহজে পরাজয় স্বীকার করলে চলবে না। পরাজয় আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবো না। আমাদের জন্ম একবার। তাই এই মনোভাবে চলতে হবে যে, যা হবে দেখা যাবে। আট থেকে আসি এই মনোভাব চলতে হবে যে আমরা জীবন ভালবাসি। আমাদের ভালবাসা আমাদের জয়ের পথকে দেখাবে। ভাঙলে চলবে না। অতি বৃষ্টি/খাম খেয়ালী বৃষ্টি হোক বা বন্যা ---আমার স্কুল বন্ধ হবে না। রাস্তায় জল জমুক তাও আমি আমার গন্তব্যে ঠিক পৌঁছে যাবো। আমি ফসল খুব বুঝে লাগাবো। এবার বাড়ি আমি আরো উঁচু করে বানাবো। এবার রোগ আমার কাছে আসতে দেবো না। এবার আমার শরীরে ঠাণ্ডা কোনো মতেই লাগাতে দেবো না। এবার আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না অতিবৃষ্টি বা খামখেয়ালী বৃষ্টি। কি পারবো না? প্রকৃতিকে মনোবল ছাড়া আর কোন উপায় নেই জয় করবার। এই কথাটা নিশ্চয়-ই মানবেন। কি, তাই না?

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফের বেলাগাম মন্তব্য করে বিতর্কে তৃণমূল বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের অত্যাচারের প্রতিবাদে বিরোধীদের কড়া ভাষায় তুলোধোনা করলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি। শুধু তাই নয় শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়কের নাম না করে তার কণ্ঠরোধ করার জন্য 'মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া'র মন্তব্য করে রীতিমতো বিতর্কের মুখে পড়েছেন জেলা তৃণমূল সভাপতি। একইসঙ্গে বিজেপির নেতাদের বাড়ি ঘেরাও, ঝাণ্ডা ছিঁড়ে দেওয়ার মতো একাধিক নিদান এই সভা মঞ্চ থেকে দিয়ে রীতিমতো রাজনৈতিক স্তরে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি। তাঁর এই মন্তব্যকে রীতিমতো প্রতিবাদ জানিয়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

শনিবার সন্ধ্যায় চাঁচল মহকুমার মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের এনায়েতনগরে ভিন রাজ্যে বাঙালি হেনস্থার প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুল হাই, জেলা পরিষদ সদস্য রেহেনা পারভীন প্রমুখ। সেখানেই মঞ্চ থেকে ফের বিতর্কিত মন্তব্য রহিম বক্সির। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের নাম না করে তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, 'বিজেপি বিধায়ক বিধানসভায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি রোহিঙ্গা বলেছে, তার গলায় এমনভাবে অ্যাসিড ঢালবো যাতে কণ্ঠ বন্ধ হয়ে যায়। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার লোক খুন হচ্ছে। অথচ এই রাজ্যের বিজেপি নেতারা এব্যাপারে প্রতিবাদ করছেন না। মানুষকে বলবো ওই দলটাকে বয়কট করুন। বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে দিন।'

এদিকে চাঁচল থানায় বিজেপি কর্মীদের 'মিথ্যা মামলা' দেওয়ার অভিযোগে ২৪ ঘন্টা অবস্থান বিক্ষোভ করেছে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। এই কর্মসূচিকে 'অগণতান্ত্রিক' বলে বিজেপি সাংসদকে 'বেড়া দিয়ে পেটানো'র হুমকি দেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি। যদিও নিজের মন্তব্যের স্বপক্ষে সংবাদমাধ্যমের সামনে জেলা সভাপতির দাবি, 'আমি কোন অগণতান্ত্রিক বক্তব্য রাখিনি।' এই নিয়ে পাল্টা তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি। দলের উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'এই ধরনের ভাষা জ্ঞানের প্রতিবাদ আমরা করছি। যে ভাষায় উনি কথা বলছেন এর থেকে আর নিন্দার কিছু হতে পারে না। এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে।'

গোঘাটে মহিলাকে 'শ্লীলতাহানি'

কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা, প্রতিবাদে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও পশ্চিমবঙ্গে নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। প্রকাশ্যে দিবালোকে টোটোর মধ্যে এক মহিলাকে শ্লীলতাহানি করে গোঘাটের মান্দারণ এলাকার এক দাপুটে তৃণমূল নেতা বলে অভিযোগ। ওই তৃণমূল নেতা গোঘাট দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সামিনা বেগমের স্বামী। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার নাম কাজী আব্দুল মনির।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভরদুপুরে গোঘাটের মান্দারণ গ্রামের এক মহিলা টোটোয় করে বাড়ি ফিরছিলেন। একই টোটোয় ওঠেন ওই তৃণমূল নেতা। অভিযোগ, রাস্তায় মদ্যপ অবস্থায় ওই তৃণমূল নেতা মহিলার শ্লীলতাহানি করেন। অভিযোগ, এরপর গ্রামের স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামের মানুষ বিষয়টি মেনে নেয়নি। ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বামী কাজি আব্দুল মনিরকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রাতেই কামারপুকুর-মেদিনীপুর রাজ্যসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। সারি সারি দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে অবরোধকারীদের সঙ্গে বচসাও হয়। পরে পুলিশি আশ্বাসে ৩০ মিনিট পর অবরোধ ওঠে। যদিও এই ঘটনায় গোঘাট ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সামিনা বেগম বলেন, 'সিপিএম ও বিজেপি মিলে চক্রান্ত করে তাঁর স্বামীকে ফাঁসাতে চাইছে। তাঁর স্বামী প্রতিবন্ধী। তাই অসাবধানবশত ওই মহিলার গায়ে সামান্য লাগতে পারে। কিন্তু শ্লীলতাহানি করেছেন বলে বিশ্বাস করি না। আমি একজন নারী হিসাবে বলছি, যদি আমার স্বামী দোষ করে থাকে তাহলে আইনমতো শাস্তি পাক। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক।' তৃণমূল ব্লক সভাপতি সৌমেন দিগার বলেন, 'নারীর ওপর অত্যাচার মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশ তদন্ত করছে। আমরা দলের উচ্চনেতৃত্বকে জানিয়েছি।' তবে এই ঘটনায় তৃণমূলকে আক্রমণ করতে ছাড়েনি বিজেপি। গোঘাটের বিজেপি নেত্রী দোলন দাস বলেন, 'আমরা বার বার বলেছি বাংলায় নারীদের কোনও সুরক্ষা নেই। তৃণমূল নেতা থেকে কর্মীরাই নারীদের ওপর অত্যাচার করছে। মান্দারনের ঘটনা খুবই নিন্দনীয়। তদন্ত করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।'

তেহট্টে শিশু মৃত্যুতে ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: তেহট্টে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় অবশেষে গ্রেপ্তার হল চার জন। ধৃত চারজনের নাম ছোট্টু মণ্ডল, সুপ্রিয় ভৌমিক, কার্তিক মণ্ডল এবং সুচিত্রা মণ্ডল। শিশু মৃত্যুর ঘটনায় খুনের অভিযোগ তুলে মোট ৭ জনের নামে তেহট্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল মৃত শিশুর পরিবার। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ শনিবার রাতে চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে তাদের যোগসাজশ রয়েছে বলে পুলিশ প্রমাণ পেয়েছে। যে সাত জনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাদের মধ্যে উৎপল মণ্ডল এবং সোমা মণ্ডল নামে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে গণপ্রহারে এবং একজন মহিলা শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এবিষয়ে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ উত্তম ঘোষ জানান, শনিবার ঘটনার পর মোট সাত জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত শিশুর পরিবার। সেই মতো চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি দু'জনের মৃত্যু এবং একজন হাসপাতালে ভর্তি। ধৃতদের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে পুনর্নির্মাণ করানোর চিন্তা ভাবনা রয়েছে পুলিশের। একইসঙ্গে এই ঘটনার সঙ্গে আরও কারা কারা জড়িত এবং কি জন্য এই খুন তার প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করবে পুলিশ।

তৃণমূল কার্যালয় লাগোয়া ঘরে মহিলাকে দিনের পর দিন নির্যাতন! ধৃত তিন তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় লাগোয়া ঘরে দিনের পর দিন এক মহিলাকে শারীরিকভাবে নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার তিন তৃণমূল কর্মী। ধৃতদের নাম আলি দফাদার, আজিজুল ওরফে রাকি দফাদার ও মাহিরুদ্দিন ওরফে সোনা দফাদার। তিন জনেরই বাড়ি বর্ধমান শহরের রসিকপুর এলাকায়।

অভিযোগকারিনীর দাবি, অভিযুক্তরা বারবার তাকে শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি ধর্ষণেরও চেষ্টা করেছে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আর চুপ থাকতে না পেরে তিনি সামাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে সরব হন। নিজের পোস্টে তিনি করুণ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে রাজ্য ও দেশের প্রশাসনের কাছে মুক্তির আবেদন জানান। এর দু'দিন আগে তাঁর আরেকটি পোস্টে লেখা ছিল, 'আমি আজকে সবার কাছে খারাপ। জানি না আর কতদিন লড়াই করব ঠাকুর। আমাকে শক্তি দাও।' খোদ বর্ধমান শহরের সম্ভ্রান্ত পাড়ার এক মহিলা এমন আকুতি সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তোলপাড় পড়ে যায়। নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। এরপরই অভিযোগের ভিত্তিতে তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের রবিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ। পাশাপাশি নির্যাতিতা মহিলাকে গোপন জবানবন্দির জন্য পেশ করা হয় বর্ধমান আদালতে। এলাকাবাসীদের দাবি, ধৃতরা সকলে তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী। তাদের প্রায়ই শাসকদলের নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক মঞ্চে দেখা যেত। বিজেপি নেতৃত্ব এই ঘটনায় সরাসরি তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি সিংহ রায় জানান, 'বর্ধমান শহরের বুকে রশিকপুর মোড় পার্টি অফিস যেটা তৃণমূলের পার্টি অফিস। সেখানের একটি মেয়ের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। মাননীয়া (রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী) স্লোগান দিল বাংলা বাংলার মেয়েকে চায়। আজ বাংলার মেয়েদের ওপরেই অত্যাচার! গ্রাম বাংলার দিকে দিকে শাজাহান মন্ডেল। এক দিকে বাঙালি অস্মিতার কথা বলা হচ্ছে অন্যদিকে বাংলার মানুষদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে।' ঘটনায় তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তমলুকে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় 'বুলডোজার নীতি' কথা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে বিজেপি তমলুক সাংগঠনিক জেলার ডাকে শুরু হলো 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা'। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য কার্যত ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে।'

রবিবার তমলুকে 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা'য় নেতৃত্ব দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ভোটার তালিকা সংশোধনীর মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য। আগে রাজ্যবাসীর মাথাপিছু ঋণ ছিল ১৯ হাজার টাকা, এখন ১৪০ হাজার টাকা। দেশের ২১টি রাজ্যে বিজেপি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পূরণ করেছে, মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রকল্প রূপায়ণ করেছে।'

তিনি আরও বলেন, '৫৪০ কিলোমিটার জমি বিএসএফকে না দেওয়ায় কক্সবাজার হয়ে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি মুসলিম ও রোহিঙ্গারা ঢুকছেন। তাঁরা জিহাদ। জমি, লাভ, ভোট, ধর্ম করে বাংলাকে ধ্বংস করছেন। বিজেপি সরকার এলে এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বুলডোজার দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।' একইসঙ্গে শুভেন্দু স্পষ্ট জানিয়েছেন, '২০১১-এর আগে শপথ নিয়েছিলাম সিপিএমকে সরাতে হবে, সেটা হয়েছে। এবার শপথ নিয়েছি, তৃণমূলকে সরাতে হবে। মেদিনীপুরের ছেলে হিসেবে আমি সব পাড়া থেকে তৃণমূলকে তাড়াতে চাই, যেন আগাছার কোনও চিহ্ন না থাকে।' রবিবার পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় উপস্থিত কর্মীরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং শুভেন্দুর আহ্বান মেনে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন। এই পদক্ষেপকে বিজেপি, রাজ্যে শক্তিশালী প্রতিরোধের বার্তা হিসেবে দেখছে।

জয় শ্রীরাম না-বলায় ভোজালির কোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলায় দিনদপুরে ফেরিওয়ালাকে ভোজালির কোপ মারলো দুষ্কৃতীরা। সাইমুর আলি মণ্ডলের বাড়ি ওন্দা থানার পুনিশোলে। ফেরি করে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীরা তাঁকে জোর করে 'জয় শ্রীরাম' বলানোর চেষ্টা করে ও ২০০ টাকা জোর করে আদায় করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। সাইমুর এই টাকা দিতে অস্বীকার করলে ওই দুষ্কৃতীদের মধ্যে সাগর সহিস পিতা সিদ্ধেশ্বর সহিস নামে একজন তাঁর বুকের পাঁজরে, ঘাড়ে ও গলায় ভোজালির কোপ মারে। এই আঘাতে রাস্তায় পড়ে গেলে ঐ দুষ্কৃতীরা তাঁকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পেছনে জনা কয়েক ফেরিওয়ালা এসে তাঁকে কোনরকমে রক্ষা করেন। আইএসএফ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে ও অবিলম্বে এইসব দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। ওই এলাকায় এই গরীব ফেরিওয়ালারা যাতে শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে, সেই নিরাপত্তা পুলিশকে দিতে হবে।

ভাতারে বাম-রাম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান ২৫০

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় ২৫০ জন ব্যক্তি সিপিআইএম ও বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী এদিন তাদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের মহাচান্দা অঞ্চলের কর্জনা গ্রামের প্রায় ১০০ জন বিজেপি কর্মী ও নিত্যানন্দপুর অঞ্চলের কালুকতাক গ্রাম থেকে ১৫০ জন সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। বিধায়ক মান গোবিন্দ অধিকারী ও ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাসুদেব যশ এদিন তাঁদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেয়। বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী জানিয়েছেন, 'সামনে বিধানসভা ভোট। এতে দলের হাত অনেকখানি শক্ত হলো।' অপরদিকে সিপিআইএম নেতা নজরুল হক জানান, 'ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে ফিরেছে।'

কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L17299WB2022PLC253035

৬ ও ৬/১, গুরগোলা ঘাট রোড, সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১ ১০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন ঃ +91 33 2655 8101, 98302 28105, ই-মেল ঃ info@karnikaindustries.com

ওয়েবসাইট ঃ www.karnikaindustries.com

তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (''কোম্পানি'')-এর সদস্যদের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ সোমবার দুপুর ১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং ("VC") / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপায়ে ("OAVM") মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'') এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (''তালিকাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ'') কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA সার্কুলার) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("SEBI") (সম্মিলিতভাবে ''প্রাসঙ্গিক সার্কুলার'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দ্বারা জারি করা সাধারণ সার্কুলার এবং বিজ্ঞপ্তিগুলির সাথে পঠিত, কোম্পানির তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার সুবিধা। সভার স্থান হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস।

উক্ত নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদনটি শনিবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমস্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি এবং/অথবা RTA স্কাইলাইন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে নিবন্ধিত এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ। https://www.karnikaindustries.com/.

বার্ষিক সাধারণ সভায় দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং-এর জন্য নির্দেশাবলী

সদস্যরা মনে রাখবেন যে ঃ

১. রিমোট ই-ভোটিং (এজিএমের স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ই-ভোটিং) এবং এজিএমে ভোটদানের জন্য যোগ্য সদস্যদের নির্ধারণের জন্য কাট-অফ তারিখ হল শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সদস্যরা শুধুমাত্র একটি পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন, যেমন, সভায় ভোটদানের মাধ্যমে অথবা রিমোট ই-ভোটিং। যদি সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং বেছে নেন, তাহলে তাদের সভায় ভোট দেওয়া উচিত নয় এবং বিপরীতভাবেও। তবে, একবার কোনও সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ই-ভোট দেওয়ার পরে, সেই সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে বা আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না। সভার তারিখের আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা সভায় যোগ দিতে এবং সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না।
২. ভোটদানের সময়কাল ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত শেষ হবে। শুক্রবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা, যাদের কাট-অফ ডেট (রেকর্ড ডেট) অর্থাৎ শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার রয়েছে, তারা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।
৩. নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জনকারী এবং কোম্পানির সদস্য হওয়া যেকোনো ব্যক্তি, কাট-অফ ডেট অর্থাৎ শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণকারী, evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ, প্রাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি [(A33638) COP-12552] কে EGM-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে এবং তারা নিয়োগের জন্য তাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছেন এবং একই উদ্দেশ্যে উপলব্ধ থাকবেন। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ ই-ভোটিংয়ের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.karnikaindustries.com/ এ আপলোড করা হবে এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডকে জানানো হবে।
৪. কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা কল করতে পারেন ঃ 022 - 4886 7000 এবং 022 - 2499 7000 অথবা evoting@nsdl.co.in এই ঠিকানায় একটি অনুরোধ পাঠান।

বোর্ডের পক্ষে এবং তার পক্ষে
কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বাক্ষর/-
(মুসকান মুন্দ্রা)
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার (ACS 71679)

তারিখ ঃ ০৮.০৯.২০২৫
স্থান ঃ হাওড়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Bank of India BOI — Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ
কলকাতা জোন
৫. বি.টি.এম. সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০১

নোটিশ

প্রতি,
১. **মেসার্স এয়ন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)** ২২৬/১, ট্রিনিটি বিল্ডিং, ৭ম ফ্লোর, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০।
২. **শ্রী মুরলীধর পাণ্ডে (প্রোমোটার/ডিরেক্টর/জামিনদার)** পি-২১৪, লেক টাউন, ব্লক-এ, কলকাতা-৭০০০৮৯।
৩. **শ্রী অনিল কুমার মিশ্র (প্রোমোটার/ডিরেক্টর/জামিনদার)** ৩৭/২/২, ফোরশোর রোড, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২।
৪. **শ্রী ওম প্রকাশ পাণ্ডে (ডিরেক্টর/জামিনদার)** প্রযত্নে শ্রী মুরলীধর পাণ্ডে, পি-২১৪, লেক টাউন, ব্লক-এ, কলকাতা-৭০০০৮৯।
৫. **শ্রী রাম প্রকাশ পাণ্ডে (জামিনদার)** প্রযত্নে শ্রী মুরলীধর পাণ্ডে, পি-২১৪, লেক টাউন, ব্লক-এ, কলকাতা-৭০০০৮৯।
৬. **শ্রী শ্রী প্রকাশ পাণ্ডে (জামিনদার)** প্রযত্নে শ্রী মুরলীধর পাণ্ডে, পি-২১৪, লেক টাউন, ব্লক-এ, কলকাতা-৭০০০৮৯।
৭. **শ্রী সত্য প্রকাশ পাণ্ডে (জামিনদার)** প্রযত্নে শ্রী মুরলীধর পাণ্ডে, পি-২১৪, লেক টাউন, ব্লক-এ, কলকাতা-৭০০০৮৯।
৮. **মেসার্স শোভা প্রপার্টিজ (পি) লিমিটেড (জামিনদার)** পি-২১৪, লেক টাউন, ব্লক -এ, কলকাতা-৭০০০৮৯।

আপনাদের জানানো হচ্ছে যে, **ব্যাঙ্ক মেসার্স এয়ন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাইভেট লিমিটেডের** অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত কিছু লেনদেন/বিষয় সম্পর্কে আপনাদের জবাব/প্রতিনিধিত্ব চেয়ে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ **(এসসিএন) নং KARB/SK/24-25/20 তারিখ** ২৯.০৫.২০২৪ জারি করেছে। উক্ত এসসিএন-এর মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক আপনাদের কোনো জবাব/উপস্থাপনা থাকলে তা জমা দেওয়ার একটি সুযোগ দিয়েছে।
উপরে উল্লিখিত আপনাদের নিবন্ধিত ঠিকানাগুলিতে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো উক্ত নোটিশগুলি প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফেরত এসেছে।
আজ পর্যন্ত আমরা আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো উপস্থাপনা পাইনি। যদি আপনারা উক্ত এসসিএন না পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনাদের জানানো হচ্ছে যে আপনারা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাসেট রিকভারি শাখা থেকে উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের একটি অনুলিপি সংগ্রহ করুন, যা ২য় ফ্লোর, ৫, বিটিএম সরণি, কলকাতা-৭০০০০১-এ অবস্থিত। যদি এই নোটিশ প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে আমরা আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পাই, তাহলে ব্যাঙ্ক এর অপেক্ষা না করে প্রযোজ্য নির্দেশিকা/আইন অনুযায়ী তার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকবে না।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা

ফর্ম নং ১৪

[দেখুন রেগুলেশন ৩৩(২)]

রেজি. এ/ডি মাধ্যমে, ডাস্টি ব্যর্থ হলে প্রকাশনার মাধ্যমে

রিকভারি অফিসারের অফিস - ১/২
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার, সেভক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি বিজ্ঞপ্তি

দ্য রিকভারি অফ ডেটস্ এন্ড ব্যাঙ্করাপসি এক্ট, ১৯৯৩ এর ২৫ থেকে ২৮ সেকশন এর অধীন এবং ইনকাম ট্যাক্স এক্ট,১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

আরসি/৯৬/২০২৪, ১৮.০৮.২০২৫

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
- বনাম -
ষষ্ঠী দাস ও অন্যান্য

প্রতি,
১. **ষষ্ঠী দাস,** পিতা বিভূতি দাস, নিবাস: গ্রাম - গাছা আদিবাসীপাড়া, ডাকঘর - গাছা, থানা - নাকাশিপাড়া, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১৫৪, পশ্চিমবঙ্গ।
২. **রাকিব হোসেন,** পিতা- সেনারুল হক, নিবাস: গ্রাম - রুহিমারী, ডাকঘর - হাবুসপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৫।
৩. **বিভূতি দাস,** পিতা স্বর্গীয় মলয় দাস, নিবাস: গ্রাম- গাছা আদিবাসীপাড়া, ডাকঘর - গাছা, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১৫৪, পশ্চিমবঙ্গ।

এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি **টিএ/১০৫২/২০১৭** দ্বারা পাস করা আদেশ অনুসারে জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুযায়ী, **৩৯,০৯,২৬১.০০ টাকা** (উনচল্লিশ লক্ষ নয় হাজার দুই শত একষট্টি টাকা মাত্র) এবং সেইসঙ্গে পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ বার্ষিক **১৫.৫০% হারে** বার্ষিক সরল সুদ **০৫.০৫.২০১৫ তারিখ থেকে কার্যকর** পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এবং ৪২,০০০.০০ টাকা (বিয়াল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) মূল্য আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া হয়ে গেছে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে / সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাকে এতদ্বারা নোটিস প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং এর বিধিগুলির অধীনে বকেয়া ঋণের পুনরুদ্ধার অনুসারে পুনরুদ্ধার করা হবে।
৩. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখে বা তার আগে আপনার সম্পদের বিবরণ হলফনামায় ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৪. আপনাকে এতদ্বারা **১০.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায়** নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হতে আদেশ করা হয়েছে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য।
৫. উপরোক্ত রাশি ছাড়াও আপনি আরও পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ:
(ক) শংসাপত্র/সম্পাদনের প্রক্রিয়ার নোটিসের অব্যবহিত পরে শুরু সময়কালের জন্য প্রদেয় অনুরূপ সুদ।
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি এবং ওয়ারেন্ট এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া এবং প্রাপ্য পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়ার পরিষেবার ক্ষেত্রে মূল্য, চার্জ এবং ব্যয়।

আমার হস্তাধীনে ট্রাইবুনালের সিলমোহরযুক্ত হল ১৮.০৮.২০২৫ তারিখে।

স্বা/- রিকভারি অফিসার
ডেটস্ রিকভারী ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি

WEBSOL ENERGY SYSTEM LIMITED

CIN: L29307WB1990PLC048350
Registered Office : 52/1, Shakespeare Sarani, Unimark Asian,8th Floor, Kolkata-700017
Tel : 033 40092100 ; Website : www.websolenergy.com, Email : info@websolenergy.com

NOTICE OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 35th Annual General Meeting ("AGM") of Websol Energy System Limited ('the Company") for the Financial Year 2024-25 is scheduled to be held on **Monday, 29th September, 2025 at 12.30 P.M** through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM ("the Notice") in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (LODR) Regulations, 2015 along with applicable circulars on the matter issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI). Members are requested to go through the Notice of AGM carefully particularly instructions given therein for attending AGM and matters associated therewith.

In compliance with the above MCA and SEBI circulars, the dispatch of electronic copies of Notice of the 35th AGM along with the Annual Report for Financial Year 2024-25 has been completed on 6th September, 2025 to those Members whose email addresses are Registered with the Company / Depository Participants for communication purpose.

Notice of the 35th AGM along with Annual Report for Financial Year 2024-25 is also be available on the Company's website at www.websolenergy.com, website of the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

The Company is pleased to provide to all its Members holding shares as on the cut-off date i.e., Monday, 22nd September, 2025 with the facility to exercise their right to vote by electronic means ('remote e-voting and e-voting during the AGM) provided by NSDL to transact businesses as set out in the Notice of AGM. The detailed manner for participating through remote e-voting facility and e-voting during the AGM is given in AGM Notice. The remote e-voting period will commence on Friday, 26th September, 2025 (9:00 am) and will end on Sunday, 28th September, 2025 (5:00 pm). The remote voting module shall be disabled thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Shareholders may note that the Register of Members of the Company will remain closed from Tuesday, 23rd September, 2025 to Monday, 29th September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of 35th AGM of the Company. Any person who become Member after dispatch of the Notice of the 35th AGM and holding Shares as on the cut-off date i.e., Monday, 22nd September, 2025 may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Company/RTA. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing user id and password to cast the votes.

The Company has opted to provide e-voting during the AGM which is integrated with the VC/OAVM platform, and no separate login id is required for the same. Members who had cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. Those Members attending the AGM and who have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to e-vote during the AGM.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the NSDL e-Voting System, you can write an email to evoting@nsdl.co.in or contact the

Registrar and Transfer Agent :
R & D Infotech Pvt. Ltd.
15/C, Naresh Mitra Sarani (Formerly Beltala Road) Kolkata-700 026
Contact : 033-24192641 & 033-24192642
E-mail : info@rdinfotech.net / rdinfo.investors@gmail.com

The E-voting Results along with Scrutinizers Report shall be available at the websites of the Company, Stock Exchanges and NSDL respectively.

For **Websol Energy System Limited**
Sd/-
Raju Sharma
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Kolkata
Dated : 01.09.2025

SBI — এসবিআই এইচএলসি সাউথ কলকাতা (১৬২৮৬)

১ম ফ্লোর, ''উইন্ডসর হাইটস'' ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালী, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা- ৭০০১০৩ পশ্চিমবঙ্গ, ই-মেল: sbi.16286@sbi.co.in

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিশদ
ই-মেল: sbi.16286@sbi.co.in
নাম: শ্রী মন্টু কুমার মণ্ডল, মোঃ- ৯৬৭৪৭১২৮৬৯

আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত এবং বিক্রয়কৃত যানবাহনের বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি (পরিশিষ্ট -১)

ই-অকশনের তারিখ: ২৩.০৯.২০২৫

৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ''আগ্রহী দরদাতাগণ ২২.০৯.২০২৫ তারিখ বা তার আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা এবং ই-অকশন ওয়েবসাইটে সেই তথ্য আপলোড হওয়ার পরেই কেবল দরদাতাকে প্রি-বিড ইএমডি'র ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থে যেকোনো শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।''

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২০.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১-০০টা থেকে দুপুর ০২-০০টা পর্যন্ত

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে হাইপোথিকেটেড/বন্ধকীকৃত/চার্জড আছে যার বাস্তবিক দখলদারী গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **২৩.০৯.২০২৫ তারিখে ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ, যদি থাকে, অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট/ বিড ইনক্রিমেন্ট পরিমাণ
প্রস্তুতকারক ও মডেল: হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিমিটেড, GRAND I10 NIOS 1.2 MT KAPPA ASTA BS VI, **অ্যাকাউন্ট নং:** ৪২৩০৪৯২৪৮৯০, **রেজিস্ট্রেশন নং :** WB-10E4922 **ইঞ্জিন নং:** G4LAPM519787, চেসিস নং : MALB551CLPM439620, **তৈরির বছর:** ২০২৩ **স্বত্বাধিকারী: শ্রী বিক্রম রায়।**	**৪,৩২,০০০/- টাকা জিএসটি সহ** যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি হবে না	**রিজার্ভ মূল্যের ১০%** অর্থাৎ ৪৩,২০০/- টাকা বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- ২০০০/- টাকা

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটর-এর ওয়েবসাইট- **www.sbi.co.in** -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, **https://www.baanknet.com** -এর লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ০৮.০৯.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই এএমসিসি বেলদা (৬২৯৭১)

এসবিআই বেলদা শাখা ভবন পোঃঅঃ এবং থানা- বেলদা জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১৪২৪ ই-মেল: sbi.62971@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে ৩০.০৫.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা **শ্রী দীপক প্রধান, পিতা স্বর্গীয় দেবেন্দ্র প্রধান, গ্রাম- পলাশী, ডাকঘর- জাহালদা, থানা- বেলদা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪৪৩** -কে নোটিশে উল্লিখিত **২২,৮৪,৭২৩.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ চুরাশি হাজার সাত শত তেইশ টাকা মাত্র) ৩০.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ সহ বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব- সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **২২,৮৪,৭২৩.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ চুরাশি হাজার সাত শত তেইশ টাকা মাত্র) ৩০.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি সহ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান- মৌজা পলাশী, জে.এল. নং ২৮৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৮৯, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৫৭, সাবেক দাগ নং ৩১৮১, হাল দাগ নং ৩৬৪২, জমির পরিমাণ- ৩.৫ শতক, জমির প্রকৃতি- বাস্তু, দলিল নং ৭৩৮/২০০৮ ও দলিল নং ১৩৮৯/২০১৭। **সম্পত্তিটি শ্রী দীপক প্রধান এর নামে রয়েছে, যার গ্রাম- পলাশী, ডাকঘর- ঝালদা, থানা- বেলদা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৪৪৩, পশ্চিমবঙ্গ।**
সম্পত্তির চতুঃসীমা:- উত্তর- মোরাম রোড, **দক্ষিণ-** অশোক প্রধান (দাগ নং ৩৬৪২), পূর্ব- দাগ নং ৩৬৪২ (বাকি অংশ), **পশ্চিম-** দাগ নং ৩১৮২।

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৫
স্থান: বেলদা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Bank of India BOI — Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি শাখা
কলকাতা জোন
৫, বিটিএম সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৮.০৬.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সুধীর রায় পিতা কৃপা শংকর রায় ঠিকানা ২২২/১, বেদিয়াপাড়া লেন, ফ্লাট ৪, ২য় তল, দক্ষিণ দমদম, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পব - ৭০০০৭৭** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৫,৭৫,৭৪৬.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ পঁচাত্তর হাজার সাতশ ছেচল্লিশ টাকা) পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেনে **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২৫,৭৫,৭৪৬.০০ টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থতলে, ফ্ল্যাট উত্তর-পূর্ব দিকে জি-৩ তলা ভবনে, ফ্ল্যাটের পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৭০ বর্গফুট কমবেশি, অবস্থিত মৌজা : সিঁথি নিজ, জেএল নং ১১, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, খতিয়ান নং ৪৫০, ৪৫৯, দাগ নং ১০৪, ১৩১ (অংশ), এলআর দাগ নং ১০৭৩, এলআর খতিয়ান নং ১৫৫৫, ১৫৫৬, ১৫৫৭, ১৫৫৮ এবং ১৫৫৯, বরানগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২০ অধীন, পুরসভা হোল্ডিং নং ১৭৪৬, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩০/৫৯, আটাপাড়া লেন, থানা : বরানগর, কলকাতা : ৭০০০৫০, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, দলিল নং ১-১৫০৬০৬৮৫৮-২০২২ সালের, এডিএসআরও -কাশীপুর, দমদম।
সম্পত্তি শ্রী সুধীর রায়, পিতা কৃপা শঙ্কর রায় এর নামে।
ভবন সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১৭/ডি, মন্ডল পাড়া লেন, **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং ২৪/২/৯০, মন্ডল পাড়া লেন, **পশ্চিমে :** ৩০/৬০ আটাপাড়া লেন।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে - খালি জায়গা **দক্ষিণে :** সিঁড়ি, করিডোর **পূর্বে :** খোলা জায়গা **পশ্চিমে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট।

তারিখ : ০৩.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

স্বা/- চিফ ম্যানেজার তথা অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা জোন

নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)

রেজিস্টার্ড অফিস : ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭০০০১৬
লিকুইডেটর : বিনয় কুমার সিংহানিয়া
আইবিবিআই ঠিকানা : প্রযত্নে বি কে এস অ্যান্ড কোং, ডায়মন্ড হেরিটেজ
১৬ স্ট্র্যান্ড রোড, ইউনিট ৫১৯, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ইমেল আইডি : binay1@yahoo.com যোগাযোগ নম্বর : +৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০
ই-নিলাম - ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদ বিক্রয়
কর্পোরেট ডেটরের ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
সময় : বিকাল ৪টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রাসরণ সহ)
নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রাক-যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত

নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড- দেউলিয়াগ্রস্ত এর লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ হিসেবে বিক্রয় করা হবে, যা **১৩.০৬.২০২৪** তারিখের আদেশ অনুসারে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হবে - **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
ব্লক এ (অ্যাসেট আইডি ২৩০৬)			
ফার্নিচার এবং ফিক্সচার, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জাম এবং তালিকাসহ, ১১১এ,পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৬ বিক্রি এবং **অ-চলতি সম্পদ এবং স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম এবং অন্যান্য চালু সম্পদ সহ বিক্রি-** **১. অতালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানি এর শেয়ারে বিনিয়োগ** **২. বিলম্বিত কর সম্পদ** **৩. দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম** **৪. সিকিউরিটি ডিপোজিট** **৫. ট্রেড রিসিভেবল** **৬. স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম নগদ এংব নগদ সমতুল**	৫,৬৭,০০,০০০ **(পাঁচ কোটি সাতষট্টি লাখ টাকা) টাকা**	৫৬,৭০,০০০ (ছাপান্ন লাখ সত্তর হাজার টাকা) টাকা	১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা

দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে কর্পোরেট ডেটরের মালিকানাধীন সম্পদ বিক্রির বিস্তারিত ই-নিলাম নথি দেখুন EAUCTION/2025/01 I

বিক্রয়ের শর্তাবলী নিম্নরূপ :

১. ই-নিলাম ''যেখানে যেমন আছে'' ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' পরিচালিত হবে কারণ এই ধরনের বিক্রয় আইবিবিআই ই-নিলাম পোর্টালে **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই করা হবে।
২. সকল আবেদনকারীকে ইএমডি জমা দেওয়ার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে উল্লিখিত শর্তাবলী পর্যালোচনা করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। লিকুইডেটরের সাথে **binay1@yahoo.com** এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
৩. এসসিসি-এর সাথে পরামর্শ করে দরপত্র ঘোষণার পর, লিকুইডেটর সফল দরদাতাকে একটি লেটার অফ ইনটেন্ট (এলওআই) জারি করবেন এবং অবশিষ্ট অর্থের বিবেচনা চাইবেন। (ই-নিলাম নথিতে উল্লিখিত বিস্তারিত শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে)। প্রাথমিক ইএমডি এবং আরও ইএমডি হিসাবে জমা করা পরিমাণ চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং সফল দরদাতাকে অবশিষ্ট অর্থের একটি সমন্বয়কৃত পরিমাণ বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে সফল দরদাতা কর্তৃক অবশিষ্ট অর্থ জমা না করলে সফল দরদাতা কর্তৃক জমা করা সম্পূর্ণ অর্থ (ইএমডি + অন্য যেকোনো পরিমাণ) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪. আগ্রহী ডাকদাতার ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নথি সংযুক্ত করুন ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে।
৫. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং/অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরদাতাকে গ্রহণ না করার এবং/অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৬. দরদাতা BAANK NET প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ নিলাম এবং নিবন্ধনের নির্দেশিকা পড়তে পারবেন। আগ্রহী দরদাতাদের ওয়ালেটের মাধ্যমে BAANK NET-এ বায়না জমা (ইএমডি) পরিমাণ জমা দিতে হবে।
৭. BAANK NET-এর পক্ষ থেকে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সিস্টেম সমস্যার ক্ষেত্রে, লিকুইডেটর দায়ী থাকবে না। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য দরদাতা সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। তবে, কোনও প্রশ্ন বা সহায়তার ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে নিলাম নথির আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে নির্ধারিত নিলামের ২৪ ঘন্টা আগে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
৮. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, ব্যক্তিগতভাবে সম্পদের মান বা নথি দেখতে পারেন নিজ ব্যয়ে এবং সন্তুষ্টির জন্য। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সম্ভাব্য দরদাতারা প্রাক অনুমতি সাপেক্ষে স্থান পরিদর্শন করতে পারবেন; শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। পোর্টালে **(https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home)** ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর দ্বারা চিহ্নিত করা হবে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী নির্ধারিত সময়ে নিলাম পরিচালনা করবে।
৯. ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেল ৪টে থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)।

লিকুইডেটর
শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়া
নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00041/2017-18/10102
ই-মেইল binay1@yahoo.com যোগাযোগ নং +৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০৯.২০২৫

দ্বিতীয়বার এসএসসি দিয়ে ২০১৬-র চাকরি ফেরতের দাবি চাকরিহারা আন্দোলনের মুখ রাকেশ আলমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। রবিবার গোটা রাজ্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়েই নবম-দশমে নিয়োগের পরীক্ষা শুরু হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে। সেই সঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল চোখে পড়ার মতো।

এদিন পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে রাজ্যের চাকরি হারা আন্দোলনের অন্যতম মুখ রাকেশ আলম বলেন, 'এই পরীক্ষায় বসবার জন্য মানসিকভাবে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। এর বিরুদ্ধে রাস্তার এবং আইনি আন্দোলন আমরা করেছি। আমাদের হকের চাকরি আমরা ফেরত চেয়েছিলাম। কার্বন কপির স্বচ্ছতা যদি আগে রাখা হতো তাহলে আমাদের চাকরি যেত না। এবারে কার্বন কপি দেওয়া হয়েছে। আশা করছি এবারে আর দুর্নীতি হবে না। এই পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা যদি চাকরি আবারও পাই, তবু আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। পরীক্ষা ভালো হয়েছে। তবে ২০১৬ সালে চাকরি আমরা ফেরত চাই।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর মহকুমা মিলিয়ে মোট ১৭টি পরীক্ষা কেন্দ্রে হয়েছে। পরীক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার জনের কিছু বেশি। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে এদিন জেলা জুড়ে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে বিশেষ নজরদারির জন্য উপস্থিত ছিলেন জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসাররা। বালুরঘাটে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ-সহ আরও অনেকে। পরীক্ষার্থীরা যাতে সঠিকভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেন তার জন্য জেলা জুড়েই জোরদার করা হয়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থা। এ বিষয়ে ডিএসপি বিক্রম প্রসাদ জানান, 'আমাদের তরফের সব রকমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের কোথাও যাতে ট্রাফিক নিয়ে অসুবিধা না হয় তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে।' এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল জানান, 'আমাদের জেলায় প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ অফিসার রয়েছেন। প্রত্যেকটি সেন্টারে একজন করে ইন্সপেক্টর রয়েছেন। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের লাইন যাতে ঠিকঠাক থাকে তার জন্য ইন্সপেক্টর ও লেডি ইন্সপেক্টর রাখা হয়েছে। যে সমস্ত কেন্দ্রে বেশি পরীক্ষার্থী রয়েছেন, সেখানে পুলিশি ব্যবস্থাও বেশি রাখা হয়েছে।'

এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়েই স্বামীর মৃত্যুসংবাদ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: মর্মান্তিক! স্ত্রীকে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকিয়ে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষকের। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন মৃতের মেয়ে। রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বহরমপুর থানার ভাকুড়ি এলাকায়। খড়বোঝাই লছিমন (যন্ত্রচালিত ভ্যান)-এর সঙ্গে ধাক্কা লাগে বাইকের। মৃতের নাম মনিরুল ইসলাম (৩৬)। বাড়ি খড়গ্রাম থানার শঙ্করপুরে। তবে দীর্ঘদিন ধরে কর্মসূত্রে ভাকুড়িতে থাকতেন। লছিমন ভ্যান-সহ চালককে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বহরমপুর থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষ। চালকের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলাও রুজু করা হয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাকুড়ি এলাকার এক মাদ্রাসা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন মনিরুল ইসলাম। স্ত্রীর সেলিনা বিবির এসএসসি পরীক্ষার সেন্টার পড়েছিল বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে স্ত্রীকে সেন্টারে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন তিনি। সেলিনা বিবি এবার প্রথম এসএসসিতে বসেছেন। স্ত্রীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে মোটরবাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। ফেরার পথে ভাকুড়ি মোড় এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি খড়বোঝাই ইঞ্জিন ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। বাইক থেকে ছিটকে রাস্তার পাশে কাদায় পড়ে প্রাণে বাঁচে মৃতের মেয়ে। কিন্তু গুরুতর জখম হন মনিরুল ইসলাম। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের সহকর্মী জয় নারায়ন দত্ত বলেন, 'আজ স্কুল ছুটি ছিল। আমি খবর পেয়ে ছুটে আসি। তার আগেই মনিরুল সাহেবকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। সেলিনা বিবি পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে স্বামী মেয়েকে দেখতে না পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। এক আত্মীয় এগিয়ে এসে দুর্ঘটনার কথা জানান। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এসেই স্বামীর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন সেলিনা।'

পুরুলিয়ায় এসএসসি দিলেন যোগীরাজ্যের একাধিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ থেকে থেকে শিক্ষকতার পরীক্ষা দিতে পুরুলিয়াতে এসেছিলেন বহু পরীক্ষার্থী। রবিবার তাঁরা পুরুলিয়া-শহর সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পরীক্ষা দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, প্রায় ১০০ জনেরও বেশি পরীক্ষার্থী পুরুলিয়া এসেছিলেন। যোগীর রাজ্য থেকে পুরুলিয়া শহরের চকবাজারে অবস্থিত শক্তিসংঘ ধর্মশালাতে তাঁরা রাত্রি যাপন করে রবিবার সকালে পরীক্ষায় বসেন। পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন স্কুলে তাঁদের পরীক্ষার সেন্টার পড়েছিল। উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগ রাজ্যে বসবাসকারী উমাকান্ত যাদব, রাজীত রাম প্রজাপতি, প্রশান্ত যাদব, দিলীপ সিং যাদব-এরা হিন্দি ভাষায় পরীক্ষা দিয়েছেন পুরুলিয়ার মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলে। অন্যদিকে, ভূগোল বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছেন জ্যোতি চৌরাসিয়া। বহু পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা সেন্টার পড়েছিল পুরুলিয়ার জয়পুর, ঝালদা-সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। তাঁরা জানান, 'আমরা বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেছিলাম। পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি, তাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ।' তাঁরা আশাবাদী, পরীক্ষা ভালো হয়েছে। ফল ভালো হবে। অবশ্য উত্তরপ্রদেশে পরীক্ষা প্রসঙ্গে তাঁরা জানিয়েছেন, অনেক পরীক্ষা দিয়েও তাঁরা সুযোগ পাননি সেই রাজ্যে। তাছাড়া অনেক পরীক্ষার ফলাফল বের হয়নি। শিক্ষকতার চাকরি করতে হিন্দি ভাষাকে মেন বিষয় করে তাঁরা পরীক্ষা টি.জি.টি নবম, দশম শ্রেণির শিক্ষকতার পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন বাংলায়। ভূগোলের পরীক্ষা দিয়ে জ্যোতি চোরাশিয়া জানান, 'আমরা পরীক্ষা দিতে এসেছি উত্তরপ্রদেশ থেকে আমাদের সবরকম ভাবে সাহায্য করেছে বাংলার মানুষ, তাই তাঁদেরকে ধন্যবাদ।'

পুজোর মুখে ফসল নষ্ট হাতির, ক্ষোভে ফুঁসছেন বাঁকুড়াবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দুর্গাপুজোর মুখে হাতির অত্যাচার নিয়ে বাঁকুড়া জেলায় ক্ষোভ বাড়ছে। এমনকী রাস্তা ও বন দপ্তর অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, দুর্গাপুজোর মুখে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তার সঠিক ক্ষতিপূরণ না পেলে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের মানুষ। এদিকে রবিবার বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের বড়জোড়া রেঞ্জের উত্তর সরাগোড়াতে ২০টি হাতি, পাবয়াতে ২টি, রাধানগর রেঞ্জের সুখসায়ের ৭টি, গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জের রাধুরবাইদে ১টি এবং পাঞ্চেত বন বিভাগের বিষ্ণুপুর রেঞ্জের বাগডোবা গুরুরবাসায় ৪০টি হাতি রয়েছে বলে বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই হাতিগুলি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করছে, তা নিয়ে উদাসীন বন দপ্তর। হাতির হানায় বিঘা বিঘা জমি ক্ষতি হয়েছে। বনদপ্তরকে জানিয়ে কোনও রকম সুরাহা হয়নি। তাঁরা ক্ষতিপূরণ পাননি। আর এই ক্ষোভে শনিবার বেলিয়াতোড় রেঞ্জের বরকুরা গ্রামে রাস্তা অবরোধ করেন তাঁরা। খবর পেয়ে অবরোধ তুলতে এলে বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ ও বন কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। বেলিয়াতোড়ের বন আধিকারিক ভজন কৃত্তনীয়া জানান, 'হাতি যে রুটে বিচরণ করে সে রুটে সাধারনত তারা যান। হাতির দল বড়জোড়ার যেখানে থাকে, সেখানে তারা এখনই ঢুকতে চাইছে না। অন্যদিকে গ্রামবাসীরা চাইছেন হাতিগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বড়জোড়ার নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার।' অন্যদিকে গ্রামবাসীদের হাতির গুরুত্ব, হাতি এলাকায় থাকলে কী করণীয় সে সম্পর্কে সচেতন করতে গানে ও নাটকে প্রচার চালাতে দেখা যায় মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডসের শিল্পীদের। বড়জোড়া ও বেলিয়াতোড়ের হাতির বিচরণের গ্রামগুলিতে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের ৭২ শিল্পী এই প্রচারে অংশ নেন।

হুগলির উত্তরপাড়ায় মাখলা ব্লাইন্ড স্কুলে ২২ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার কাউন্সিলর মানসী সিংহ এবং ওয়ার্ড সভাপতি মানিক সিংহ।

SBI — **এসবিআই, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)**
৬৬, ব্যারাক রোড, পোঃ- ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২০, কলকাতা, ই-মেইল: sbi.64076@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রী অমিত সরকার, মোবা.: ৯৬৭৪৭১৬১২১, ই-মেইল: sbi.64076@sbi.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ (১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮ (৬) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) /বন্ধকদাতা (গণ) কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি, যা সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা আছে, এবং যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে বিশদভাবে উল্লেখিত) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নেওয়া হয়েছে, সেগুলি "**যেখানে যেমন আছে**", "**সেখানে যা আছে**", "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে নিম্নে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৫.১০.২০২৫ সময়: ৩০০ মিনিট সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমান	রিজার্ভ মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রায়, পিতা- বিনয় কৃষ্ণ রায়, ঠিকানা:** পশ্চিম পানশিলা, পানশিলা, পানিহাটি, থানা- খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন নং.- ৭০০১১২	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যা **ফ্ল্যাট নং ১বি** হিসাবে চিহ্নিত, পরিমাপ কমবেশি **৪২০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, যা ১ম ফ্লোরে পূর্বমুখী অবস্থিত, এবং এতে রয়েছে ১(এক)টি বেড রুম, ১(এক)টি ডাইনিং কাম ড্রইং রুম, ১(এক)টি রান্নাঘর, ১(এক)টি টয়লেট যার মেঝেতে টাইলস লাগানো, যা **বকুল জ্যোতি** (জি+৪) নামের ভবনের মধ্যে অবস্থিত, সেইসঙ্গে অবিভক্ত আনুপাতিক জমি সহ যা মৌজা-কেরুলিয়া গ্রাম, জে.এল. নং ৫, রে.সা. নং ১১, তৌজী নং ১৭২-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং এতে রয়েছে আর.এস. দাগ নং ২৪৯, যার সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং ৩৮৯, যা আর এস খতিয়ান নং ১১-এর অধীনে এবং যার সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ২২২৩, থানা- খড়দহ, এ.ডি.এস.আর.ও. সোদপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, খড়দহ পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, যা ৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে হোল্ডিং নং ৩১৮, বকুল তলা রোড-এর উপর অবস্থিত লিফটের সুবিধা সহ বহুতল ভবন (জি+৪) অর্থাৎ **বকুল জ্যোতি** -তে। **চতুঃসীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ নিম্নরূপ (টাইটেল ডিড অনুযায়ী):- উত্তর দিকে-** সিঁড়ি। **দক্ষিণ দিকে-** ফ্ল্যাট নং ১এ। **পূর্ব দিকে-** খোলা জায়গা। **পশ্চিম দিকে-** ফ্ল্যাট নং ১এ।	**১১,৩৫,৪৬২.০০/- টাকা** (এগারো লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার চার শত বাষট্টি টাকা মাত্র) ০২.০৯.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ ও তৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক খরচাদি ইত্যাদি।	৯,৯৪,০০০/- টাকা ৯৯,৪০০/- টাকা ২০,০০০/- টাকা

পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়: ১০.১০.২০২৫ সকাল ১১:৩০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

দখলের ধরন: বাস্তবিক

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক:- https://baanknet.com দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballlance.com -এ যোগাযোগ করুন।

নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে, আগ্রহী দরদাতাকে বিস্তারিত শর্তাবলী পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৮.০৯.২০২৫ স্থান: ব্যারাকপুর — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH (05171), KOLKATA
11th Floor, Jeevandeep Building, 1, Middleton Street, Kolkata - 700071, E-mail ID of Branch: sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.০৯.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ০১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** **২৪.০৯.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩০.৭৯ লাখ টাকা (২৬.০২.২০২৫ অনুযায়ী)** চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণ সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স শুভজিৎ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত,** পিতা শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, কল্যাণ নগর, মজুমদার ভিলা, পো. কল্যাণ নগর, ভায়া পানশীলা, থানা - খড়দহ, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১১২ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য : **১৩,৩৭,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা - **১,৩৩,৭০০.০০ টাকা** এবং ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়দ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং ৭ এবং ৮ পরিমাণ আনুমানিক ২৪০ বর্গফুট একতলায় ব্লক নং ১, উত্তর দিকে অবস্থিত মৌজা : কেরুলিয়া, হোল্ডিং নং ৮/৫১৩, ওয়ার্ড নং ১৭ ওল্ড ক্যালকাটা রোড, বহুতল ভবন মজুমদার ভিলা নামে, এডিএসআরও -বারাকপুর অধিক্ষেত্রে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অরুণ কুমার ভাদুড়ির ভবন, দক্ষিণে : প্লট নং বি, পূর্বে : ৫ ফুট চওড়া নিকাশি, পশ্চিমে : ওল্ড ক্যালকাটা রোড। **সম্পত্তি কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ২১১৮, তারিখ ০৮.০৩.২০০৬,** রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও, বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৮৩১৪৮৮৬৪২

ক্রম নং ০২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৪.০৯.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩,৫৫,১৫,৮০২.০০ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ, এনপিএ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি. রেজি. অফিস - ১৩/৩, মহেন্দ্র রায় লেন, কলকাতা - ৭০০০৪৬, ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ - জৈনাব খালিদ (প্রথম স্ত্রী),** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **আইনি উত্তরাধিকারীগণ - ১) খালিক এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **২) মদীহা এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **৩) শিফা এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **সকলের ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১২সি, টাওয়ার ১, হার্টেজ সৃজন পার্ক, ৭২এ, তিলজলা রোড (ডন বসকো স্কুলের নিকট, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৪) মহ. সানাউল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, মুসলিম বস্তি, যতীনগড়, থানা - জগন্নাথপুর, পশ্চিম সিংভূম, ঝাড়খণ্ড - ৮৩৩২১৪ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৫) সাবিয়া রহমান,** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ১৯, উস্তাদ এনায়েত খান এভিনিউ, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৭ **৬) সিদ্দিকা বানু,** প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ-র মা, **ঠিকানা** - মৌলানাগোদা, পো. এবং থানা - ছামপুয়া, কেওনঝর, ওড়িশা - ৭৫৮০৪১ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা - তানবীর এবাদুল্লাহ,** মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি., ৩, মেহের আলি রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য : **সম্পত্তি ১ : ১৭,৭৮,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি ২ : ২০,৯৩,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি ৩ : ১০,৪৬,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **সম্পত্তি ১ : ১,৭৭,৮০০.০০ টাকা সম্পত্তি ২ : ২,০৯,৩০০.০০ টাকা সম্পত্তি ৩ : ১,০৪,৬০০.০০ টাকা** ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : **২০,০০০.০০ টাকা** প্রতিটি সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

(জ্ঞাত দায়দ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি ১ : বসবাসের ফ্ল্যাট : একতলা ফ্ল্যাট প্রেমিসেস নং ৪১, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, (মেট্রো), : ১০২০ বর্গফুট, ক্রিসেন্ট এক্সপোর্ট কোম্পানী অধীন, স্বত্ব দলিল নং ১-০৪৭৭, রেজিস্ট্রিকৃত ০৪ মার্চ -০৪ তারিখে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ।
সম্পত্তি ২ : বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৩য়তল, তালপুকুর, থানা : যাদবপুর, বাঘাযতীন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬ : ১২০০ বর্গফুট খালিদ এবাদুল্লাহ এর স্বত্বাধীনে (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৫০/২০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত ১৩ নভেম্বর ০৬ তারিখে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।
সম্পত্তি ৩ : বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৪র্থতল, তালপুকুর, থানা : যাদবপুর, বাঘাযতীন রোড, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬ (মেট্রো), : ৬০০ বর্গফুট খালিদ এবাদুল্লাহ এর স্বত্বাধীনে (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৪৯, রেজিস্ট্রিকৃত ১৭ নভেম্বর -০৬ তারিখে, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৮৩১৪৮৮৬৪২

ক্রম নং ০৩

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৪.০৯.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২২,৯১,৩৮১.০০ টাকা ১৯.০৫.২০২০** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী সাজ্জাদ হোসেন এবং শ্রীমতী সোমা সরমিনা। ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৫ ব্লক বি ফরচুন টাউনশিপ, ৪৯/২ যশোর রোড (পূর্ব) কাজীপাড়া বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২৪। **আরও ঠিকানা** - গ্রাম চোরাগাছি, পো . আরজিপানিশালা, থানা - কুশমান্ডি, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৩১৩২ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ২৩,৩৯,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ২,৩৩,৯০০.০০ টাকা, বর্ধিতকরণ মূল্য ২০,০০০.০০ টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৮৯৯ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তিনতলায় ফ্ল্যাট নং ৫, ব্লক বি, অবস্থিত হাউসিং কমপ্লেক্স ফরচুন টাউনশিপ, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৯০৪-০২৫৩৭-/২০১৮ নথিভুক্তির তারিখ ১২.০৩.২০১৮, নথিভুক্তি বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০১৮, পৃষ্ঠা ১১৩৮৯৬ থেকে ১১৩৯১৭, দলিল নং ১৯০৪০২৫৩৭ -২০১৮ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অতিরিক্ত রেজিস্টার অব অ্যাসিওরেন্স -৪ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, এবং অবিভক্ত জমি প্লটের যথাযথ ভাগ অংশ এবং তদস্থিত নির্মাণ এরিয়া ৭.৮৫ একর (আনুমানিক) অবস্থিত মৌজা : সিতি/সিথি, জেএল নং ১০১, তৌজি নং ১৪৬, আরএস নং ৫০, পরগনা আনোয়ারপুর, আরএস খতিয়ান নং ৭, ৭৮, ৯, ৯২, ১৬৬, ১৬৭, ১৮৭, ২০২, ২২২, ২৪৪, ২৪৫, ২৫৬, ৩১৬, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৯১, ৫১৭, ৫৩৯, ৬৪২, ৮০৯, ৮৭৬, এবং ৮৮৭ আর.এস. দাগ নং ১১৬/৩২৬(পি), ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ৩২৫, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৫(পি), ৫৪৬(পি), ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫ এবং ৬৪৯(পি) এবং ৬৯২(পি) এলআর দাগ নং ১২৫, ৫৩৯, ৫৫৪, ৫০৯/১৪৩০ বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ১৭০৪, বর্তমানে সংখ্যায়িত ৪৯/২ যশোর রোড (পূর্ব), কাজিপাড়া, পো : বারাসত, কলকাতা ৭০০১২৪, পুরসভা ওয়ার্ড নং ১১ (বর্তমান ওয়ার্ড নং ০১) বারাসত পুরসভা অধীন। থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি (জমি প্লট) চৌহদ্দি :** উত্তরে : জে বি ডব্লু (ব্রিক ফিল্ড),; পূর্বে : জে বি ডব্লু (ব্রিক ফিল্ড), দক্ষিণে : খোলা জমি (ডিজায়ার গ্রুপ) ; পশ্চিমে : যশোর রোড (পূর্ব) এন এইচ ৩৫।
সম্পত্তি শ্রী সাজ্জাদ হোসেন এবং শ্রীমতি সোমা সারমিনা এর নামে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৮৩১৪৮৮৬৪২

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@ psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ০৮.০৯.২০২৫ স্থান ঃ কলকাতা — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা**
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.০৯.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ০১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৪.০৯.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৮৪,৭২,৯৭৫.২১ টাকা (চুরাশি লাখ বাহাত্তর হাজার নশো পঁচাত্তর টাকা এবং একুশ পয়সা) ২৫.০১.২০২৪ পর্যন্ত** হিসেবকৃত সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং মূল্য সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স সাহা ট্রেডারস,** ১১/১, বিলধার লেন, খাগড়া, বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০৩ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য : **২৫,৮৬,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **২,৫৮,৬০০.০০ টাকা** ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন , মৌজা : খাগড়া, ওয়ার্ড নং ১১, জেএল নং ৯৭, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, খতিয়ান নং সাবেক -২২৮, এলআর নং ৪২৯০, প্লট নং সাবেক-১৭৯০, এলআর খতিয়ান নং ৩৩২৪, শ্রেণি- বাড়ি, মোট এরিয়া - ০.০২ একর, স্বত্ব দলিল নং ১-৭৫৩৬-১৯৭২, পৃষ্ঠা ২০৭ থেকে ২০৯, ভল্যুম নং ১০৮, এসআরও বহরমপুর, সম্পত্তির মালিক : প্রীতি রানি সাহা, চৌহদ্দি : উত্তরে : শান্তি দেবী ঠাকুরের ভবন; দক্ষিণে : বিমল কর্মকারের ভবন; পূর্বে : যোগেশ মজুমদারের ভবন; পশ্চিমে : সড়ক।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং ০২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৪.০৯.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৯,৮৭,৮৭,৯২৫.২২ টাকা (নয় কোটি সাতাশি লাখ সাতাশি হাজার নশো পঁচিশ টাকা এবং বাইশ পয়সা) ১৬.০১.২০১৭ পর্যন্ত** হিসেবকৃত সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং মূল্য সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এম এন আর এক্সপোর্টস প্রা. লি.,** সেক্টর ১, ফলতা স্পেশাল ইকোনমিক জোন সিটি, ফলতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৫০৪ **ডিরেক্টর : শ্রী নীলেশ দোশী এবং শ্রীমতী অমি দোশী উভয়ের ঠিকানা** - ১/৩এ, বালিগঞ্জ প্লেস (পূর্ব) কলকাতা, পিন - ৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য : **১,৫৫,০০,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **১৫,৫০,০০০.০০ টাকা** ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : **১,০০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস : ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৫, ১৬তমতল, ভবন/সোসাইটির নাম : লোধা সুপ্রিমাস, স্ট্রিট/ এরিয়ার নাম : সেনাপতি বাপট মার্গ, টাউন/সিটি : লোয়ার পারেল, জেলা : মুম্বই, রাজ্য : মহারাষ্ট্র, পিন কোড : ৪০০০১৩, পরিমাপ এরিয়া ১২০৬ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া ৭৮২ বর্গফুট) এবং তিনটি কার পার্কিং স্পেস, উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় চুক্তি নথি নং : বিবিই/১/৭৮০৫/২০১১ তাং ২৪.০৮.২০১১।
(স্বত্বাধিকারী এমএনআর এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড)।

দ্রষ্টব্য : বিক্রয় অধীন সম্পত্তির অবস্থান :
১. ব্যাঙ্ক এইচ১ ডাকদাতাকেই (সফল ডাকদাতা) কেবল মূল বিক্রয় চুক্তি (রেজিস্ট্রিকৃত) প্রদান করবে।
২. ব্যাঙ্ক এইচ১ ডাকদাতাকে (সফল ডাকদাতা) নিলাম পরিমাণের সম্পূর্ণ প্রদানের পরই স্বত্ব দখল দেবে।
৩. সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ক্ষেত্রে নির্মাণকারীর বকেয়া পরিমাণ ৩,৯৫,৮০,৫০৪ টাকা ০৮.০৮.২০২৪ অনুযায়ী, যা এইচ১ ডাকদাতাকে (সফল ডাকদাতা) বহন করতে হবে।
৪. সোসাইটির কিছু বকেয়া রয়েছে, এইচ১ ডাকদাতাকে (সফল ডাকদাতা) বহন করতে হবে।
৫. সম্পত্তি সম্পর্কিত অন্যান্য বকেয়াও এইচ১ ডাকদাতাকে (সফল ডাকদাতা) বহন করতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং ০৩

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩১,০১,০৮৫.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ এক হাজার পঁচাশি টাকা) ৩০.১১.২০২৪** পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী অমিত কুমার শাহ,** পিতা শ্রী জয়প্রকাশ শাহ, **ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৮, ৪র্থ তল, মায়া ভিলা, ৫৩, রাজকুমার মুখার্জি রোড, তাঁতিপাড়া, মাঝের বাগান স্পোর্টিং ক্লাবের নিকট, আলম বাজার, কলকাতা - ৭০০০৫৫ **এবং** ফ্ল্যাট নং জি-এ, ১ম তল, "বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট", মৌজা - হাতিয়ারা, থানা - রাজারহাট, পো. বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৫ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য **১৩,২৫,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৩২,৫০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি-এ, একতলা, (১৫ বছরের পুরানো জি-৩ তলা ভবন) লিফট সুবিধা ব্যতীত পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৮০ বর্গফুট এবং যথাযথ ভাগ অংশ সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ কমপ্লেক্স নাম বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত মৌজা : হাতিয়ারা, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১৮৮, তৌজি নং ১৬৯, আরএস খতিয়ান নং ১৮১৩, সিএস খতিয়ান নং ১১০৮, সিএস দাগ নং ১১০৩, আরএস দাগ নং ১১৫৭, থানা : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস-রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা ওয়ার্ড নং (নতুন) ২০ (পুরানো) ১১, বর্তমানে বিধাননগর পুরসভা অধীন (কোনও লিফট নেই ভবনে এবং লিফটের ব্যবস্থাও নেই)।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০২০, পৃষ্ঠা ২৭৮৪৪৭ থেকে ২৭৮৪৭৯, **দলিল নং ১৯০৪০৪৭৭৭-২০২০ সালের। সম্পত্তি শ্রী অমিত শাউ এর নামে।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশ আরএস দাগ নং ১১৫৭, দক্ষিণে : সখী চরণ শর্মার জমি, পূর্বে : কে এল পাল মার্কেট, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া মেটাল পুরসভা সড়ক।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং ০৪

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৪.০৯.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৩৪,৭৪,০১৫.৭১ টাকা (চৌত্রিশ লাখ চুয়াত্তর হাজার পনের টাকা এবং একাত্তর পয়সা) ০৯.০৬.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং মূল্য সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী সুমন রায় এবং শ্রীমতী সংগীতা রায় ঠিকানা : জুনিয়র ইঞ্জি.** বসিরহাট হাইওয়ে, সাব-ডিভিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বারাসত হাইওয়ে ডিভিশন-১ অধীন, পিডব্লিউডি (সড়ক) ডিটিই বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ **এবং** ফ্ল্যাট নং ২ডি, ৩য় তল, শ্রী কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট, দাসদ্রোণ, থানা - রাজারহাট, পো- রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০০৫৯ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য : ৩৩,০০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা : ৩,৩০,৩০০.০০ টাকা, ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ২ডি, ৩য়তল, দক্ষিণ পূর্ব দিকে এবং একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় জি-৩ তলা ভবনে পরিচিত শ্রী কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট হিসেবে, পরিমাপ ১১০২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৭৬৮ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) , ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ড্রইং রুম, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি,মৌজা : দাশ দ্রোণ, হোল্ডিং নং আরজিএমএ/৫৫২, ব্লক ডি, দশ দ্রোণ (বঙ্গ লক্ষ্মী) জেএল নং ৬, (পূর্বতন ৪), সিএস দাগ নং ৭৫, সিএস খতিয়ান নং ১২৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩৬, আরএস খতিয়ান নং ২০৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৮০, প্লট আরএস দাগ নং ১৪০, ওয়ার্ড নং ৫, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা (পুরানো) বর্তমানে বিধাননগর পুরসভা অধীন, থানা : রাজারহাট,পো : বাগুইআটি, কলকাতা : ৭০০১৩৬।
স্বত্ব দলিল নং ১-০৭৪৪০/২০১৯ তারিখ ২৫.০৬.২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩২০১৯, পৃষ্ঠা ২৮৯৪১৭ থেকে ২৮৯৪৪০, দলিল নং ১৫২৩০৭৪৪০, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস- এডিএসআর রাজারহাট, পশ্চিমবঙ্গ।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট আরএস দাগ নং ১৪০, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং ০৫

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৪,৭৯,৮৬১.৩৬ টাকা (চোদ্দ লাখ উনআশি হাজার আটশ একষট্টি টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) ১০.০৭.২০১৮ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স এভারগ্রিন অ্যাগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং, স্বত্বা - বিপ্লব দাশগুপ্ত,** পিতা আশুতোষ দাশগুপ্ত, মাতৃ কুটির, ৮২/১, এস এ দত্ত সরণি, মাঠপাড়া, শরৎ কলোনি, পো - রাজবারি, থানা - এয়ারপোর্ট, কলকাতা - ৭০০০৮১ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য : ২৫,৪২,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা (ইএমডি) : ২,৫৪,২০০.০০ টাকা, ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সমুদয় দোতলা- দোতলা ভবনের নাম মাতৃ কুটীর, অবস্থিত ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২১ বর্গফুট জমি , প্রেমিসেস নং ৮২/১, হোল্ডিং নং ২২৯/১, শহিদ অনন্ত দত্ত সরণি, পো : রাজবাড়ি কলোনি, থানা : এয়ারপোর্ট, কলকাতা : ৭০০০৮১। শরৎ অ্যাকাডেমি হাই স্কুলের নিকট, পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৭, উত্তর দমদম পুরসভা অধীন,মৌজা : গৌরীপুর, জেএল নং ৬, আরএস নং ১২১, তৌজি নং ১৭২, দাগ নং ৮১৭ এবং ৮১৯, খতিয়ান নং ৫০৬ এবং ২৭৭, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, **স্বত্ব দলিল নং ১-৫৫৩৪/২০১৪, সম্পত্তি শ্রী বিপ্লব দাশগুপ্তর নামে।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : কো অপারেটিভ পুকুর; দক্ষিণে : পুরসভার সড়ক ১০ ফুট; পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া শহিদ অনন্ত দত্ত সরণি; পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং ০৬

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩,২৯,১৩, ৫১২.০০ টাকা (তেরো কোটি উনত্রিশ লাখ তেরো হাজার পাঁচশ বারো টাকা) ০৯.০৩.২০১৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স অ্যালায়ড ব্যাপার প্রা. লি.** ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ২য় তল, রুম নং ১৫, কলকাতা - ৭০০০০১ **এবং** ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ **শ্রীমতি রানী দেবী সুরেকা,** স্বামী কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, **শ্রী রাজেশ সুরেকা,** পিতা কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, **উভয়ের ঠিকানা** - ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ৭৬,০০,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা : ৭,৬০,০০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি বাস্তু জমি পরিমাপ ৩৬ ডেসিমেল (১৮ ডেসিমেল- ১৮ ডেসিমেল), মৌজা : চন্দনহাটি, জেএল নং ১০৪, দাগ নং অংশ ১৬৯, খতিয়ান নং আরএস ৭২ এবং এলআর -৯০ এবং ৭৭, হোল্ডিং নং ৩৮, বামনমুড়া, অবস্থিত উত্তর দিকে-বামনমুড়া মেন রোড এবং প্রবেশ করা যায় ৮ ফুট চওড়া পথ দিয়ে।)।
স্বত্ব দলিল নং ০০৫১১-২০১৩ সালের (সংশোধিত **দলিল নং ০১১২০ -২০১৩ সালের**) এবং **দলিল নং ১২৬২৯/২০১২** এবং ঘোষিত **দলিল ১৪৩৭৭/২০১২। (স্বত্বাধিকারী মেসার্স অ্যালায়াড ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড)।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে আরএস দাগ নং ১৬৯ (অংশ) মৌজা : চন্দনহাটি, দক্ষিণে : অংশত প্রাইভেট রোড এবং অংশত অবশিষ্ট অংশ আরএস দাগ নং ১৬৯ (অংশ) মৌজা চন্দনহাটি, পূর্বে : আরএস দাগ নং ১৭০, পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.০৯.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@ psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ০৮.০৯.২০২৫ স্থান ঃ কলকাতা — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কিভে রাশিয়ার ড্রোন হামলা

কিভ, ৭ সেপ্টেম্বর: রাশিয়ার ড্রোন হামলায় শনিবার ইউক্রেনের রাজধানী কিভে মৃত্যু হয়েছে অন্তত দু'জনের। তাদের মধ্যে এক শিশুও রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। রবিবার কিভ প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের দেহ ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। হামলায় আহত হয়েছেন অন্তত ১১ জন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এদিন কিভের মন্ত্রিসভা ভবনের ছাদ থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। তবে সরাসরি আঘাত লেগেছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। এই ভবনেই ইউক্রেনের মন্ত্রীরা কাজ করেন। গত দু'সপ্তাহে এটি কিভে দ্বিতীয় বৃহৎ রুশ ড্রোন হামলা।

আবার বোমা হামলার হুমকি মুম্বইয়ে

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর: আবার মুম্বইয়ে বোমা হামলার হুমকি। এবার বাণিজ্যনগরীর এক হাসপাতালে বোমাতঙ্ক ছড়াল। হাসপাতাল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ইমেল পাঠানো হয়। সেই হুমকি ইমেল পাওয়ার পরেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। একই সময়ে মুম্বই বিমানবন্দরেও বোমা হামলার হুমকি আসে বলে খবর।

জানা গিয়েছে, শনিবার রাত ১১টা নাগাদ নায়ার হাসপাতালের ডিনের অফিসিয়াল ইমেল আইডিতে একটি ইমেল আসে। সেই ইমেলে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। খবর পাওয়ামাত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। খবর দেওয়া বম্ব স্কোয়াডকেও। হাসপাতালের বিভিন্ন প্রান্তে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তবে কয়েক ঘণ্টা তল্লাশি অভিযানের পরেও হাসপাতাল চত্বরে কোনও সন্দেহজনক

কিছু মেলেনি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশের অনুমান, ভুয়ো হুমকি ইমেল পাঠানো হয়েছে। কে বা কারা এই হুমকি ইমেলের নেপথ্যে রয়েছেন, তার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, দিনদুয়েক আগেই মুম্বই ট্র্যাফিক পুলিশের হোয়াট্ সঅ্যাপ হেল্পলাইনে হুমকি বার্তা আসে। সেখানে বলা হয়, মুম্বইয়ের নানা জায়গায় ৪০০ কেজি আরডিএক্স দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এক কোটি মানুষকে হত্যা করা হবে। আর সেই বিস্ফোরণ ঘটাতে ৩৪টি মানববোমা শহরে ঢুকেছে। ১৪ জন পাক জঙ্গিও শহরে ঢুকে পড়েছে বলে হুমকি দেওয়া হয়। ঘটনার পরই মুম্বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিশ। জারি করা হয় 'হাই অ্যালার্ট'। হুমকি বার্তা পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ অভিযুক্ত অশ্বিনী কুমারকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় তিনি জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই হুমকি দিয়ে ফোন করেছিলেন।

মঙ্গলে বন্যাবিধ্বস্ত পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর: আগামী ৯ সেপ্টেম্বর পঞ্জাবে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। ভয়াবহ বন্যার কবলে পঞ্চনদের দেশ। কৃষকদের কপালে হাত। বিঘার পরে বিঘা জমি জলের তলায়। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেই মঙ্গলবার পঞ্জাবে যাচ্ছেন মোদী। পঞ্জাব বিজেপির তরফে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৯ সেপ্টেম্বর পঞ্জাবের গুরুদাসপুরে যাচ্ছেন। তিনি সরাসরি বন্যাকবলিত মানুষ এবং কৃষকদের সঙ্গে দেখা করবেন।

প্রসঙ্গত, পঞ্জাবের বেশিরভাগ জেলা বন্যার কবলে। এর ফলে রাজ্যের মানুষ ও কৃষকরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। উল্লেখ্য, এর আগে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ চৌহান অমৃতসর জেলার বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

সোনমের সামনেই খুন রাজাকে, দাবি চার্জশিটে

শিলং, ৭ সেপ্টেম্বর: মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে খুনের মামলায় ৭৯০ পাতার চার্জশিট জমা দিল মেঘালয় পুলিশ। ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ডে খুন, খুনের ষড়যন্ত্র, প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে রাজার সদ্য বিবাহিত স্ত্রী সোনম রঘুবংশী, তাঁর প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা-সহ তিন ভাড়াটে খুনির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশের হাতে সমস্ত ফরেনসিক রিপোর্ট এলে সহ-অভিযুক্ত সিলোমি জেমস, বিল্ডিংয়ের মালিক লোকেন্দ্র টোমার ও নিরাপত্তারক্ষী বলবীর আহিরওয়ারের বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, সোনমের সামনেই খুন করা হয় রাজাকে।

উল্লেখ্য, গত ২০ মে মধুচন্দ্রিমায় মেঘালয়ে ঘুরতে যান নবদম্পতি রাজা রঘুবংশী ও সোনম রঘুবংশী। ২৩ মে চেরাপুঞ্জিতে পৌঁছনোর পর নিখোঁজ হয়ে যান দম্পতি। এই ঘটনার ১১ দিন পর জলপ্রপাতের খাদ থেকে উদ্ধার হয় রাজার দেহ। তবে খোঁজ মেলেনি সোনমের। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, রাজার স্ত্রী সোনমের সঙ্গে প্রেম ছিল তাঁর বাবার কারখানার কর্মী রাজের। অভিযোগ, প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইন্দোর থেকে তিন ভাড়াটে গুন্ডা আকাশ রাজপুত, বিশাল চৌহান, আনন্দ কুরমিকে এনে রাজাকে খুন করানো হয়। খুনের জন্য গুন্ডাদের ২০ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল। ৮ জুন উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে সন্ধান মেলে সোনমের। এর একদিন পরে ধরা পড়ে তাঁর প্রেমিক রাজও।

গাজার বহুতলে ইজরায়েলি হামলা, বলি ১৭

গাজা, ৭ সেপ্টেম্বর: প্যালেস্টাইনপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। সম্প্রতি গাজা শহরের বহুতল ভবনগুলিকে নিশানা করতে শুরু করেছে তারা। ইজরায়েলি বাহিনী গাজার এক পরিত্যক্ত স্কুলেও বোমা ফেলেছে। গাজা শহরে আল-ওয়াফা হাসপাতালের অদূরে আশ্রয়হীনদের তাঁবুর কাছেও বোমা পড়েছে বলে অভিযোগ। রবিবার সকাল থেকে গাজার বিভিন্ন প্রান্তে অন্তত ১৭ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে।

গাজায় যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য সশস্ত্র হামাস গোষ্ঠীর দিকেই আঙুল তুলে যাচ্ছে তেল আভিভ। ইজরায়েলি বিদেশমন্ত্রী গিদোন সার রবিবার আবারও সংঘর্ষ বন্ধ করার দায় হামাসের উপরেই ঠেলে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, হামাস যদি পণবন্দিদের মুক্তি দেয় এবং অস্ত্রসমর্পণের পথ বেছে নেয়, তবেই গাজায় সংঘর্ষ শেষ হতে পারে। ইজরায়েলি বিদেশমন্ত্রীর কথায়, হামাস এই শর্তগুলি পূরণ করলে আগামিকালই যুদ্ধ থেমে যেতে পারে।

যদিও হামাস গোষ্ঠীও নিজেদের শর্ত বুঝিয়ে দিয়েছে ইজরায়েলকে। তাদের দাবি, ইজরায়েলকে সংঘর্ষ থামাতে হবে এবং গাজা থেকে ইজরায়েলি বাহিনীকে সরিয়ে নিতে হবে। তবেই তারা পণবন্দিদের মুক্তি দেবে। শনিবারও এ প্রসঙ্গে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে ইজরায়েলি বাহিনী। ঘটনাচক্রে, তার পরেই রবিবার ফের নিজেদের শর্ত বুঝিয়ে দিলেন ইজরায়েলি মন্ত্রী।

গত শনিবারও গাজা শহরের বহুতল এবং আশপাশের তাঁবু থেকে সাধারণ মানুষকে অন্যত্র সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল ইজরায়েলি বাহিনী। ইজরায়েলের দাবি, ওই বহুতল ভবনগুলিকে হামাস গোষ্ঠী নিজেদের ডেরা হিসাবে ও উপর থেকে নজরদারি চালানোর জন্য ব্যবহার করছে। সেই কারণেই বহুতলগুলিতে হামলা চালানো হচ্ছে বলে দাবি ইজরায়েলি সেনার। চলতি সপ্তাহের শুরুতেই গাজা ভূখণ্ডের প্রায় ৪০ শতাংশ এলাকার উপর নিজেদের দখল নিয়ে নেয় ইজরায়েলি সেনা।

ঝাড়খণ্ডে নিকেশ মাও জোনাল কমান্ডার

পশ্চিম সিংভূম, ৭ সেপ্টেম্বর: ঝাড়খণ্ডে মাওবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলির লড়াইয়ে এক মাওবাদী নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। জানা গেছে, তার নাম অমিত হাঁসদা ওরফে আপটন। সে সিপিআই মাওবাদী জোনাল কমান্ডার। তারা মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা।

জানা গেছে, ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার গোইলকেরা থানার বুরজুয়া পাহাড় এলাকায় রবিবার ভোরে এই গুলির লড়াই হয়। ওই এলাকায় মাওবাদীদের উপস্থিতি সম্পর্কে পুলিশ গোপন তথ্য পেয়েছিল। এর পর রবিবার ভোরে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর একটি যৌথ দল তল্লাশি অভিযানে যায়। নিরাপত্তা বাহিনীকে দেখে মাওবাদীরা গুলি চালাতে শুরু করে। নিরাপত্তা বাহিনীও জবাব দেয়। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই গুলির লড়াইয়ে সিপিআই মাওবাদী জোনাল কমান্ডার অমিত হাঁসদা ওরফে আপটন নিহত হন। ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ ও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এসপি রাকেশ রঞ্জন একজন মাওবাদীর নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো হয়েছে। তল্লাশি অভিযান চলছে।

রাধিকা হত্যাকাণ্ডে চার্জশিট পেশ, মূল অভিযুক্ত বাবা-ই

চণ্ডীগড়, ৭ সেপ্টেম্বর: হরিয়ানার টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আদালতে চার্জশিট জমা দিল পুলিশ। বৃহস্পতিবার এই চার্জশিট আদালতে পেশ করা হয়েছে বলে রবিবার জানাল পুলিশ। চার্জশিটে রাধিকার বাবা দীপক যাদবকেই মূল অভিযুক্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, চার্জশিটে পুলিশ দাবি করেছে, একটি বচসার জেরেই রাধিকাকে খুন হতে হয়েছে। দীপকের সঙ্গে রাধিকার বচসা শুরু হয় টেনিসের কোচিং করানোর বিষয়টি কেন্দ্র করে। দীপক চাইতেন না যে রাধিকা কোচিং করান। বার বার আপত্তি জানানোর পরেও রাধিকা কোচিং করানো বন্ধ করেননি। আর তাঁর এই কাজের জন্য দীপককে নানা রকম ভাবে 'কটাক্ষ' করতেন আত্মীয় এবং গ্রামের লোকেরা। ফলে এখান থেকেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। আর তার পরই রাধিকাকে গুলি করে খুন করেন দীপক। সূত্রের খবর, চার্জশিটে আরও বলা হয়েছে, রাধিকাকে লক্ষ্য করে চারটি গুলি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ১০ জুলাই রাধিকাকে বাড়িতেই গুলি করে খুন করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বাবা দীপকের বিরুদ্ধে। সেক্টর ৫৭-য় রাধিকাদের বাড়িতে ওই দিন সকাল সাড়ে ১০টায় এই ঘটনা ঘটে। সেই সময় রাধিকা রান্নাঘরে ছিলেন। অভিযোগ, দীপক তাঁর লাইসেন্সড বন্দুক দিয়ে পিছন থেকে গুলি করেন রাধিকাকে। গুলি চলার আওয়াজ শুনে বাড়ির লোকেরা ভেবেছিলেন প্রেশার কুকার ফেটেছে। কিন্তু দীপকের ভাই কুলদীপ জানান, দোতলায় উঠে দেখেন, তাঁর ভাইঝি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তাঁর পাশেই বসে দীপক। রাধিকাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দেশের একাধিক রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর: গুজরাত ও রাজস্থানে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামী কয়েকদিন পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং সিকিমেও বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। এছাড়াও তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, করাইকাল, উত্তরাখণ্ডের কিছু অংশে আগামী দিনদুয়েক বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে।

এদিকে, এই সপ্তাহের সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার অসম ও মেঘালয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আগামী কয়েকদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। আগামী দিনদুয়েক অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার কিছু অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

ময়দান

সুপার কাপের দিন ঘোষণা

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর: ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি এখনও। তার মধ্যেই সুপার কাপের তারিখ ঘোষণা করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)। রবিবার এক বিবৃতির মাধ্যমে ফেডারেশন জানিয়েছে, আগামী ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু হবে সুপার কাপ।

এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে শনিবার রাতে ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে। ঠিক হয়েছে, আগামী ২৫ অক্টোবর থেকে সুপার কাপ শুরু হবে। ফাইনাল হবে ২২ নভেম্বর। তবে প্রতিযোগিতা কোথায় হবে, তা জানানো হয়নি। খুব শীঘ্রই তা ঘোষণা করা হবে।

বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামে শাপমোচন সাবালেঙ্কার

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর: ২০২৫ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে হেরেছিলেন বেলারুশের তারকা আরিনা সাবালেঙ্কা। অবশেষে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে ট্রফি জেতার আক্ষেপ ঘোচালেন তিনি। ইউএস ওপেনের মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনালে শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের আমান্দা আনিসিমোভাকে ৬-৩, ৭-৬ (৭-৩) গেমে হারিয়ে ট্রফি জিতেছেন সাবালেঙ্কা। এদিন তিনি জেতেন টানা দ্বিতীয় ইউএস ওপেন এবং কেরিয়ারের চতুর্থ গ্র্যান্ড স্ল্যাম।

জয়ের পর সাবালেঙ্কা বলেছেন, 'আগের দু'টি ফাইনালে আমি আমার আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলাম।

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লায়নস্ ক্লাবস্ ইন্টারন্যাশনাল, ডিস্ট্রিক্ট ৩২২ক্ষ২ রবিবার এক প্রখ্যাত ক্লাবে আয়োজন করছে শিক্ষা সম্মান পুরস্কার ২০২৫। শিক্ষা, শিল্প, গবেষণা, প্রশাসন ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মান প্রদান করা হচ্ছে;যারা সমাজ গঠনের প্রকৃত দিশারী হয়ে উঠেছেন।

এই বছরের পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন ড. চন্দ্রাণী বিশ্বাস, প্রফেসর সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী রায়চৌধুরী, শ্যাম থাপা, প্রফেসর ড. ভবতোষ বিশ্বাস, জয়া শীল ঘোষ, প্রফেসর ড. দীপা দুবে, ড. সোমব্রত রায়, প্রফেসর সত্যজিৎ চক্রবর্তী, প্রফেসর ড. সমাপিকা দাস বিশ্বাস, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, ঊষশী সেনগুপ্ত, প্রফেসর ড. এন. কে. চক্রবর্তী এবং সুনীতা সেন। সংগীত, সাহিত্য, নৃত্য, ক্রীড়া, আইন, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও প্রশাসনের মতো নানা ক্ষেত্রে

শিক্ষা সম্মান পুরস্কার

এঁদের অবদান দৃষ্টান্তমূলক।

শিক্ষাকে জাতীয় নির্মাণের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে তুলে ধরতেই শিক্ষা সম্মান শুরু হয়েছিল। পূর্ববর্তী বছরে এই সম্মান পেয়েছেন ড. অচ্যুত সামন্ত, লেফটেন্যান্ট জেনারেল জমির উদ্দিন শাহ (অবসরপ্রাপ্ত), প্রফেসর পুনম সাক্সেনা, প্রফেসর চিন্তামণি মহাপাত্র এবং তনুশ্রী শঙ্কর। শিক্ষা শ্রেণীকক্ষের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে এবং সমাজে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করে। শিক্ষা সম্মান হল সেই প্রেরণা, যা প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়,দ মন্তব্য করেন লায়ন স্বাতী গোস্বামী, ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর, লায়নস ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল, ডিস্ট্রিক্ট ৩২২B২।

বিরাটের বিদেশে ফিটনেস টেস্টে বিতর্ক, সুনীলের মন্তব্যে প্রলেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেটে ফিটনেস টেস্ট নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, দেশের সব ক্রিকেটারকেই বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ফিটনেস টেস্ট দিতে হয়। সেই অনুযায়ী রোহিত শর্মা, শুভমান গিল, জসপ্রীত বুমরাহ-সহ প্রায় সব তারকাই সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হাজির হয়ে পরীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু অনুপস্থিত ছিলেন একমাত্র বিরাট কোহলি। কারণ, তিনি এই মুহূর্তে পরিবারের সঙ্গে ইংল্যান্ডে রয়েছেন। সেখানে বসেই ফিটনেস পরীক্ষা দেন এবং তার রিপোর্ট বোর্ডে পাঠান। এখানেই শুরু হয় বিতর্ক, কোহলির জন্য কি আলাদা নিয়ম? প্রশ্ন ওঠে, যখন দেশের সব ক্রিকেটারকে বেঙ্গালুরুতে গিয়ে টেস্ট দিতে হচ্ছে, তখন কোহলি কেন বিদেশে বসে সেই সুবিধা পাবেন?

এশিয়া কাপের আগে জোরকদমেই প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন ৯ সেপ্টেম্বর: থেকে শুরু হচ্ছে বহুপ্রতীক্ষিত এশিয়া কাপ। ভারতীয় দলের প্রথম ম্যাচ ১০ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে। তার আগে শুক্রবার থেকে অনুশীলনে নেমে পড়েছে টিম ইন্ডিয়া। অনুশীলন শুরুর আগে খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন ভারতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। সেই বার্তাই শেয়ার করেছেন দলের অলরাউন্ডার শিবম দুবে। বিসিসিআইয়ের প্রকাশ করা এক ভিডিওতে দুবে জানিয়েছেন, গম্ভীর বলেছেন, 'দেশের হয়ে খেলার সময় সব সময় নতুন কিছু করার সুযোগ থাকে। সেই সুযোগ কাজে লাগাও। সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ নাও। ভালো ক্রিকেটার হয়ে ওঠো।'

তিরন্দাজিতে তেরঙা ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব তিরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস। প্রথমবারের জন্য পুরুষদের দলগত ইভেন্টে সোনালি সাফল্য ভারতের। রবিবার কোরিয়ার গুয়াংজুতে এই ইভেন্টে ভারতীয় কম্পাউন্ড দল ফ্রান্সকে হারিয়ে প্রথম সোনার পদক জেতে।

রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে মাথা ঠান্ডা রেখে ঋষভ যাদব, আমন সাইনি এবং প্রথমেশ ফুগে বাজিমাত করেন। ফলাফল ছিল ২৩৫-২৩৩ (৫৭-৫৯, ৬০-৫৮, ৫৯-৫৯, ৫৯-৫৭)। উল্লেখ্য, ঋষভ, আমন এবং প্রথমেশ ব্যক্তিগত ইভেন্টেও অংশ নিচ্ছেন। কম্পাউন্ড ইভেন্টে সোনা জয়ের পর সকলের নজর এখন তাঁদের দিকে।

জোড়া গোল জোটাকে উৎসর্গ রোনাল্ডোর

লিসবন, ৭ সেপ্টেম্বর: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শুরুটা ভালো করল পর্তুগাল। নিজেদের প্রথম ম্যাচে শনিবার আর্মেনিয়াকে ৫ গোলে হারাল রোনাল্ডোর দেশ। ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ও জোয়াও ফেলিক্স। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে আর একটি গোল করলেই রোনাল্ডো সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে যাবেন। কারণ, গুয়েতেমালার ফুটবলার কার্লোস রুইজের গোলসংখ্যা ৩৯টি, আর রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা এখন ৩৮টি।

'এফ' গ্রুপের ম্যাচের দশম মিনিটেই গোল করেন ফেলিক্স। ২১তম মিনিটে রোনাল্ডোর গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে পর্তুগিজরা। জাতীয় দলের হয়ে টানা চার ম্যাচে জালের দেখা পেলেন রোনাল্ডো। ৩২ মিনিটে তৃতীয় গোলটি করেন কাস্সেলো। বিরতির পর খেলা শুরুর ৪৬ সেকেন্ডে দর্শনীয় একটি গোল করেন রোনাল্ডো। আন্তর্জাতিক ফুটবলে রেকর্ড গোলদাতার মোট গোল হল ১৪০টি। ম্যাচের ৬১ মিনিটে দলের পঞ্চম ও নিজের জোড়া গোল করেন জোয়াও ফেলিক্স। এদিনের ম্যাচের পর নিজের জোড়া গোল দুর্ঘটনায় নিহত দিয়েগো জোটাকে উৎসর্গ করেন রোনাল্ডো।

অন্য দিকে, জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে ইংল্যান্ড শনিবার অ্যান্ডোরাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান ডেকলান রাইস। চার ম্যাচের সবক'টি জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে 'কে' গ্রুপের শীর্ষে আছে ইংল্যান্ড। পাঁচ ম্যাচের সবগুলো হেরে সবার নীচে অ্যান্ডোরা। অ্যান্ডোরার বিপক্ষে সব মিলিয়ে আট ম্যাচের সবক'টিই জিতল ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইংল্যান্ড অপরাজিত রইল এই নিয়ে টানা ৩৫ ম্যাচে (২৭ জয়, ৮ ড্র)। তাদের সর্বশেষ হার ২০০৯ সালের অক্টোবরে, ইউক্রেনের বিপক্ষে ১-০ গোলে।

শুরু থেকে আক্রমণ করলেও প্রতিপক্ষের গোলমুখে ব্যর্থতার জন্য ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা গোল পায়নি। ২৫ মিনিটে ভাগ্যের ছোঁয়ায় গোল পায় তারা। ননি মাদুয়েকের ক্রস বক্সে হেডে ক্লিয়ারের চেষ্টায় নিজেদের জালে বল পাঠান অ্যান্ডোরার ডিফেন্ডার গার্সিয়া। এরপর ৬৭ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ইংল্যান্ড। গোলটি করেন ডেকলান রাইস।

e-TENDER NOTICE

Chairperson, Pujali Municipality, invites e-Tender **NIT No. 06/PM/PWD/2025-26 (2nd call), Dated: 08/09/2025.** for 1 no Civil work. Tender submission closing date **22/09/2025 at 10:00 hrs.** For details visit: **www.wbtenders.gov.in.** website: **www.pujalimunicipality.in,** office Notice Board

Sd/- **Tapas Biswas**
Chairperson
Pujali Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour,
24-Pgs(S), WB: 743331
E-TENDER

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender forone no electrical work (LED Street Light Installation work) from outside bonafide and re-sourceful contractors. **NIT No.-WBMAD/ULB/DHM/NIT-06/351(e)/2025-2026.** Bid Submission Start Date: **08.09.2025.** Last date of online submission: **23.09.2025.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

e-N.I.T (e-Tender) are being invited by the undersigned from Bonafied Bidders 02 nos works Tender **Ref. No :- 04/PRODHAN/GURUDASPUR GP/ 2025-2026 & 05/PRODHAN/GURUDASPUR GP/2025- 2026.** Bid submission closing date - **16/09/2025 up to 5.00pm.** The details above Tender may be seen at **www.wbtenders.gov.in** and from the notice board at the office at undersigned.

Sd/- Prodhan
Gurudaspur Gram Panchayat
Maharajpur, Murshidabad

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/324/25-26 Dated 04.09.25	Construction of blacktop road at B.C Roy road bye lane at Nandy para in Ward No-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,89,091.00

Bid Submission end date: **16.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/322/25-26 Dated 04.09.25	Construction of Concrete Road with Covered surface drain at Nandy para bye lane near Shib Mandir & H/O Babuji in ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 12,77,445.00

Bid Submission end date: **23.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

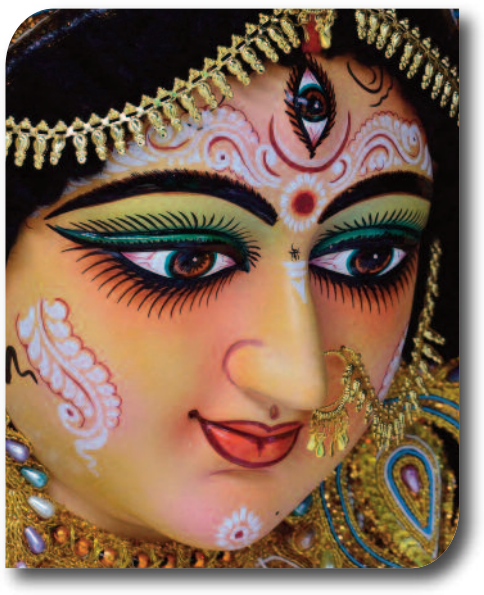

আজ বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস

জয়দেব বেরা

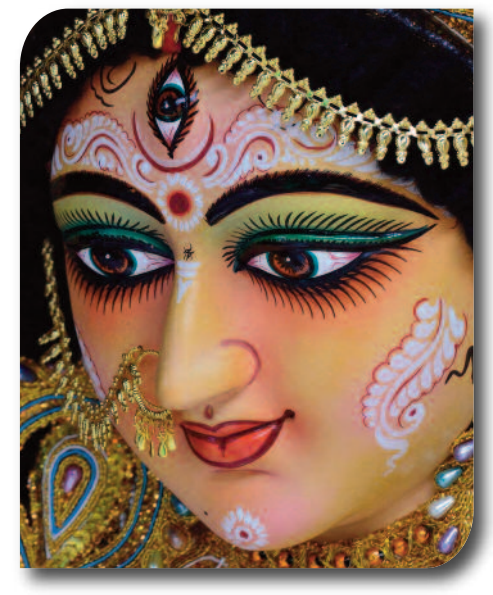

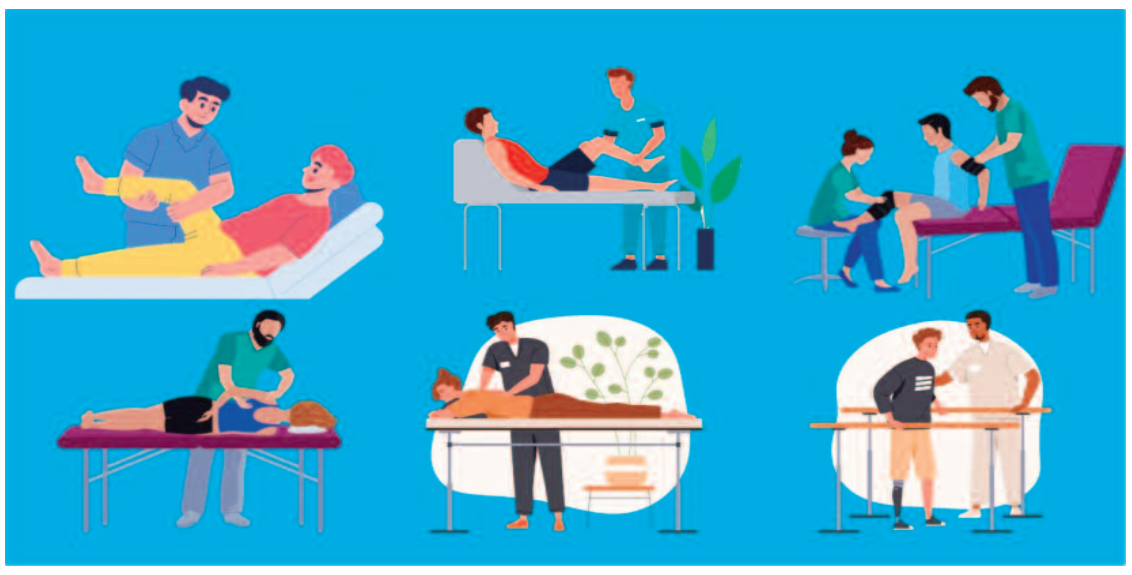

ফিজিওথেরাপিস্টরা হলেন আমাদের সমাজের অন্যতম স্বাস্থ্য সৈনিক। ডাক্তার,নার্স,ল্যাব টেকনিশিয়ান সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের মতোই ফিজিওথেরাপিস্টরাও হলেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হৃদয়। ফিজিওথেরাপিস্টরা কেবল শারীরিকভাবে নয় সামাজিক ও মানসিকভাবে রোগীদের পাশে থাকেন এবং পরিষেবা প্রদান করেন। একজন রোগীকে নানাভাবে একজন ফিজিওথেরাপিস্ট সহায়তা করেন।রোগীদের অস্থির ব্যথা কমানো থেকে শুরু করে শারীরিক কার্যকারিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে এবং রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যের প্রচারের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে ফিজিওথেরাপিস্টরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বিভিন্ন আঘাত,অস্ত্রোপচার, দীর্ঘস্থায়ী রোগ বা দুর্ঘটনার পর বিশেষ করে অস্থিজনিত সমস্যাগ্রস্ত রোগীদের সুস্থ করে তুলতে ও গতি, শক্তি এবং নমনীয়তা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপিস্টরা সাহায্য করেন। অর্থাৎ ফিজিওথেরাপিস্টরা শারীরিক,সামাজিক এবং মানসিকভাবে প্রত্যেক রোগীকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করেন। এর ফলে রোগীরা সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। একজন শিশু থেকে শুরু করে একেবারে বৃদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত রোগীদের এই ফিজিওথেরাপিস্টদের প্রয়োজন হয়।বিশেষ করে প্রতিবন্ধী মানুষদের খুবই প্রয়োজন হয় ফিজিওথেরাপিস্টদের।

ফিজিওথেরাপিস্টদের প্রধান কাজগুলি হল-রোগীদের ব্যথা ও অস্বস্তি হ্রাস করা, শারীরিক কার্যকারিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করা,পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধার করা, রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য প্রচার করা,ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসা পরিকল্পনা করা,শারীরিক-সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা,বিভিন্ন থেরাপি-ব্যায়াম ও কৌশলের মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ করা, কাউন্সেলিং করানো সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা প্রভৃতি।

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস (বিশ্ব পিটি দিবস) হল একটি বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা অনুষ্ঠান যা ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর পালিত হয় , যা ১৯৫১ সালের বিশ্ব ফিজিওথেরাপি ফাউন্ডেশনের তারিখকে স্মরণ করে। ১৯৫১ সালে এই দিনেই বিশ্ব ফিজিওথেরাপি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।এই দিনটি বিশ্বব্যাপী ফিজিওথেরাপি সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক।এই দিনটি সমস্ত ফিজিওথেরাপিস্ট এবং তাদের সেবার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবসের তাৎপর্য হল-ফিজিওথেরাপিস্টদের প্রতি সম্মান জানানো, উনাদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং ফিজিওথেরাপি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করাতে প্রভৃতি।বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস ২০২৫ এর থিম হল- 'স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য' যার বিশেষ গুরুত্ব দুর্বলতা এবং পড়ে যাওয়া প্রতিরোধের উপর। এই প্রতিপাদ্যটি সুস্থ বার্ধক্যকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যায়াম এবং শারীরিক থেরাপির গুরুত্বের উপর জোর দেয়, যার লক্ষ্য বয়স্ক ব্যক্তিদের দুর্বলতা কমানো এবং পড়ে যাওয়া প্রতিরোধ করা।

বিগত বছরগুলিতে বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবসের (বিশ্ব পিটি দিবস) থিমগুলি ছিল - বিশ্ব পিটি দিবস ২০২৪ এর থিম কোমরের ব্যথা (এলবিপি) এবং এর ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধে ফিজিওথেরাপির ভূমিকা,বিশ্ব পিটি দিবস ২০২৩ এর থিম অস্টিওআর্থারাইটিস প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা,বিশ্ব পিটি দিবস ২০২২ এর থিম অস্টিওআর্থারাইটিস প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা,বিশ্ব পিটি দিবস ২০২১ এর থিম পুনর্বাসন এবং দীর্ঘ কোভিড, বিশ্ব পিটি দিবস ২০২০ এর থিম পুনর্বাসন এবং দীর্ঘ কোভিড, বিশ্ব পিটি দিবস ২০১৯ এর থিম দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা এবং ফিজিওথেরাপিস্টের ভূমিকা,বিশ্ব পিটি দিবস ২০১৮ এর থিম শারীরিক থেরাপি এবং মানসিক স্বাস্থ্য প্রভৃতি।

১৯৬৭ সাল থেকে বিশ্ব ফিজিওথেরাপিতে বিভিন্ন ভারতীয় ফিজিওথেরাপি সমিতি এবং ফিজিওথেরাপিস্টদের প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে।

ফিজিওথেরাপিস্টরা আর্থ্রারাইটিস চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে অন্যতম। মূল্যায়নের পর, সঠিক নির্দেশনা এবং নড়াচড়া এবং ব্যায়ামের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা লক্ষণীয় নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে। বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবসটি সমাজে ফিজিওথেরাপিস্টদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির জন্য পালিত হয়, যা মানুষকে সচল, সুস্থ এবং স্বাধীন হতে সক্ষম করে। তাই এই দিবসটি প্রতিবছর ৮ সেপ্টেম্বর পালিত হয়।

লেখক: অতিথি অধ্যাপক, ফিজিওথেরাপি বিভাগ,বিদ্যাসাগর ইনস্টিটিউট অফ হেলথ, মেদিনীপুর

বাজির বিচিত্রতার মাঝেই সুরক্ষিত রাখুন নিজেকে

ডাঃ শামসুল হক

পুজো মানেই বাজি এবং বাজির মধ্যেই পুজো, মোটামুটিভাবে সেইসব বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমারাও যেন মনে মনে ভেবে নিই বাজির প্রকৃত ব্যবহারবিধিও। কিন্তু সারা বছর ধরেই ব্যাপকহারে যে চলে তার ব্যবহার সেটাও কার ও অজানা নয়। বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে খেলার মাঠ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিজয় মিছিল , সর্বত্রই দেখা যায় বাজির বিশাল রমরমাও। ঈদ উৎসবে আলোক সজ্জার পাশাপাশি ছোটরাও দারুণভাবে মেতে ওঠে সেই বাজির ই খেলায়।

কিন্তু শব্দবাজির বিভিন্ন ধরণের তর্জন গর্জন সহ আলোক বাজিও যে মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক সেটা বুঝেও ব্যাপকভাবে চলছে তার ব্যবহার ও । গন্ধক, অ্যালুমিনিয়াম, বেরিয়াম, ক্লোরিন, স্ট্রনশিয়াম সহ আরও অনেক প্রকার রাসায়নিক উপাদানে সৃষ্ট নানান ধরণের শব্দ কিংবা আলোক বাজি অনেক সময় নানান ধরণের ক্ষতির কারণ ও হয়ে ওঠে ।

এই বাজির কথা মনে পড়লে প্রথমেই মনে আসে শব্দ বাজির কথা। তার বিকট আওয়াজ যদি তীব্রগতিতে প্রবেশ করে আমাদের কর্ণ গহ্বরে তখন ঘটে যেতে পারে যেকোন ধরণের অঘটনও। ক্ষতি হতে পারে কানের পর্দা সহ অন্যান্য অংশেরও। তখন সেখানে ব্যথা অনুভূত হতে পারে। আবার শব্দের তীব্রতা যদি সহ্য সীমার বাইরে চলে যায় তাহলে ফেটে যেতে পারে কানের পর্দাও। তখন যতটা দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে । কারণ তখন বেড়ে যেতে পারে রক্তচাপ, হৃদযন্ত্রের সমস্যা সহ নানা ধরণের মানসিক বৈকল্যও। হতে পারে স্নায়ুর রোগও।

আলোক বাজি থেকে হতে পারে চোখের সমস্যাও। বলাই বাহুল্য, বাজি পোড়ানোর সময় একটু অন্যমনস্ক থাকলেই যেকোন সময়ই বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক গ্যাস ঢুকে পড়তে পারে চোখের ভিতর।আর সেই ধরণের ঘটনা বেশি ঘটে ছোটদের মধ্যেই। আর তার মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে সালফারের গুঁড়ো। শুধু তাই নয়, সেইসময় হঠাৎ যদি দুষিত সেই আলোরই কোন ফুলকি এসে আছড়ে পড়ে চোখের তারায় তাহলেই কিন্তু মহা বিপদ। তাই যদি তেমনই ঘটনা ঘটে তাহলে চোখে দিতে হবে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা। আর কালবিলম্ব না করে নিতে হবে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শও।

যদি তখন আগুনের ফুলকি এসে স্পর্শ করে কার ও শরীরে তখন সেই স্থান পুড়ে যেতে পারে। পড়তে পারে ফোসকাও । তখন সেখানে যেন কার ও হাত না পড়ে। আক্রান্ত স্থান ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে বা কিছুক্ষণ জলে ডুবিয়ে রাখার পর আক্রান্ত ব্যক্তিকে যত শীঘ্র সম্ভব কাছাকাছি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাড়িতে বাজি সংরক্ষণের করার ক্ষেত্রেও কিন্তু নিত হবে অতিরিক্ত সতর্কতা। বাচ্চারা যাতে কোনভাবে তার ধারেকাছে পৌঁছাতে না পারে লক্ষ্য রাখতে হবে সেই দিকেও। কারণ সেগুলো ছুঁলে তার মধ্যে থাকা নানারকম রাসায়নিক পদার্থের গুঁড়ো তাদের হাতে লাগবেই লাগবে। তারপর সেই হাত মুখে ঠেকালেই বিপত্তি।

অত এব যেকোন উৎসব বা অনুষ্ঠানেই হোক না কেন বাজি পোড়াতে হলে বেছে নিতে হবে জনমানবহীন মুক্ত পরিবেশেই। আর সব ধরণের বাজিই নান্দনিক এবং বিনোদনের মহৎ একটা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হলেও সেটা কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নয়। তাই সেটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হতেই হবে। আর তাতে সুরক্ষিত থাকব আমরাও।

অকাল বোধনের বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দিতে চাইছে খিদিরপুর ভেনাস ক্লাব

শুভাশিস বিশ্বাস

প্রতি বছরই দুর্গাপুজোকে ঘিরে ঢল নামে কলকাতায়। হেভিওয়েট পুজো দেখতে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেও পুজোর এই ক'দিন কতো যে লোক আসেন তার অন্ত নেই। হাজোরো থিম। এরই মাঝে ট্র্যাডিশন বজায় রেখে পুজো করে চলেছে খিদিরপুরের ভেনাস ক্লাব। ২০২৫-এ ৮০ তম বর্ষে পদার্পণ করলো এই পুজো। দীর্ঘ এতো বছর ধরে খিদিরপুর ভেনাস ক্লাব তাদের পুজোয় তুলে ধরছে শ্রী রামচন্দ্রের অকাল বোধন'-কে। আদতে শরৎকালে দেবী দুর্গার আরাধনা যে হতো না তা হয়তো অনেকেই জানেন না। বঙ্গে দেবী দুর্গার আরাধনা হতো বসন্তকালে। তবে সীতাকে উদ্ধার করতে রাম লঙ্কা অভিযানে যাওয়ার আগে দেবী দুর্গার শরনাপন্ন হন।প্রবল প্রতাপশালী লঙ্কাধিপতি রাবণকে পরাজিত করতে দেবী দুর্গার আরাধনায় বসেন তিনি। কথিত আছে, এই শরৎকালে দেবদেবীরা নিদ্রামগ্ন থাকেন। ফলে তাঁকে জাগ্রত করার জন্য যোড়শপচারে পুজোর আয়োজন করেন শ্রী রামচন্দ্র। এর মধ্যে একটি উপকরণ ছিল ১০৮টি পদ্ম। দেবী দুর্গা শ্রী রামচন্দ্রকে পরীক্ষার জন্য ছলনা করে একটি পদ্ম সেখান থেকে সরিয়ে নেন। পুজোতে বসে শ্রী রামচন্দ্রের নজরে আসে একটি পদ্ম কম পড়েছে। এদিকে ১০৮টি পদ্ম ছাড়া দেবী দুর্গার পুজো সম্পন্ন হওয়াও সম্ভব নয়। উপায় না পেয়ে তিনি তাঁর তূণ থেকে তির বের করে ওই পদ্মের জায়গায় তাঁর একটি চোখে নিবেদন করতে যান। সেই মুহূর্তে দেবী দুর্গা তাঁকে নিরস্ত্র করে আশীর্বাদ করেন। আদেশ করেন যুদ্ধযাত্রার। এরপরের ইতিহাস প্রায় প্রত্যেকেরই জানা। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর লঙ্কেশকে বধ করেন শ্রী রামচন্দ্র। এই যুদ্ধজয় উদযাপিত হয় দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরমের এক প্রত্যন্ত স্থান ধনুষকোড়িতে। আর সেই কারণে সারা ভারতের সঙ্গে এই ধনুষকোড়িতে প্রতি বছর সাড়ম্বরে উদযাপন করা হয় 'দশেরা' বা 'দশহরা'। লঙ্কেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার আগে শ্রী রামচন্দ্রের দেবী দুর্গাকে এই আবাহন-ই পরিচিত হয় অকালবোধন হিসেবে। এই প্রসঙ্গে খিদিরপুর ভেনাস ক্লাবের সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, শ্রী রামচন্দ্রের এই অকালবোধনের ঘটনা পৌঁছে যাক শহর ছাড়িয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এমনটাই চাইছেন তাঁরা।

পুজো বা প্রতিমা এই 'অকাল বোধন'-কে ঘিরে তৈরি হলেও এর পাশাপাশি তুলে ধরা হয় সমাজের কোনও আলোড়ন ফেলে দেওয়া ঘটনাকেও। আর সেই ভাবনা বা থিমের ওপর তৈরি হয় পুজো মণ্ডপও। যেমন, ২০২৫-এ থিমের নামকরণ করা হয়েছে, ';আমি নারী, সব পারি' ;অর্থাৎ তুলে ধরা হবে নারীজাতির ক্ষমতায়ণকেই। একদিকে নারীরা যেমন সংসার সামলান ঠিক তেমনই কর্মক্ষেত্রেও কোথাও তাঁরা আর এই মুহূর্তে পিছিয়ে নেই। বারতের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও একজন নারীই। এমনকী অপারেশ 'সিঁদুর'-এও নেতৃত্ব দিয়েছেন এই নারীরাই। এর পাশাপাশি এই নারীকেই আমরা দেখতে পাই ইটভাটাতেও তাঁর সন্তানকে পিঠে বেঁধে কাজ করতে। উত্তরবঙ্গের চা বাগানের ছবিটাও ঠিক একইরকম। এই সব ঘটনা প্রমাণ করে নারীরা যথার্থই দশভুজা। পুজোর থিমে ঠিক যেমন সাবেকিয়ানার ছোঁয়া ঠিক তেমনই তাঁরই সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি হয় মাতৃপ্রতিমাও। যেখানে শ্রী রামচন্দ্রের 'অকাল বোধন' আর থিম মিলেমিশে একাকার।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২৫-এর মাতৃপ্রতিমা রূপদান করছেন শিল্পী বরুণ সাউ। তবে মাতৃপ্রতিমার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যে চক্ষুদান তা করবেন শিল্পী শুভজিৎ সাউ। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা না বললেই নয়, শিল্পী শুভজিৎ সাউ বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন। জন্ম থেকেই তিনি কথা বলতে না পারলেও তাঁর শৈল্পিক সত্ত্বার কাছে আমাদের মাথানত না করে উপায় নেই। মণ্ডপ থেকে শুরু করে পুজো প্রাঙ্গনের সম্পূর্ণ আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছে রিঙ্কু ইলেক্ট্রিকস। খিদিরপুর ভেনাস ক্লাবের পুজোর আরও একটা বড় আকর্ষণ এই আলোকসজ্জাও। ডায়মন্ড হারবার রোড থেকে মণ্ডপে প্রবেশ করার আগে সুদীর্ঘ পথ জুড়ে তৈরি হয় একের পর এক চোখ জুড়ানো আলোর গেট। এমন আলোকসজ্জা কলকাতা শহরের পুজোতে বর্তমানে বড়ই বিরল। এর পাশাপাশি মণ্ডপ সংলগ্ন বহুতলগুলোও সেজে ওঠে নানা আলোকে। প্যান্ডেল এবং থিমের দায়িত্বে রয়েছেন শিল্পী চিরঞ্জীব সাহা। আর এই পুজো ঘিরে প্রায় সারবাছর প্রস্তুতি নেন উদ্যোক্তা থেকে প্রতিটি সদস্য। কারণ, তাঁরা তাঁদের সাধ্যাতীত চেষ্টা করেন দর্শনার্থীদের 'অকাল বোধন' সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার। একইসঙ্গে বোঝান প্যান্ডেলের থিম সম্পর্কেও।

খিদিরপুরের এই পুজোর ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন হলেও কলকাতার অন্যান্য পুজোর তুলনায় বাজেট খুব একটা যে বেশি তা মোটেই বলা যাবে না। ক্লাব প্রেসিডেন্ট তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ২০২৫-এর বাজেট মেরে কেটে ২৪ লাখ। কলকাতার পুজো দেবী পক্ষ শুরু হতেই প্রায় শুরু হয়ে যাচ্ছে আজকাল, তাই তার সঙ্গে তাল মেলাতে পুজোর উদ্বোধন হবে ২৪ সেপ্টেম্বর, তৃতীয়াতে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখা যাবে নারীদের। আর পুজোর কয়েকটা দিন সপ্তমী থেকে নবমী খিদিরপুরের এই এলাকার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে চলে অরন্ধন।

কারণ, পুজো মণ্ডপেই থাকে দু বেলা পাত পেড়ে খাবার আয়োজন। পুজো শেষে দেবী প্রতিমা নিরঞ্জন দশমীতে করা সম্ভব হয় না দর্শনার্থীদের প্রবল চাপ সামাল দিতে না পারার কারণেই। ২০২৫-এ প্রতিমা নিরঞ্জন হবে দ্বাদশীর দিন ৪ অক্টোবর। কারণ, খিদিরপুরের এই পুজো শুধুমাত্র পুজোতেই নিজেদের আটকে রাখেনি, সঙ্গে বার্তা দিচ্ছে ভারতের ইতিহাসের, ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের, যা অনেকেরই অজানা।

কানপুরের জমিদার পালচৌধুরি বাড়ি

হররোজ পটের দুর্গার পাশে মৃন্ময়ী দুর্গার বিচিত্র আরাধনা

দীপংকর মান্না

রথযাত্রা থেকেই শুরু হয়ে যায় দুর্গা পুজোর প্রস্তুতি। খুঁটি পুজো থেকে মাটি তোলা সবেতেই কাতর আহ্বান মা এসো তাড়াতাড়ি। মা কিন্তু ঠিক সময়েই আসে, বছরে একবার। এই জমি দার বাড়িতে দেবী দুর্গা থাকেন প্রতিদিন। শুধু থাকে নয়, শ্রদ্ধার সাথে নিয়ম করে প্রতিদিন হয় দুর্গা বরণ। বেশ মজা তো। প্রতিদিন দুর্গা বরণ, হৈ হুল্লোর।অবাক হওয়ারই কথা।আসল কথা খুলে বলি। এই জমিদার বাড়িতে আছে ফ্রেমে ভরা সুদৃশ্য পটের দুর্গা। দেবী যেহেতু বাড়িতে, তাই হররোজ দেবী বরণ। পটের দুর্গার পাশাপাশি প্রতি বছর মৃন্ময়ী দুর্গার চলে বিচিত্র আরাধনা। এই ব্যাতিক্রমী দেবীবরণ দেখতে আপনাকে যেতে হবে হাওড়া আমতায়।এখানে আছে কানপুর জমিদার পাল চৌধুরী বাড়ি।গ্ ামীণ মানুষের মঙ্গল কামনায় এই বাড়িতে হররোজ পূজিত হয় পটের দেবী দুর্গা।অভিনব পটের দুর্গা শুধু আমতা কেন হাওড়া জেলার সম্পদ।পুজোর ক'টা দিন-ও মৃন্ময়ী দুর্গার পাশাপাশি চলে পটের দুর্গার আরাধনা। আরও বিচিত্র নবমীতে এই বাড়ির পুজোয় চাই-ই চাই 'আতা ফল' আর 'রঙ্গন ফুল'।অদিনে 'আতা ফল' খুঁজতে হিমশিম অবস্থা। হাওড়া আমতার মান্দারিয়া খালের এপার ওপার দক্ষিণ কানপুর, উত্তর কানপুর আর পার কানপুর জনপদ একত্রে কানপুর গ্রাম। গ্রামটির উত্তরে পুরাশ, দক্ষিণে মানিকুরা, পূর্বে পেয়ারাপুর, পশ্চিমে কমলচক জনপদ। কানপুর গ্ ামে কান পাতলেই শোনা যায় পুরাণাশ্রয়ী লৌকিক দেবী ভদ্রকালী-বিমলাকালী-র কথা। শোনা যায় মা সিদ্ধেশ্বরীর কথা।গ্ ামের জনপ্রিয় দুটি উৎসব পৌষে মকরসংক্রান্তির মেলা আর ফাল্গুনে এয়োজাত। বিবাহিত নারীদের মধ্যে আলতা-সিঁদুর বিনিময় ও সিঁদুরদান পর্ব সৌহার্দের এক অপূর্ব বাতাবরণ। এয়োজাতের পরের সপ্তাহে মায়ের মহাভোগ। বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন। পাঁচ-ছটি বারোয়ারি দুর্গা পুজো কানপুরের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বাতাবরণের বাহক। ইতিহাস আর প্রাচীনত্ব বহন করে আজও আলোকিত জমিদার পালচৌধুরি বাড়ির দুর্গা বরণ। প্রায় ২৫০ বছর প্রাচীন উত্তর কানপুর জমিদার পালচৌধুরি পরিবার। এই পরিবারের মধুসূদন পাল চৌধুরির ছিল অসামান্য প্রভাব প্রতিপত্তি। তাঁর নামে হাওড়া কদমতলায় আছে স্কুল, বাজার, হরিসভা ও রথ। এই বংশের ব্যবসায়ী রাম নারায়ণ পালচৌধুরি ১৬৪ বছর আগে শুরু করেন প্রথম দুর্গা দেবীর আরাধনা।পুজো শুরু নিয়ে আছে এক গল্প। একদিন রাম নারায়ণ পালচৌধুরির স্ত্রী ধুচুনি করে পুকুরে চাল ধুতে যায়।ধুচুনিতে উড়ে এসে বসে এক শঙ্খচিল। শঙ্খচিল সমেত ধুচুনি নিয়ে আসে বাড়িতে। এই দৃশ্য দেখে পরিবারের সবাই হতবাক। পাখির দিকে চেয়ে থাকে সকলে।এক সময় শঙ্খচিল উড়ে চলে যায়। মনখারাপ রাম নারায়ণ পালচৌধুরির স্ত্রী-র।সে রাতেই স্বপ্ন দেখেন।স্বপ্নে বলেন- আমি দেবী তোর বাড়ি এসেছি, তোরা আমার আরাধনা করলে বাড়ির উন্নতি হবে, মঙ্গল হবে। সে বছরই রাম নারায়ণ বাবু বাড়িতে আনেন দেবী দুর্গাকে।প্রথম দিকে বাড়ির দালানেই হয় দেবীর আরাধনা।একে একে ব্যবসার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ে।দেবী দুর্গার জন্য নির্মিত হয় আলাদা মন্দির। পালচৌধুরির বাড়ির পুজো হয় জমিদারি রীতিনীতির পরম্পরা রক্ষা করে। একচালার দেবী।দেবীর রঙ শিউলি ফুলের বোঁটার মতো।নিয়ম অনুযায়ী মহালয়ার পূণ্য তিথিতেই তোলা হয় গঙ্গাজল। জল আনার জন্য আছে প্রাচীন তামার কলসি।হাওড়া বা উলুবেড়িয়া থেকে আনা হয় গঙ্গাজল।বোধনে রীতি মেনে কলাবৌকে সাগরের জল দিয়ে স্নান করানো হয় এখনও। দেবীর নৈবেদ্যে থাকে ৯ মন ধানের আতপ চাল আর ১ মন ধানের সিদ্ধ চাল।ছাগ বলি না হলেও,সপ্তমীতে ছাঁচি কুমড়ো, মহা অষ্টমীতে ছাঁচি কুমড়ো আর মহা নবমীতে ছাঁচি কুমড়ো, আখ ও আদা- র বলি হয়ে থাকে। পরম্পরা মেনে মহা নবমীতে হয় 'কুমারী' পুজো। আবার মহা নবমীর পুজোয় লাগে 'আতা ফল' আর 'রঙ্গন ফুল'। 'রঙ্গন ফুল' মিলে গেলেও অদিনে 'আতা ফল' জোগাড় করতে কতৃপক্ষকে হিমসিম খেতে হয়। একটা সময় নাটক, যাত্রা, গান, অন্নকূট সবই হতো এখন তা বন্ধ হয়েছে। যেহেতু জমিদার পালচৌধুরি বাড়িতে পুজো হয়, সম্মান রক্ষার্থে উত্তর কানপুর জনপদে হয়নি কোন দুর্গা পুজো। তাই পুজো ক'দিন গোটা জনপদের সৌহার্দ্যের মেলবন্ধন ঘটে পালচৌধুরি বাড়িতে। হ্যাঁ আর একটি কথা, পালচৌধুরি বাড়িতে দেবী দুর্গার মূর্তি পুজো হলেও,এই বাড়িতে দেবী দুর্গার হয় নিত্য পটের পুজো।যখন পুজোর ১০০ বছর পূর্তি হয় তখন করা হয় সুদৃশ্য একটি পটের দুর্গা। কাঠের ফ্রেমে পটের দুর্গা বসানো থাকে দুর্গা দালানের বেদীতে। পুজোর চারদিন পটের দুর্গা রাখা হয় দেবীর কাছে অন্য বেদীতে। পটের দুর্গা শুধু আমতা কেন, জেলার অন্য কোথাও হয় বলে জানা নেই। পালচৌধুরি বাড়ির প্রাচীন শৌখিন বাড়ি আজ ধ্বংসের পথে। বর্ষায় জল পড়ে।ভয়ে ভয়ে থাকে চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষের জনা কুড়ি সদস্য। বেশিরভাগ সম্পত্তি অন্যের দখলে।তা সত্ত্বেও, শত কষ্টে বংশের ঐতিহ্য ও গ্রামের মঙ্গলকামনা ধরে রাখতে আঁকড়ে রাখে তারা দেবী দুর্গাকে।